পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা

ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত

প্রকাশক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

কলিকাতা

৬৫নং [illegible] লেন, হিন্দুমেশিন প্রেসে
শ্রী[illegible] ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও জেমো
রাজবাটী হইতে প্রকাশিত

১৩০৭

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা

ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত

প্রকাশক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

কলিকাতা

৬৪নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, হিন্দুমেশিন প্রেসে

শ্রীহরিদাস ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও জেমে।

রাজবাটী হইতে প্রকাশিত

১৩০৭

ভূমিকা

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা একটি গৃহস্থবংশের ইতিবৃত্ত। সেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বা ভাবী বংশধর ব্যতীত অন্যের চিত্তাকর্ষণের কোন বিষয় এই গ্রন্থে সম্ভবতঃ নাই। সাধারণের নিমিত্তও এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং ইহার প্রকাশক সাধারণের সমালোচনার সর্ব্বতোভাবে বহির্ভূত।

যে বংশের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বংশের স্থাপয়িতা সবিতা রায় রাজা মানসিংহের সময়ে পশ্চিম হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করেন। এই তিনশতমাত্র বৎসরের প্রাচীনতাও বাঙ্গালা দেশের জমিদারবংশমধ্যে বিরল। এই প্রাচীনতার জন্য, উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে উৎপত্তির জন্য, ও সদাচার ও লোকহিতৈষার জন্য এই বংশের স্থানীয় সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা আছে। পুণ্ডরীককুলোৎপন্ন জমিদারেরা তিনশত বৎসর কাল স্থানীয় সমাজের নেতৃস্বরূপে নানাহিতকর কার্য্য করিয়া জনসাধারণের সম্মানলাভ করিয়া আসিতেছেন। এত কারণে এই ইতিবৃত্ত রক্ষার যোগ্য বোধ হইতে পারে।

শুনিতে পাওয়া যায় অন্যান্য দেশে অতি ক্ষুদ্র গ্রামেরও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; ক্ষুদ্র গৃহস্থ পরিবারও আপনার ইতিবৃত্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া স্পর্দ্ধা বোধ করে। বাঙ্গালাদেশে সে রীতি নাই। পুণ্ডরীকবংশ হইতে স্থানীয় সমাজ নানাবিধ উপকার পাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু স্থানীয় সমাজ সেই বংশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ; এমন কি, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিতা রায়ের নাম পর্য্যন্ত দুই চারি জন লোক ভিন্ন জানে না। সবিতা রায় ও রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের মধ্যবর্ত্তী কয়েক পুরুষের নাম কোন ব্যক্তিই বলিতে পারে না। এমন কি সবিতা রায়ের বর্ত্তমান বংশধরগণও নীলকণ্ঠ রায়ের পূর্ব্বতন কালের বৃত্তান্ত ও তদানীন্তন স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষগণের নাম পর্য্যন্তও সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন। পুণ্ডরীকবংশের সম্পত্তি কি সূত্রে গৌতমগোত্রীয়গণের হস্তে যায়, তাহারও কেহ সদুত্তর দিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার একখানি তেরেটের পুঁথি অর্দ্ধচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। সে বৎসর

ভূমিকম্পের পর পরিত্যক্ত জঞ্জালরাশির মধ্যে আর একখানি তুলোট কাগজে লেখা পুঁথি পাওয়া যায়। এই দুই খানি পুঁথির পাঠ উদ্ধারের পর পঞ্জিকা প্রকাশযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা গ্রন্থখানি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বংশীবদন নামক ব্রাহ্মণের রচিত। সে সময়ে সন্তোষ রায় ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ জীবিত ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী কালের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। অনুসন্ধানে দুইটি মোকদ্দমার দুই থানি বিভিন্ন ফয়শালা পাইয়াছিলাম; এক থানি পারসীতে লেখা; আর এক থানি মূল কাগজের বাঙ্গালায় তর্জ্জমা। এই দুই থানি ও অন্য নানাবিধ কাগজপত্র অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকার পরবর্ত্তী শত বৎসরের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা গেল। এইরূপে তিনশত বৎসরের ধারাবাহিক বিবরণ সংগৃহীত ও পরিশিষ্ট মধ্যে সঙ্কলিত হইল। মূলের অনুবাদ ও পরিশিষ্টের সমগ্রভাগ প্রকাশকের লিখিত।

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার প্রকাশক পুণ্ডরীককুলের সহিত চারি পুরুষ ব্যাপিয়া অচ্ছেদ্য আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ; এই পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া আমি আমার একটা প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম মাত্র।

কলিকাতা
১৩০৭ সাল, ভাদ্র।   শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ভ্রমসংশোধন

৫৬পৃঃ ১৯ পংক্তিতে ১১৯৭ সাল ১৬৯৭ খৃঃ অব্দ হইবে।

ঐ পৃষ্ঠে নিয়ামত খাঁকে নগরের পাঠান জমিদার বলা হইয়াছে। এই গল্পটি কোথায় পাইয়াছি, স্মরণ হইতেছে না। নিয়ামত খাঁ নগরের জমিদার কি অন্য কোন স্থানের জমিদার, সন্দেহ বোধ হইতেছে।

১৭-১৬

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা

১৭-১৬

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

প্রণম্য কৃষ্ণপাদপদ্মমীহিতার্থদায়কং
বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-রুদ্র-বহ্নি-দেববৃন্দবন্দিতম্।
স্বভাবতঃ স্ববুদ্ধিতঃ স্বশক্তিশ্চ যস্তবেৎ
করোম্যহং হি পুণ্ডরীক-গোত্রজাতবর্ণনম্॥ ১ ॥

ব্রহ্মর্ষিত্বমগাৎ স্বয়ং হি তপসা যো * * * * মুনি-
স্তদ্বংশেঽজনি পুণ্ডরীক ইতি চ খ্যাতো মুনির্গোত্রকৃৎ।
যদ্গোত্রে ন বভূব কোঽপি কৃপণো নো বাধনো নাধমঃ
সর্ব্বে দানপরাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ শ্রদ্ধালবো যাজ্ঞিকাঃ॥ ২ ॥

১। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বহ্নি প্রভৃতি দেবগণের পূজিত ইষ্টসিদ্ধিপ্রদ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া আপনার বুদ্ধি শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে পুণ্ডরীক-গোত্রোৎপন্ন বংশের বর্ণনা করিতেছি।

২। * * * * মুনি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে গোত্রপ্রবর্ত্তক পুণ্ডরীক মুনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গোত্রে কৃপণ, নির্ধন, বা নীচ লোক কেহ জন্মে নাই। সকলেই দানশীল, স্বধর্ম্মরত, শ্রদ্ধালু ও যাজ্ঞিক ছিলেন। (১)

তদ্গোত্রে সবিতা বভূব সবিতা সাক্ষাৎ ক্ষিতৌ তেজসা
ফত্তেসিংহ-গিরৌ যথোদয়মগাচ্ছত্রুংস্তমোজালকম্।
দূরীকৃত্য চ পুণ্ড্রীকনিচয়প্রাকাশ্যহেতৌ পুরা
যস্মাদেব হি তন্নিবোধত বুধা জ্ঞাতং যথৈবোচ্যতে ॥ ৩ ॥

রাজশ্রীমানসিংহঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ শ্রীলদিল্লীশ্বরেণ
যাবদ্বঙ্গীয়দুষ্টক্ষিতিপতিবিজয়ায়ৈব সংপ্রেষিতো যঃ।
তৎসাহায্যং চিকীর্ষুঃ স্বয়মিহ সবিতা রায় এব প্রতাপী
পুত্রাভ্যাং বঙ্গমাগাৎ ত্রিভুবনজয়শীলৈশ্চ পৌত্রৈশ্চতুর্ভিঃ ॥ ৪ ॥

যুদ্ধে শ্রীসবিতা স্ববন্ধুভিরলং দুষ্টান্ ক্ষিতীশানরীন্
কোচাড়্-কোচবিহার-দুর্জ্জয়-খরগ্পূরাদি-দেশস্থিতান্।
আরূঢ়ঃ কবচী মরুজ্জবহয়ং চর্ম্মাসিমাত্রাশ্রয়ো
জিত্বাসৌ সমতোষয়চ্চ নৃপতিং বিখ্যাপয়ন্ শূরতাম্ ॥ ৫ ॥

৩। সেই গোত্রে সবিতা (২) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন, এবং শত্রুগণস্বরূপ তমোজাল দূর করিয়া পুণ্ড্রীক কুলকে প্রকাশ করিবার জন্যই যেন ফত্তেসিংহস্বরূপ পর্ব্বতে উদিত হইয়াছিলেন (৩)। সেই কথা আমি বর্ণনা করিতেছি, পণ্ডিতগণ শ্রবণ করুন।

৪। ক্ষিতিপতিতিলক রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরকর্ত্তৃক বঙ্গদেশের দুষ্ট নৃপতিগণের বিজয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য প্রতাপবান্ সবিতা রায় দুই পুত্র ও ত্রিলোকজয়শীল চারি পৌত্রের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। (৪)

৫। সবিতা রায় বায়ুবেগ অশ্বে আরোহণ করিয়া কবচ ধারণ করিয়া অসিচর্ম্মমাত্র আশ্রয়ে আপন বন্ধুগণ সহকারে কোচাড়, কোচবিহার, খরগ্পুর প্রভৃতি দেশের দুর্জ্জয় দুষ্ট শত্রু রাজগণকে জয় করিয়া আপনার বীরত্ব বিস্তার করিলেন ও রাজা মানসিংহের প্রীতি জন্মাইলেন। (৫)

ততশ্চ রায়ঃ সবিতা নৃপাণাং
ভূমৌ চ রাজ্ঞোঽধিকৃতো বভূব।
রাজা পুনঃ প্রীতমনাস্তমূচে
ধীমানসৌ শ্রীযুতমানসিংহঃ ॥ ৬ ॥

আগচ্ছ ত্বরিতং সহৈব ময়কা দিল্লীশমুর্ব্বীপতিং
পত্রীং ভোগবিধাবতীবকুশলাং সম্পাদয়িষ্যে ততঃ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপভাষিতঞ্চ সবিতা তঞ্চাহ হৃষ্টঃ স্বয়ং
গন্তাহং ভবতা সহৈব হি মমাপীচ্ছাপি চৈতাদৃশী ॥ ৭ ॥

যাস্যন্ ভূপতিনা সহৈব সবিতা বাঞ্ছন্ প্রিয়াণাং প্রিয়ং
পুত্রাদীনবদৎ স্বয়ং হি সকলান্ প্রায়ঃ প্রতিজ্ঞাপয়ন্।
বুদ্ধ্যৈশ্বর্য্যবলাদয়ো ন হি গুণাশ্চৈকত্র তিষ্ঠন্ত্যতো
যুষ্মাকন্ত্বিহ মৎকৃতেষু নিখিলেষ্বাস্তাং সমা স্বামিতা ॥ ৮ ॥

৬। তদনন্তর সবিতা রায় সেই সকল রাজার ভূমি অধিকার করিলে ধীমান্ রাজা মানসিংহ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

৭। তুমি অবিলম্বে আমার সহিত পৃথ্বীপতি দিল্লীশ্বরের নিকট চল। সেখানে তোমার জন্য ভূমিভোগার্থ সুবিহিত পত্রী (সনন্দ) দেওয়াইব। মানসিংহের কথা শুনিয়া সবিতা বলিলেন, আমারও সেই ইচ্ছা; আপনার সহিতই আমি যাইব।

৮। সবিতা মানসিংহের সহিত যাইবার সময় আপনার পুত্রগণের মঙ্গল কামনায় তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিলেন; বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য বল প্রভৃতি গুণ সর্ব্বদা একাধারে থাকে না; এই জন্য আমার উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তোমাদের সকলের সমান অধিকার থাকিবে।

যোগ্যং যস্য যদেব তত্তু কুরুত স্বীয়ং হি কার্য্যং সদা
নিঃশঙ্কং বসত প্রমাদরহিতা অন্যাধিকারস্য চ।
পত্রী সর্ব্বরসাধিকাঽবিশয়িতা কার্য্যা মমৈবাখ্যয়া
সর্ব্বেষামিহসর্ব্বভূমিবিষয়া ভূয়াচ্চ বঃ স্বামিতা ॥ ৯ ॥

গত্বা তত্র ততঃ পরন্তু সবিতা রায়ো হি দিল্লীশ্বরাৎ
পত্রীং প্রীতিকরীং কুলস্য পরমং সংপ্রাপ্য যত্নেন সঃ।
কায়স্থাবনিপালশূরসয়িদান্ যুদ্ধে তথা হড্ডিপান্
ফত্তেসিংহমুখক্ষিতাবধিকৃতো জাতো হি জিত্বৈব তান্ ॥ ১০ ॥

পুত্রাভ্যাং সবিতা ক্ষিতিং বহুসরং পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রৈস্তথা
ভুক্ত্বা ভোগ্যবতীং স্ববাহুকলিতাং রায়স্ততোঽস্তং গতঃ।
পুত্রাদ্যা বুভুজুশ্চ কামবশতো নির্ম্মায় নানাপুরীঃ
কর্ত্রাজ্ঞাপ্রতিপালকাঃ কিল পৃথগ্‌ভাবাদৃতে মেদিনীম্ ॥১১॥

৯। তোমরা সকলে যাহার যেমন যোগ্য কার্য্য সম্পাদন কর, ও নিঃশঙ্ক ও প্রমাদশূন্য হইয়া বাস কর। আমি আপন নামে নির্দ্দোষ ও নিশ্ছিদ্র সনন্দ আনিব। তোমরা সকল ভূমি সমান অধিকারে ভোগ করিবে।

১০। তৎপরে সবিতা রায় দিল্লীশ্বর সমীপে গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যত্নসহকারে আপন বংশের প্রীতি উৎপাদক সনন্দ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পরে কায়স্থ রাজাকে ও শূর সৈয়দগণকে ও হাড়িগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফত্তেসিংহ ভূমি অধিকার করিলেন। (৬)

১১। সবিতা পুত্রদ্বয় ও পৌত্রগণ ও প্রপৌত্রগণ সহিত বহু বৎসর বাহুবলে উপার্জ্জিত ভোগ্যবস্তুসমন্বিত ভূমি ভোগ করিয়া অস্ত গেলেন। পুত্রগণও কর্ত্তার আজ্ঞামতে একান্নভুক্ত থাকিয়া ইচ্ছামিত নানা গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া সম্পত্তি উপভোগ করিতে থাকিলেন।

বিজিত্য সবিতা ক্ষিতাবিতরভূমিপাঁল্লীলয়া
স্ববাহুবলতোঽভুনক তদধিকারভূমণ্ডলম্।
ততোঽধিকমচীকরল্লিবিমধীশদিল্লীশ্বরাদ্-
যতো গমনমাত্রতস্থিতি তু তন্মহৎ পৌরুষম্॥ ১২॥

সবিতাঽখিলস্থ সবিতা সবিতাসৌ পুণ্ডরীকাণাম্।
যদবধি কবিতাস্মাকং ভবিতা কীর্ত্তিপ্রসৃতয়ে তেষাম্॥ ১৩॥

ইতি পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায়াং
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

১২। সবিতা অন্যান্য ভূপতিদিগকে অনায়াসে বাহুবলে জয় করিয়া তাঁহাদের ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দিল্লীশ্বর হইতে আপন সনন্দের অধিকার বাড়াইয়াছিলেন। গমনমাত্রেই তিনি অনুমতি পাইলেন, তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল।

১৩। সবিতা অখিল জনগণের পক্ষে সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন, ও পুণ্ডরীকগণের পক্ষেও সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন। আমাদের কবিতাও তাঁহাকে আরম্ভ করিয়া পুণ্ডরীকগণের কীর্ত্তিপ্রচারের জন্য নিযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

ইত্থং যেন পুরোদিতশ্চ সবিতা রায়ো হি ভূমীতলে
ফত্তেসিংহমুখক্ষিতিধ্রমধি যঃ শ্রীমানসৌ দীক্ষিতঃ।
তদ্বংশান্ শৃণু বিস্তৃতানিহ যথা হে ধীর পুণ্যোদয়ান্
শ্রীমদ্ভাগবতেতিহাসকথিতান্ শ্রীসূর্য্যবংশানিব ॥ ১ ॥

শূরঃ শূরগণৈস্তুতশ্চ সবিতুঃ পুত্রোঽভবদ্ধারিকো
নাম্নৈকঃ সুকৃতী শিবার্চ্চনরতিঃ শ্রীমানসৌ দীক্ষিতঃ।
নাম্না শ্রীঅজয়ী সমঃ পিতৃগুণৈরন্যশ্চ সৎসম্মতো
ধীরৌ তুল্যপরাক্রমৌ চ জনিতৌ শৌর্য্যৈরুভৌ ভ্রাতরৌ ॥ ২ ॥

জাতোঽসৌ ভুবি ধারিকস্য তনয়ঃ খ্যাত্যা ক্ষিতৌ গঙ্গনো
গঙ্গাভক্তিরতঃ সপত্নদলনঃ সল্লোকসম্পালকঃ।
আসন্ ধর্ম্মপরা উমাদি-কমলা-কস্তূরি-রায়াস্ত্রয়ঃ
পুত্রা ভূরিগুণান্বিতা অজয়িনো গোবিপ্ররক্ষাসবঃ ॥ ৩ ॥

১। শ্রীমান্ সবিতা রায় দীক্ষিত এইরূপে পুরাকালে ভূমিতলে ফত্তেসিংহ স্বরূপ অচলে উদিত হইয়াছিলেন; ভাগবতেতিহাসকথিত সূর্য্যবংশের ন্যায় তাঁহার বংশ বিস্তৃত ও পবিত্র; সেই বংশের কথা সকলে শ্রবণ করুন।

২। সবিতার ধারিক দীক্ষিত নামে বীরগণ-বন্দিত শিবার্চ্চনপ্রিয় সুকৃতি বীর্য্যবান্ এক পুত্র ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম অজয়ী; তিনিও গুণে পিতার সমান ও সাধু লোকের সম্মানের পাত্র ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই ধীর এবং তুল্যপরাক্রমশালী ছিলেন।

৩। ধারিকের গঙ্গন নামে পুত্র জন্মে; তিনি গঙ্গাভক্ত, শত্রুদমন ও সাধুপালক ছিলেন। অজয়ীর উমারায়, কমলা রায় ও কস্তূরি রায় নামে গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক বহুগুণবান্ তিন পুত্র জন্মিয়াছিল।

উমারায়পুত্রাস্ত্রয়ো ধর্ম্মশীলা
জয়াখ্যো হি রামো বরীয়াংশ্চ তেষাম্।
গুণৈরুত্তমশ্চোত্তরাখ্যোঽন্তরীয়-
স্ততো ভীমরায়ো রিপৌ ভীমরূপঃ ॥ ৪ ॥

যো গঙ্গনো গুণগণৈর্গদিতো গরীয়ান্
শ্রীমানসিংহনৃপতেরিহ সৈনিকাগ্র্যঃ।
গাঙ্গেয়তুল্য উদিতো যুধি দর্পবীর্য্যৈঃ
শ্রীমান্ পরার্থবিভবো ভুবি কল্পবৃক্ষঃ ॥ ৫ ॥

তৎসূনুরেষ বলবানিহ যেন রায়ো
নীতা বলাদপি নিহত্য পরস্য সেনাম্।
তুষ্টেন ভূমিপতিনা নিজসৈন্যমধ্যে
শ্রীরায়সেন ইতি তস্য চ নাম চক্রে ॥ ৬ ॥

কমলারায়তনয়ৌ কংসো গৌরীতি বিশ্রুতৌ।
জ্যেষ্ঠঃ সন্তানকৃৎ প্রোক্তো গৌরীরায়োঽনপত্যকঃ। ৭।

৪। উমা রায়ের তিন ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন; জ্যেষ্ঠ জয়রাম, মধ্যম উত্তম-গুণযুক্ত উত্তর ও কনিষ্ঠ শত্রুর প্রতি ভীমরূপ ভীম।

৫। বিবিধ গুণে গরিষ্ঠ গঙ্গন রাজা মানসিংহের মুখ্য সৈনিক ছিলেন; যুদ্ধবিষয়ে দর্পে ও বীর্য্যে তিনি ভীষ্মের মত, এবং পরার্থপরতায় কল্পবৃক্ষের মত ছিলেন।

৬। তাঁহার পুত্র অতি বলশালী ছিলেন; তিনি শত্রুর সেনাকে বলদ্বারা নিধন করিয়া "রায়ঃ" অর্থাৎ ধন আনয়ন করিয়াছিলেন, এই জন্য রাজা (মানসিংহ) তুষ্ট হইয়া সৈন্যমধ্যে তাঁহাকে রায়সেন নাম দিয়াছিলেন।

৭। কমলা রায়ের পুত্র কংস ও গৌরী নামে বিদিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের সন্তান ছিল; গৌরী নিঃসন্তান।

কংসস্য তনয়ঃ শ্রীমান্ মুকুটাখ্যস্তু বীর্য্যবান্।
মস্তকং মুকুটাকারমিতি তন্নাম সার্থকম্॥ ৮॥

কস্তূরি-রায়াত্মজ এষ বীরঃ
সূর্য্যপ্রতাপো মণিয়াঁরি-রায়ঃ।
পুত্রস্তদীয়ঃ পুরুষোত্তমাখ্য-
স্তৎপুত্র আসীৎ ভুবি যো জয়ন্তী॥ ৯॥

পুরুষোত্তমরায়েণ পুত্রার্থে তোষিতো হরঃ।
তস্মাদেব হি লোকেঽস্মিন্ হরানন্দঃ স উচ্যতে॥ ১০॥

ইতি পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায়াং
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

৮। কংসের শ্রীমান্ ও বীর্য্যবান্ পুত্রের নাম মুকুট। তাঁহার মস্তক মুকুটাকার থাকায় তাঁহার নাম সার্থক হইয়াছিল।

৯। কস্তূরি রায়ের সূর্য্যপ্রতাপ বীর পুত্রের নাম মণিয়ারি রায়। তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম; তাঁহার পুত্র জয়ন্তী।

১০। পুরুষোত্তম রায় পুত্রার্থ শিবপূজা করিয়াছিলেন; এইজন্য তাঁহার পুত্র হরানন্দ নামেও কথিত হইতেন।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

খ্যাতোঽসৌ জয়রামসংজ্ঞনৃপতী রাউতবর্য্যো যুধি
স্ফূর্জ্জদ্‌যৎকরবালধারকবলপ্রায়ো হি কালোঽপ্যসৌ।
শ্রুত্বা যস্য বিনির্গতেতি মহতী ঝাণ্ডাপতাকা চরাদ্‌-
ভূপা ভ্রান্তধিয়শ্চ যস্য মহসোমারায়-পুত্রোঽগ্রজঃ ॥ ১ ॥

যেনাকারি জগৎপবিত্রতটিনীতীরে শিবস্থাপনং
সৌধং কারুতরৈঃ সুসত্ত্বমতিনা নির্ম্মায় মেরোঃ সমম্।
ঘট্টঞ্চাপি কুলস্য তারণবিধৌ গোলোকসোপানকং
সোঽয়ং শ্রীজয়রামসংজ্ঞনৃপতির্যৎকীর্ত্তিরেতাদৃশী ॥ ২ ॥

তৎপুত্রোঽজনি মন্মথেন সদৃশো রূপেণ লোকে যতো
নাম্নাসৌ মদনঃ স্বশত্রুদমনো যুক্তো গুণৈঃ পৈতৃকৈঃ।
কল্যাণঞ্চ বভূব যস্য জনিতঃ সর্ব্বপ্রজানামতঃ
কল্যাণাহ্বয় এষ লোকবিদিতস্তস্য দ্বিতীয়ঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥

১। উমা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা জয়রাম যুদ্ধবিষয়ে রাউতগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; যমের মত তিনি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণধার করবাল ধারণ করিতেন। তাঁহার মহতী সেনা পতাকাদি লইয়া নির্গত হইয়াছে চরমুখে এই কথা শুনিবামাত্র শত্রুরাজগণ তাঁহার বিক্রমে হতবুদ্ধি হইত।

২। জয়রাম পবিত্র গঙ্গাতীরে শিবস্থাপন করিয়া মেরুর সমান মন্দির এবং বংশধরগণের উদ্ধারের জন্য গোলোক গমনের সোপানস্বরূপ ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৭)

৩। জয়রামের পুত্রের নাম মদন; রূপে তিনি মন্মথের সদৃশ, এবং শত্রুদমন ও পিতার ন্যায় গুণসম্পন্ন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম কল্যাণ; ইঁহার জন্মে প্রজাবর্গের কল্যাণ হইয়াছিল।

যোঽসৌ দুর্জ্জয়ভূমিপালকগণং জিত্বাসিচর্ম্মাশ্রিতঃ
শ্রীমানুত্তররায় এষ বলবান্ যঃ পর্শুরামাহ্বয়ঃ।
দীব্যচ্ছাণিতঘোরধারপরশোঃ সম্বন্ধতঃ সৈনিকৈঃ
খ্যাতঃ ক্ষমামকরোদ্ বশে চ মহসোমারায়পুত্রঃ কৃতী ॥ ৪ ॥

শত্রোর্জয়াখ্যোত্তমকার্য্যযোগা-
ন্নিজস্ত চ স্বস্য চ বৰ্দ্ধমানে।
পাহাড় খাঁনেন চ তস্য নাম
চক্রে সুতুষ্টেন তথোত্তমেতি ॥ ৫ ॥

তৎপুত্রস্তু তথৈব ভূরিগুণবান্ খ্যাতঃ ক্ষিতৌ সৰ্ব্বতঃ
শ্রীমান্ শূরগণাঃ স্মরন্তি সমরে যদ্দর্পশৌর্য্যাদিকান্।
দানে কল্পমহীরুহঃ শ্রুতিধরঃ শ্রীকামদেবোঽগ্রজো
ধীরঃ শ্রীবলরাম-রাম-সহিতঃ শ্রীমৎপ্রসাদাহ্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বেষামনুজশ্চ ভূরিযশসা খ্যাতো হরিশ্চন্দ্রকঃ
কীর্ত্ত্যা চন্দ্রমসঃ সমশ্চ রবিণা যস্তেজসা ভূতলে।

৪। উমারায়ের অপর পুত্র উত্তর রায় অসিচর্ম্ম আশ্রয়ে দুর্জ্জয় ভূপাল-গণকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম পরশুরাম; তিনি সৈন্যসাহায্যে উজ্জ্বল শাণিত ঘোরধার পরশু প্রয়োগে বলপূর্ব্বক পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিলেন।

৫। শত্রুর জয়স্বরূপ উত্তম কার্য্য সম্পাদনের জন্য বৰ্দ্ধমানে পাহাড় খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্তম রায় নাম দিয়াছিলেন। (৮)

৬। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কামদেব সেইরূপ বহুগুণসম্পন্ন হওয়ায় পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েন; বীরগণ যুদ্ধে তাঁহার দর্পের ও শৌর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন ও দানে কল্পতরুসদৃশ ছিলেন। অন্যান্য পুত্রের নাম বলরাম, রাম ও প্রসাদ।

বুদ্ধ্যা গীষ্পতিনা নয়েন কবিনা গাম্ভীর্য্যতঃ সিন্ধুনা
সীমৈশ্বর্য্যবিধেশ্চ কা বিপদি যৎ কলৃগী চ হৈমী স্থিতা ॥ ৭ ॥

লাবণ্যেনেন্দুতুল্যো বলবতি সমরে শত্রুপক্ষে যমোঽসৌ
গাম্ভীর্য্যে সিন্ধুকল্পঃ স হি মদনসমো রূপতো ভীমরায়ঃ।
ঐশ্বর্য্যেণেন্দ্রতুল্যো জ্বলনরবিসমস্তেজসা বীরবর্য্যো
দানে কল্পদ্রুমোঽসৌ ভুবি বিদিত উমারায়পুত্রঃ কনীয়ান্ ॥৮॥

শৌর্য্যস্থৈর্য্যযশঃপ্রতাপমহিতঃ সৌন্দর্য্যপুষ্পায়ুধো
দানে কল্পতরু গুর্ব্বদ্বিজসুরাভ্যর্চ্চাবিধৌ তৎপরঃ।
ফত্তেসিংহগিরীন্দ্রসিংহসদৃশঃ শ্রীভীমরায়াত্মজো
রায়ঃ শ্রীযদুনন্দনো বিজয়তে সন্তোষনামান্তরঃ ॥ ৯ ॥

যথৈবাহ্লাদনাচ্চন্দ্রস্তপনস্তপনাদ্ যথা।
সন্তোষরায়ঃ সর্ব্বেষাং সন্তোষজননাত্তথা ॥ ১০ ॥

৭। সকলের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র। ইনি চন্দ্রের ন্যায় কীর্ত্তিমান্, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, নীতি-জ্ঞানে শুক্রের তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের সদৃশ, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন।

৮। উমা রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ ভীমরায় লাবণ্যে চন্দ্রের তুল্য, যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যমস্বরূপ, গাম্ভীর্য্যে সিন্ধুর সমান, রূপে মদনতুল্য, ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্র-তুল্য, বীর্য্যে সূর্য্যের সমান ও দানে কল্পবৃক্ষের সমান ছিলেন।

৯। ভীম রায়ের পুত্র যদুনন্দনের জয় হউক, তাঁহার অপর নাম সন্তোষ। তিনি বীরত্বে, স্থৈর্য্যে ও প্রতাপে পূজনীয়, সৌন্দর্য্যে কন্দর্পতুল্য, দানে কল্পতরুসদৃশ ও গুরু ব্রাহ্মণ ও দেবতার অর্চ্চনায় তৎপর থাকিয়া ফত্তে-সিংহরূপ পর্ব্বতে সিংহস্বরূপ অবস্থিত আছেন।

১০। আহ্লাদজননের জন্য যেমন চন্দ্রের ও তাপদানের জন্য যেমন তপনের নাম সার্থক, সেইরূপ সকলের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য সন্তোষ রায় নাম সার্থক হইয়াছিল।

হরিং হরং মাতরমম্বিকাঞ্চ
সমানভাবেন গুরুং যজেদ্‌যঃ।
জয়ী সদা স্বেষ্টবলেন রাজা
বিরাজতে শ্রীযদুনন্দনোঽয়ম্‌॥ ১১ ॥

তত্র সভ্যদ্বিজাশীঃ।

বিদ্ধৈকদা ত্রিপুরমেকশরেণ দগ্ধ্বা
স্থিত্বা হরের্ব্বৃষভরূপধরস্য পৃষ্ঠে।
যোঽসৌ জগত্ত্রিতয়মেব ররক্ষ তেভ্যো
দেবো ভবো ভবতু বঃ সততং ভবায়॥ ১২ ॥

গোবর্দ্ধনং সবলমেককরেণ ধৃত্বা
জিত্বা হরিং প্রলয়মেঘগণেন সার্দ্ধং।
যো গোকুলং সপশুগোপকুলং ররক্ষ
স শ্রীহরির্হরতু বঃ কলিকল্মষাণি॥ ১৩ ॥

কালী করালকরবালকরা করোতু
ত্বৎকণ্টকেষু কুপিতা কঠিনং কটাক্ষম্‌।

১১। রাজা যদুনন্দন বিষ্ণু, হর, অম্বিকা, মাতা ও পিতা ইঁহাদিগকে সমান-ভাবে উপাসনা করিয়া সর্ব্বদা স্ববিক্রমে জয়শীল হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

[তাঁহার সভাস্থ ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ]—১২। বৃষরূপধর ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যিনি একবাণের দ্বারা ত্রিপুর দহন করিয়া অসুরগণ হইতে ত্রিজগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দেব মহেশ্বর সর্ব্বদা আপনার মঙ্গল করুন।

১৩। যিনি এক হস্তে গোবর্দ্ধন ধরিয়া প্রলয়মেঘগণসহ ইন্দ্রকে জয় করিয়া পশু ও গোপকুল সমেত গোকুলনগর রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি আপনার কলিকলুষ হরণ করুন।

সৈব প্রসন্নবদনা বিদধাতু শোণং
কোণং দৃশাং ত্বয়ি বরাভয়দা সমন্তাৎ ॥ ১৪ ॥

ত্বৎকীর্ত্তিব্রততিঃ শিবালয়সমুদ্ভূতা দিশাং মণ্ডলং
ভ্রান্ত্বা ব্রহ্মকটাহসংহতরয়া প্রাপ্তা পুনঃ ক্ষ্মাতলম্।
তত্রারুহ্য হিমালয়ং হরজটাঃ সংপ্রাপ্য তাভ্যশ্চ্যুতা
গঙ্গারূপধরা প্রবিশ্য জলধিং শেষালয়ং সঙ্গতা ॥ ১৫ ॥

ত্বৎকীর্ত্তিঃ কপিলেশ্বরস্য পরিখাসংযুক্তবাটী কৃতি-
স্তত্রৈবাদ্ভুতডাকরাবতরণদ্বারস্থবেদী কৃতিঃ।
প্রাচীরাবৃতমণ্ডপাঃ সিততরাঃ কৈলাসশৃঙ্গোপমা
অন্তর্ব্বেদিরপীষ্টকাস্থরচিতা কোঠাচতুষ্কং তথা ॥ ১৬ ॥

দ্বারস্থৌ বকুলৌ পরিষ্কৃততলৌ তত্র স্থিতাঃ সর্ব্বদা
সংন্যাসিব্রজবাসিবৈষ্ণবগণা ভিক্ষার্থমভ্যাগতাঃ।

১৪। কালী করাল করবাল ধারণ করিয়া কোপের সহিত আপনার শত্রুগণের প্রতি কঠিন কটাক্ষপাত করুন; এবং বরাভয়দাত্রীস্বরূপে প্রসন্ন বদনে আপনার প্রতি নয়নের রক্তিম কোণ স্থাপন করুন।

১৫। আপনার কীর্ত্তি শিবালয়ে উৎপন্ন হইয়া দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মকটাহে বেগ গ্রহণপূর্ব্বক পুনশ্চ পৃথ্বীতলে আসিয়াছে, সেইখানে হিমালয়ের উপরে হরজটা আশ্রয় লাভের পর তথা হইতে স্খলিত হইয়া গঙ্গারূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রে ও অবশেষে পাতালে প্রবেশ করিয়াছে।

১৬। কপিলেশ্বরের পরিখাযুক্ত বাটী, ডাকরা (দ্বারকা) নদী অবতরণের দ্বারে বেদী, কৈলাসশৃঙ্গের ন্যায় ধবল প্রাচীরাবৃত মণ্ডপ, ইষ্টকরচিত অন্তর্ব্বেদি ও চারিটি কোঠা; এই সকল আপনার কীর্ত্তি।

চণ্ডীপাঠশিবার্চ্চনাবিধিরতা বিপ্রাস্তদভ্যন্তরে
নিত্যং ভাগবতং পঠন্তি চ তথা কেচিন্মহাভারতম্ ॥ ১৭ ॥

প্রাতর্বিল্বদলৈঃ শিবার্চ্চনবিধিঃ সংস্নাপ্য গঙ্গাজলৈ-
র্মধ্যাহ্নেঽপ্যুপচারষোড়শযুতং সংস্নাপ্য পঞ্চামৃতৈঃ।
সায়ং পুষ্পচয়েন মাল্যনিচয়ৈর্বেশং বিধায়াদ্ভুতং
ধূপৈর্দীপচয়ৈর্জপৈঃ স্তুতিচয়ৈঃ শঙ্খাদিবাদ্যোৎসবৈঃ ॥ ১৮ ॥

শম্ভুর্দ্বাদশলক্ষপূজনমভূচ্ছ্রীভীমরায়ৈঃ কৃতং
তৎসংখ্যাদ্বিগুণঞ্চ তৎসুতকৃতং যত্রোপহারৈঃ শুভৈঃ।
বিপ্রাণামযুতঞ্চ ভোজিতমভূৎ সংকল্পপূর্ব্বং পুরা
তৎসংখ্যাদ্বিগুণঞ্চ তৎসুবিহিতং সন্তোষরায়ৈঃ পরম্ ॥ ১৯ ॥

শিবোপবনবর্ণনং তদিহ নারিকেলাকুলং
রসালকুলসঙ্কুলং পনস-পূগ-বিল্বৈর্যুতম্।

১৭। কপিলেশ্বর মন্দিরের দ্বারে দুই বকুল গাছ; তাহার নিম্নে পরিষ্কৃত ভূমিতে সন্ন্যাসী ব্রজবাসী বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব্বদা ভিক্ষার জন্য আসিয়া অবস্থান করে। অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণেরা কেহ চণ্ডীপাঠে, কেহ শিবপূজায়, কেহ ভাগবত পাঠে, কেহ মহাভারত পাঠে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন।

১৮। প্রাতঃকালে গঙ্গাজলে স্নানের পর শিবার্চ্চনা হয়, মধ্যাহ্নে পঞ্চামৃতে স্নানের পর ষোড়শোপচারে পূজা হয়, সন্ধ্যাকালে পুষ্প মাল্য দ্বারা অদ্ভুত বেশবিধানের পর ধূপ দীপ জপ স্তুতি ও শঙ্খাদি বাদ্যোৎসবের দ্বারা অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

১৯। ভীমরায় দ্বাদশ লক্ষ শিবপূজা করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র মাঙ্গলিক উপচার দ্বারা তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক শিবপূজা করেন। ভীমরায় পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়া অযুত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন; পরে সন্তোষ রায় তাহার দ্বিগুণ ব্রাহ্মণের ভোজন সম্পাদন করেন।

সচম্পাক সুদাড়িমং বদর-জম্বু-রম্ভা-শিবা-
কদম্ব-বট-পিপ্পলৈর্বকুল-তাল-বংশৈর্বৃতম্ ॥ ২০ ॥

জবা-তগড়-মল্লিকা-তুরগ-শক্র-শেফালিকা
অগস্ত্য-বক-যূথিকা-কনক কুন্দ-মন্দারকাঃ।
কুরণ্ট-নবমালিকা-তুলসিকাস্তথা কাঞ্চনঃ
সুজাতিরথ কেতকী গিরিশপুষ্পবাটীগতাঃ ॥ ২১ ॥

গঙ্গানন্তফলা শিবস্য নিকটে ক্রোশার্দ্ধমাত্রে স্থিতা
দ্বারি দ্বারিকয়া বিমিশ্রিতনদীসঙ্ঘোঽপি গঙ্গাসমঃ।
দেশোঽপ্যেষ তথাতিপুণ্যফলদঃ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভূর্যতঃ
পুণ্যাঢ্যা শিবরাত্রিরত্র বিহিতা পূজোপবাসাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

গঙ্গাতঃ শিবমন্দিরাবধি ঘনশ্রেণী নৃণাং রাজতে
দিব্যস্ত্রীবহুতাগতাগততয়া সংঘর্ষণাদাকুলা।

২০। শিবমন্দিরলগ্ন উপবন নারিকেল, রসাল, পনস, পূগ, বিল্ব, চম্পক, দাড়িম্ব, বদর, জম্বু, রম্ভা, শিবা, কদম্ব, বট, পিপ্পল, বকুল, তাল ও বংশবৃক্ষে আচ্ছন্ন ছিল।

২১। শিবের পুষ্পবাটীতে জবা, তগড়, মল্লিকা, তুরগ, শক্র, শেফালিকা, অগস্ত্য, বক, যূথিকা, কনক, কুন্দ, মন্দার, কুরণ্ট, নবমালিকা, তুলসী, কাঞ্চন, জাতি ও কেতকী প্রভৃতি নানা ফুলের গাছ ছিল।

২২। শিবের নিকট ক্রোশার্দ্ধ মাত্র দূরে গঙ্গা ছিলেন; দ্বারের নিকট দ্বারিকা নদীতে মিলিত নদীসমূহ ছিল; এই মিলিত নদীসমুদায়ও গঙ্গাতুল্য। এখানে স্বয়ম্ভু শম্ভু অবস্থিত ছিলেন ও পূজোপবাসাদি দ্বারা শিবরাত্রি উৎসব ঘটিত। এই জন্য এই দেশও অতি পুণ্যফলপ্রদ হইয়াছিল।

গঙ্গাসঙ্গমতস্তথৈব মিলিতা ঘট্টাপ্রঘট্টান্বিতা
দ্বারি দ্বারি মহাবিমর্দ্দরিহিতা বিস্তারিতা প্রাঙ্গণে ॥ ২৩ ॥

শম্ভোর্দর্শনলালসা শিববলিব্যাসক্তহস্তা দিবা
দ্বারস্থৈর্নিহতা দ্বিজৈ দৃঢ়তরৈরাচ্ছাদ্য তাংস্তান্ বলীন্।
রাত্রৌ প্রাঙ্গণমঙ্গনাগণযুতং প্রত্যেকদীপান্বিতং
যামং যামমভূচ্ছিবস্য বিধিবৎ পূজা চ নানোৎসবৈঃ ॥ ২৪ ॥

নানাদেশি সদেশিলোকনিবহৈঃ সংযুক্তকোলাহলৈ-
র্নানাকৌতুকমঙ্গলৈরপি যুতা সংযুক্ততৌর্য্যত্রিকৈঃ।
নানার্থক্রয়বিক্রয়ান্বিতবণিক্‌সংঘশ্চ দীপান্বিতৈ-
র্বাটী শ্রীকপিলেশ্বরস্য শুশুভে লোকাঃ সুখং জাগ্রতি ॥ ২৫ ॥

কেচিৎ স্বর্ণবিচিত্রচিত্রমদদুঃ কেচিৎ স্রজং কাঞ্চনীং
কেচিদ্রাজতমুদ্রিকাদিরচিতং চন্দ্রাতপং চামরম্।

২৩। গঙ্গা হইতে শিবমন্দির পর্য্যন্ত মনুষ্য ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকিত, সুন্দরী স্ত্রীগণের গতায়াত সংঘর্ষে সেই মনুষ্যশ্রেণী আকুলিত হইত; মনুষ্যগণ গঙ্গার ঘাট হইতে আসিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে কোলাহল উপস্থিত হইত ও পরে তাহারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছড়াইয়া পড়িত।

২৪। দিনের বেলায় সকলে শিবদর্শনাকাঙ্ক্ষায় পূজার সামগ্রী হস্তে উপস্থিত হইলে দ্বারস্থ দ্বিজগণের সংঘট্টে সেই সকল সামগ্রী আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করিতে হইত। রাত্রিকালে প্রাঙ্গণ দীপান্বিত ও স্ত্রীগণপূর্ণ হইত। এইরূপে প্রতি প্রহরে নানা উৎসব সহকারে বিধিপূর্ব্বক পূজা হইত।

২৫। স্বদেশীয় ও বৈদেশিক নানা লোকের মিশ্রণে কোলাহল উৎপন্ন হইত; বাদ্যসহকারে নানা মাঙ্গলিক কৌতুক ঘটিত; নানা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ার্থ সমাগত বণিক্‌দিগের দীপালোকিত দোকান বসিত। এইরূপে কপিলেশ্বরের বাটী শোভা ধারণ করিত, ও লোকে আনন্দে জাগরণ করিত।

কেচিন্মাল্যবরং সুপুষ্পনিচয়ং কেচিচ্চ দিব্যাম্বরং
ধূপং দীপমপি প্রদায় শিবয়োঃ কেচিৎ স্তুতিং কুর্ব্বতে ॥ ২৬ ॥

স্তুতির্যথা ॥

নমামি কপিলেশ্বরং ত্রিগুণসৃষ্টদেবত্রয়ং
ত্রিয়ম্বকমুমাপতিং ত্রিনয়নাঢ্য পঞ্চাননম্।
ত্রিশূলবরধারিণং ত্রিদশনাথনাথং বিভুং
ত্রিলোকগতিমীশ্বরং ত্রিপুরশত্রুমাছ্যং শিবম্ ॥

জয় কপিলেশ্বর শক্তিপুরেশ্বর
জয় নিজশক্তিহৃতার্দ্ধতনো।
জয় শক্তিসহস্র- বিরাজিত
জয় জপমাত্রসুসিদ্ধমনো ॥ ১ ॥
জয় কপিলেশ্বর ভীম সুপূজিত
জয় সন্তোষ বরপ্রদ দেব।
জয় রঘুনাথ- নিরন্তরপূজিত
জয় গোপাল-কৃতানিশসেব ॥ ২ ॥
জয় জয় রাবণ- বাণবরপ্রদ
জয় নন্দীশ্বর ভৃঙ্গিবিভো।
জয় জয় ভূতি- বিভূষিতবিগ্রহ
জয় জয় ভূতপতে শিব ভোঃ ॥ ৩ ॥

২৩। কেহ স্বর্ণখচিত চিত্র, কেহ সোণার মালা, কেহ রূপার ফুল দেওয়া চন্দ্রাতপ, কেহ চাদর, কেহ পুষ্প, কেহ মাল্য, কেহ সুন্দর বস্ত্র, কেহ বা ধূপ দীপ দিয়া হরপার্ব্বতীর স্তব করিত।

জয় পুরনাশন যজ্ঞবিনাশন
জয় গৌরীপতি বিশ্বপতে।
জয় বৃষবাহন রতিপতিদাহন
শঙ্কর শঙ্কুরু ভীমসুতে ॥ ৪ ॥

জয় জয় রবিশশি- দহনবিলোচন
জয় জয় গঙ্গাধর শশিচূড়।
জয় ভুজগাধিপ- ভূষিতবিগ্রহ
জয় জয় পঞ্চানন ধৃতশূল ॥ ৫ ॥

জয় জয় বিধুবিধি- প্রভৃতিসুরার্চ্চিত
জয় কৈলাসনিবাস বিভো।
জয় জয় নারদ- প্রভৃতিমুনিস্তুত
জয় মৃত্যুঞ্জয় শিব শম্ভো ॥ ৬ ॥

জয় জয় সৃষ্টি- স্থিতিলয়কারণ
জয় দেবারিসমূহবিনাশন।
জয় জয় সুরনর- সঙ্কটতারণ
জয় কপিলেশ্বর কারণ-কারণ ॥ ৭ ॥

জয় শার্দ্দূল- গজাজিনশোভিত
জয় সুন্দরজট নটবেশ।
কুরু যদুনন্দন- সংকটভঞ্জন-
মশুভশতং হর জয় কপিলেশ ॥ ৮ ॥

জয় কপিলেশ্বর জয় ভুবনেশ্বর
জয় বিশ্বেশ্বর বিশ্বপতে।
জয় বক্রেশ্বর জয় কপিলেশ্বর
বৈদ্যনাথ সুরনাথ নমস্তে ॥ ৯ ।

হর ভব মৃড় শিব গিরিশ গণেশ্বর
নীলকণ্ঠ গিরিজেশ।
মহেশ গুণাতীত গুণত্রয়সংযুত
বচনাগোচর দেব নমস্তে ॥ ১০ ॥
শ্রীযুতবংশী- বদনবিনির্ম্মিত
মিতি কপিলেশ্বরনুতিদশকম্।
ভক্ত্যা পঠতি য ইহ ধরণীপতি-
রন্তে শিব ইব বিলসতি স চিরম্ ॥

দেব্যা যথা ॥

ভবানীতি বাণী মুখে যস্য নিত্যং
সুরাচার্য্যমানং হসত্যেব সত্যম্।
সুরেন্দ্রেণ তুল্যং ভজেতাধিপত্যং
সুখং সাধয়ত্যেব মোহাদিকৃত্যম্ ॥ ১ ॥
ভবৎপাদপদ্মপ্রসাদেন পদ্মা
ভবত্যেব সদ্মাশ্রয়া ত্যক্তপদ্মা।
অকুণ্ঠা চ কণ্ঠে বসত্যেব বাণী
ভবানীতি যুস্মৎপদানি স্তবানি ॥ ২ ॥
স্বরূপং স্মরেচ্চেৎ স্মরারিস্বরূপঃ
পদাব্জং যজেচ্চেৎ ভবেৎ পদ্মজন্মা।
শ্রিয়ং চিন্তয়েচ্চেৎ শ্রিয়ো নাথ এব
স্তুতেঃ কিং ফলং তে ন জানে ভবানি ॥ ৩ ॥
ভবানী ত্বমেব ত্বমেবাসি চণ্ডী
স্বয়ং মুণ্ডরূপা প্রচণ্ডাখ্যচণ্ডী।
ত্বমেবাসি কালী ত্বমেবাসি তারা
ত্বয়ৈবোদ্ধৃতা দৈত্যসঙ্ঘেহসিধারা ॥ ৪ ॥

শিবাসঙ্গযুক্তা শিবাখ্যা চ দূতী
স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী সুন্দরী ত্বম্।
স্বয়ং ভৈরবী ত্বং ত্বমেবাসি বালা
ত্বমেবাসি বিশ্বেশ্বরী মূর্ত্তিরাদ্যা ॥ ৫ ॥

সতী ত্বং পুরাসীস্ততঃ পার্ব্বতী ত্বং
তদেকাত্মহেতোঃ শিবার্দ্ধাঙ্গরূপা।
পুরা যোগনিদ্রা স্তুতা ব্রহ্মণা ত্বং
ততঃ কাসরঘ্নী ততঃ কৌশিকী ত্বম্ ॥ ৬ ॥

ত্বমেবাসি নিত্যাবতীর্ণা সুরাণাং
ক্রিয়ায়ৈ সৃজস্যৎস্যবস্যেতদেবম্।
অতোঽনন্তরূপাস্যতোঽনন্তকৃত্যা-
ন্যতোঽনন্তনামানি দুর্গাদিকানি ॥ ৭ ॥

তবৈবাঙ্ঘ্রিযুগ্মে ভয়ার্ত্তাঃ প্রপন্নাঃ
পরিত্রাণকর্ত্রী সদা ত্বং প্রসন্না।
দয়াভাবযুক্তং তদেদং ভবানি
প্রসিদ্ধং হি রূপং স্মরামি স্তবানি ॥ ৮ ॥

ময়া জাড্যযোগাত্তবেদং যদুক্তং
শৃণুষ্ব প্রসন্না যতো ভক্তিযুক্তম্।
ভবান্যষ্টকং যে পঠন্ত্যম্ব নিত্যং
জনা অষ্টসিদ্ধীর্লভন্তাং চ সত্যম্ ॥

ভবানি ত্বং নিত্যং বিতর শুভদৃষ্টিং সকরুণাং
ভব ত্বং সন্তোষে সপরিকরসন্তোষজননী।
ইতি ত্বাং পূজান্তে জপপঠনকালে চ নিয়তং
মুদা মাতর্যাচে'তদরিকুলনাশং কুরু সদা ॥

মাধুনিয়া বংশ
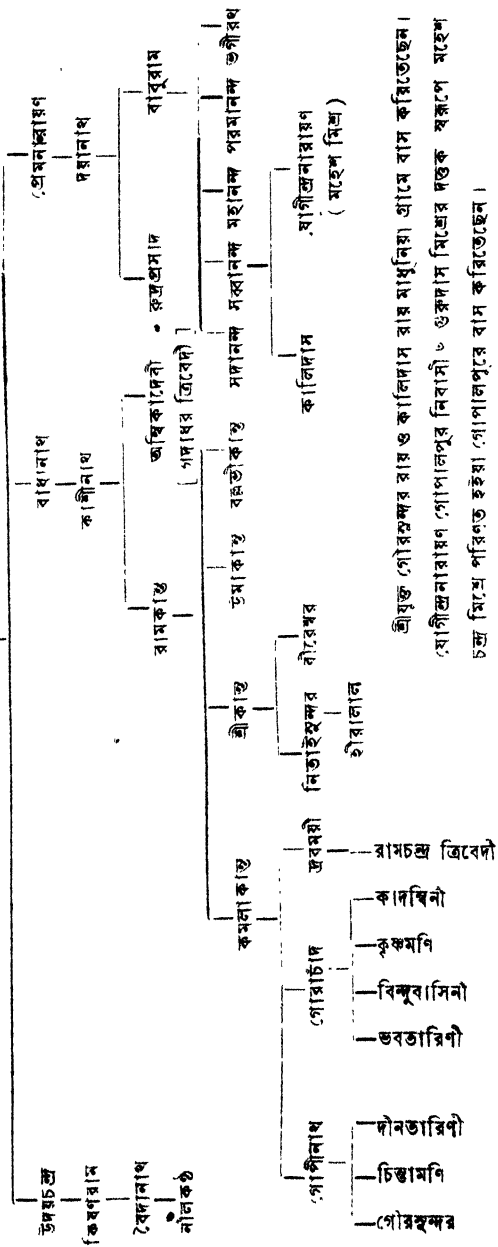
শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর রায় ও কালিদাস রায় মাধুনিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। যোগীন্দ্রনারায়ণ গোপালপুর নিবাসী ৬ গুরুদাস মিশ্রের দত্তক স্বরূপে মহেশ চন্দ্র মিশ্রে পরিণত হইয়া গোপালপুরে বাস করিতেছেন।

রঘুনাথ-পিতৃত্বেন মহিষীত্রয়বত্তয়া।
সন্তোষো রাজতে ভূমৌ সাক্ষাদ্দশরথাত্মকঃ ॥ ২৭ ॥

তিস্রস্তাঃ পতিদেবতাঃ পতিপরাঃ সন্তোষসন্তোষণাঃ
শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতাঃ প্রতিদিনং বিপ্রাদিপূজারতাঃ ॥
তত্রৈকা তু সতী বিহায় তনয়ৌ পত্যৌ চ সঞ্জীবতি
স্মৃত্বা স্বেষ্টপদং গতা গতিমহো সত্যেকগম্যাং পরাম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীদেবীরায়নামা সমজনি জনিতামিত্রভূপান্তকঃ প্রাক্
কম্পন্তে তস্করাস্থা দিশি বিদিশি গতা যদ্ভয়াদেব বীরাঃ।
প্রত্যাসন্নাঃ ক্ষিতীশা অপি নিজভবনে ভীতভীতা বসন্তি
শ্রীমান্ দোর্দ্দণ্ডবীর্য্যোর্জ্জিতনিখিলরিপু রায়সেনস্য সূনুঃ ॥ ২৯ ॥

একেনৈব হি পুত্রেণ ভীমরায়ঃ সুখী যথা।
রায়সেনস্তথৈকেন দেবীরায়েণ সর্ব্বদা ॥ ৩০ ॥

২৭। সন্তোষের তিন মহিষী ও তিনি রঘুনাথের পিতা; তজ্জন্য তিনি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দশরথের ন্যায় বিরাজ করেন।

২৮। তিন মহিষী পতিপরায়ণা শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তা ও প্রত্যহ বিপ্রপুজানিরতা থাকিয়া সন্তোষের সন্তোষ উৎপাদন করিতেন। তন্মধ্যে এক জন দুই পুত্র ও স্বামী বর্ত্তমান রাখিয়া ইষ্টদেবতাচরণ স্মরণ পূর্ব্বক সতীগণের গম্য লোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

২৯। রায়সেনের দেবীরায় নামে পুত্র জন্মে। তিনি শত্রুভূপতিগণের যমস্বরূপ; তাঁহার ভয়ে তস্করেরা দিগ্বিদিকে পলাইয়া কম্পমান থাকে। সমীপস্থ রাজগণ নিজগৃহে তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বাস করে। তিনি দোর্দ্দণ্ডবীর্য্য-প্রভাবে সকল রিপুকে জয় করিয়াছেন।

৩০। ভীম রায় যেমন একপুত্রেই সুখী ছিলেন, সেইরূপ রায়সেনও তাঁহার একমাত্র পুত্র দেবীরায়ে সুখী ছিলেন।

একোঽপি হি সুতঃ শ্লাঘ্যো যো বিদ্বান্ যশ্চ ধার্ম্মিকঃ।
অবিদ্বাংসশ্চ বহবঃ শোচ্যা এব হ্যধার্ম্মিকাঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি পুণ্ড্রীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায়াং
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

৩১। বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক এক পুত্রই প্রার্থনীয়। অবিদ্বান্ ও অধার্ম্মিক বহু পুত্র কেবল শোকের কারণ হয়।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

সন্তোষাবধি সন্ততাবজয়িনো যে যে ময়া বর্ণিতা
ভূপালা ইহ ধারিকস্য চ তথা দেবীতিরায়াবধি।
কেচিচ্চাখিলরাজধর্ম্মকুশলাঃ কেচিচ্চ সংরক্ষকাঃ
কেচিদ্‌যুদ্ধবিশারদা মৃগয়য়া কেচিস্তথা বংভ্রমাঃ ॥ ১ ॥

কুর্ব্বাণা নিজরাজ্যকার্য্যমখিলা যে যত্র যোগ্যাস্তথৈ-
রাজ্ঞাতঃ সবিতুশ্চ ভূরিযশসশ্চৈকান্বতঃ সংস্থিতাঃ।
ভুঞ্জন্তঃ পৃথিবীমিমাং সমফলাঃ প্রায়ঃ প্রতিজ্ঞাবশাদ্‌-
যাবদ্‌ভূমিপসন্নিধৌ কিল হরিশ্চন্দ্রো ন দণ্ড্যোঽভবৎ ॥ ২ ॥

রামরায়স্য তনয়ো রায়ঃ শ্রীবিক্রমাহ্বয়ঃ।
যদ্বিক্রমৈশ্চ ধরণী ধন্যেয়ং গীয়তে বুধৈঃ ॥ ৩ ॥

১। অজয়ীর বংশে সন্তোষপর্য্যন্ত এবং ধারিকের বংশে দেবীরায় পর্য্যন্ত যে সকল রাজার বর্ণনা করিলাম, তাঁহাদের কেহ রাজধর্ম্মকুশল, কেহ প্রজা-পালক, কেহ যুদ্ধবিশারদ, কেহ বা মৃগয়া উপলক্ষে ভ্রমণশীল ছিলেন।

২। ইঁহারা যশস্বী সবিতার আজ্ঞাক্রমে ও নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে যিনি যে কর্ম্মের উপযুক্ত তিনি সেই রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া একত্র একান্নে থাকিয়া রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহারা পৃথক্‌ হইলেন।

৩। রামরায়ের পুত্রের নাম বিক্রম রায়। পণ্ডিতেরা বলেন তাঁহার বিক্রমে পৃথিবী ধন্য হইয়াছে।

তদ্‌ভ্রাতা পর্ব্বতপ্রায়ঃ স্থৌল্যে বাল্যেঽপি যৎকৃতে।
লোকৈঃ পর্ব্বতরায়োঽয়ং গীয়তে পিতৃবিক্রমঃ ॥ ৪ ॥

বলরামস্য তনয়ঃ কেশবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নরসিংহশ্চ বিদিতৌ পিতৃতুল্যপরাক্রমৌ ॥ ৫ ॥

মাণিক্যচন্দ্রো মদনস্য পুত্রঃ
প্রিয়ঙ্করশ্চন্দ্রমসা সমোঽভূৎ।
অন্যোঽপি তদ্বৎ প্রিয়কৃৎ প্রজানাং
সদ্রূপবান্ গোকুলসংজ্ঞ এব ॥ ৬ ॥

তদাত্মজো যাচকপুণ্যশাকিনে
বসূনি যো বর্ষতি ভূরিধারম্।
অতো ঘনশ্যামতয়া তদাখ্যা
শ্রীমান্ ঘনশ্যাম ইতীরিতঃ সঃ ॥ ৭ ॥

ঘনশ্যামানুজঃ শ্রীমান্ মহাদেবসমাখ্যকঃ।
তস্যানুজশ্চ তত্তুল্যঃ শ্রীমান্ ভগবতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

৪। তাঁহার ভ্রাতা বাল্যকালেই পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল ছিলেন; এই জন্য তাঁহার নাম পর্ব্বত রায়; তিনিও পিতার ন্যায় বিক্রমশালী।

৫। বলরামের পুত্র কেশব ও নরসিংহ; উভয়েই পিতার মত পরাক্রমশালী।

৬। মদনের পুত্র মাণিক্যচন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়ঙ্কর ছিলেন; দ্বিতীয়-পুত্র রূপবান্ গোকুলচন্দ্র প্রজাগণের প্রিয় কার্য্য করিতেন।

৭। তাঁহার পুত্র যাচকস্বরূপ পুণ্যক্ষেত্রে ভূরিধারায় ধন বর্ষণ করিতেন, এবং মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিলেন; এই জন্য তাঁহার নাম ঘনশ্যাম।

৮। ঘনশ্যামের অনুজ মহাদেব; মহাদেবের অনুজ ভগবতীও তত্তুল্য শ্রীমান।

ঘনশ্যামসুতা জ্ঞেয়াশ্চত্বারো গুরুসাহসাঃ।
জগৎ কালুশ্চ বেণী চ কৃষ্ণরামশ্চ বিশ্রুতঃ॥ ৯॥
সভাসিংহগণো ভূত্বা জগদাদির্জগৎপতিম্।
বিশ্বেশ্বরং বিরুধ্যৈব প্রায়ো রাজ্যচ্যুতোঽভবৎ॥ ১০॥
জগদ্‌বেণীপ্রভৃতয়ো দৌর্জ্জন্যৈশ্চৌর্য্যদায়তঃ।
কিয়দ্বিক্রীয় তচ্চাপি ভূমাবনধিকারিণঃ॥ ১১॥

কল্যাণরায়স্য চ চাঁদরায়োঽ-
ভিরামরায়স্তু ততঃ কনীয়ান্।
গন্ধর্ব্বরায়ার্জ্জুনরায়নাম্নৌ
প্রতাপরায়স্ত্বিতি পঞ্চ পুত্রাঃ॥ ১২॥

এতে সদাচারগুণৈঃ সমন্বিতাঃ
সত্যব্রতা ধর্ম্মপথব্যবস্থিতাঃ।
সমুদ্ধরন্তোঽখিলদীনমানবান্
পাণ্ডোর্যথা পঞ্চসুতাশ্চ তাদৃশাঃ॥ ১৩॥

৯। ঘনশ্যামের চারি পুত্র অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন। ইঁহাদের নাম জগৎ, কালু, বেণী ও কৃষ্ণরাম।

১০। জগৎপ্রভৃতি সভাসিংহের বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়া জগৎপতি সম্রাটের বিরুদ্ধে আচরণ করায় প্রায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন।

১১। দৌর্জ্জন্য ও চৌর্য্যাপরাধে জগৎ বেণী প্রভৃতির সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া অধিকারচ্যুত হইয়া যায়।

১২। কল্যাণরায়ের চাঁদরায়, অভিরাম রায়, গন্ধর্ব্ব রায়, অর্জ্জুন রায় ও প্রতাপ রায় নামে পাঁচ পুত্র ছিল।

১৩। ইঁহারা পাণ্ডুর পঞ্চপুত্রের ন্যায় সদাচার, সত্যব্রত, ধর্ম্মপথস্থিত থাকিয়া দরিদ্রগণের উপকার করিতেন।

সন্তোষস্য সমন্বিতা গুণগণৈরাসন্ ষড়েবাত্মজা
যে পঞ্চাব্রবদেব হি ক্ষিতিমমী সম্পালয়ন্তো মুদা।
কেষাং বা প্রিয়তামগুর্ন চ গুণৈঃ সন্তোষয়ন্তঃ সতঃ
কান্ বা নো বিদিতপ্রতাপবহুলা যে পঞ্চবাবুস্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

মন্যে দুর্জ্জননিগ্রহায় বিধিনা সম্প্রার্থিতো যঃ পুরা
শ্রীমান্ সজ্জনপালনায় চ তথা গোলোকনাথঃ স্বয়ম্।
ধীরঃ শ্রীরঘুনাথসংজ্ঞনৃপতী রামাবতারঃ ক্ষিতৌ
সঞ্জাতঃ সবিতুঃ কুলে পুনরসৌ সন্তোষরায়াত্মজঃ ॥ ১৫ ॥

সন্নদ্ধো বহুসাদিপত্তিনিকরৈর্গত্বা চ দিল্লীশ্বরং
তস্মাদেব বিধায় তচ্ছয়মিতাং যৎ ফারমাণীং লিপিম্।
আয়াতঃ পিতৃসন্নিধৌ দ্বিজগণাশীর্ব্বাক্যসংপূজিত-
স্তেনে তাতমুদং স এব পরমাং সন্তোষসন্তোষণঃ ॥ ১৬ ॥

জেতুং গতস্য বনদুর্গমপঞ্চকূটং
যস্যৈব দন্তিতুরগোত্থিতধূলিকূটৈঃ।

১৪। সন্তোষের গুণশালী ছয় পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা আনন্দে রাজ্য পালন করিয়া কোন্ সাধুলোকের সন্তোস না জন্মাইয়াছিলেন? বিদিতপ্রতাপ "পাঁচবাবু" কাহার না প্রিয় হইয়াছিলেন?

১৫। ব্রহ্মা পুরাকালে দুর্জ্জননিগ্রহ ও সজ্জনপালনের জন্য স্বয়ং গোলোকনাথকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই জন্যই বুঝি তিনি সন্তোষপুত্র **রঘুনাথ** নামে পুনরায় রামাবতার স্বরূপে সবিতার বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬। রঘুনাথ বহু অশ্বারোহী ও পদাতিসহ গমনের পর দিল্লীশ্বরের **হস্তপ্রাপ্ত ফারমান** লইয়া ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদবাক্যে অভিনন্দিত হইয়া পিতার আনন্দবর্দ্ধন করেন।

দৃষ্ট্বা দিশোঽন্ধতমসং দৃঢ়বিক্রমোঽপি
ভীতো জগাম শরণং নৃপতিং নরেন্দ্রঃ ॥ ১৭ ॥

লব্ধ্বা চ হীরকবরং নৃপতেঃ সকাশাদ্-
রাজ্যোপঢৌকনতয়া রঘুনাথরায়ঃ।
আশ্বাস্য তঞ্চ সচিবঞ্চ বৃহৎপতাক-
মারোপ্য বংশমবদায় করং প্রতস্থে ॥ ১৮ ॥

শৌর্য্যে দাশরথিঃ সরিৎপতিসমো গাম্ভীর্য্যমর্য্যাদয়ো-
র্বেগে বায়ুসমঃ সমশ্চ রবিণা যস্তেজসা ভূতলে।
রূপৈর্ন্মকৃতমন্মথো গুরুসমো বুদ্ধ্যা স্থিরো মেরুবদ্-
ধীরঃ শ্রীরঘুনাথরায়সুকৃতী দানে চ কর্ণোপমঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দভজনপ্রত্যাশয়োল্লাসিতং
চেতো যস্য সদৈব কিন্তু বিষয়ে নৈবাতিগাঢ়ং বসেৎ।
সোঽয়ং সজ্জনসঙ্গমাত্ররসিকঃ সল্লোকসম্পালকঃ
খ্যাতঃ শ্রীবনমালিরায়সুকৃতী সন্তোষরায়াত্মজঃ ॥ ২০ ॥

১৭। তিনি যখন বনতুর্গম পঞ্চকূট জয় করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তী ও অশ্ব কর্ত্তৃক উত্থাপিত ধূলিরাশিতে দিক্‌সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া পরাক্রান্ত পঞ্চকূটরাজ ভীতভাবে তাঁহার শরণ লয়েন।

১৮। সেই স্থানের রাজার নিকট একখণ্ড হীরক উপঢৌকনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সেই রাজ্যে বৃহৎপতাকাযুক্ত বংশ প্রোথিত করিয়া করগ্রহণের পর রাজাকে ও মন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়া রঘুনাথরায় ফিরিয়া আসেন।

১৯। শ্রীরঘুনাথ রায় বীরত্বে দাশরথির, গাম্ভীর্য্যে ও মর্য্যাদাবিষয়ে সমুদ্রের, বেগে বায়ুর, তেজস্বিতায় সূর্য্যের, রূপে মন্মথের, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির, স্থৈর্য্যে মেরুর ও দানে কর্ণের সমান।

২০। সন্তোষের অপর পুত্র বনমালী রায় সর্ব্বদা গোবিন্দপাদপদ্মের ভজন

ভ্রাতা তস্য গুণাকরো হি বলবান্ ভ্রাত্রা সমো বিক্রমৈ-
র্জেতা শত্রুগণস্য যস্য যশসা ব্যাপ্তঞ্চ লোকত্রয়ম্।
সন্তোষস্য চ পুণ্যপুঞ্জবলতো গোপাল এব স্বয়ং
জাতো রক্ষণহেতবে দ্বিজগবাং গোপালরায়াহ্বয়ঃ॥ ২১॥

ক্ষিতৌ গুণৈর্যো গুণিনাঞ্চ বিদ্যয়া
তথা বুধানামপরঞ্চ যোষিতাম্।
সন্তোষরায়াত্মজ এষ রূপতো
মনোহরঃ কস্য জহার নো মনঃ॥ ২২॥

রাজারামসমাখ্যকোঽজনি ততঃ সন্তোষরায়াত্মজঃ
শ্রীমান্ সর্ব্বগুণান্বিতো গুণিগণৈঃ সঙ্গীয়তে যদ্গুণঃ।
শ্রীমান্ শ্রীযুতপুণ্ডরীককুলসৎকীর্ত্ত্যেকপুণ্যাঙ্কুরঃ
সর্ব্বেষামনুজশ্চ দীব্যতি ভবানন্দাহ্বয়ঃ পুণ্যকৃৎ॥ ২৩॥

গণ্যন্তে দিবি তারকাশ্চ কৃতিভির্ধারাশ্চ মেঘাৎ স্রুতাঃ
সামুদ্রাণ্যপি সৈকতান্যপি তথা সৎপূরুষৈঃ কালতঃ।

প্রত্যাশায় উল্লাসিত; তজ্জন্য তাঁহার বিষয়াসক্তি ঘটে নাই; তিনি সাধুসঙ্গমাত্র-রসিক ও সাধুপালক।

২১। তাঁহার গুণশালী শত্রুজেতা ভ্রাতা গোপাল রায় বিক্রমে তাঁহারই সমান; তাঁহার যশে ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়াছে। সন্তোষের পুণ্যবলে তিনি গোব্রাহ্মণরক্ষার্থ দ্বিতীয় গোপালের মতই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

২২। সন্তোষ রায়ের অপর পুত্র মনোহর গুণে গুণিগণের, বিদ্যাদ্বারা পণ্ডিতগণের ও রূপে নারীগণের মন হরণ করিয়াছিলেন।

২৩। তাঁহার পরে সর্ব্বগুণভূষিত রাজারামের জন্ম হয়; গুণিগণ তাঁহার গুণগান করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুণ্যকর্ম্মা ভবানন্দ পুণ্ডরীকবংশের সৎকীর্ত্তির পুণ্যাঙ্কুর স্বরূপ শোভা পাইতেছেন।

কল্যাণপুর বংশ

* জয়রাম রায়ের একমাত্র বংশধর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় পুত্রগণসহ কল্যাণপুরে বাস করিতেছেন। কাঙ্গাল বাবুর অল্পদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত হয় নাই।

এতৈঃ ষড়্‌ভিরিহৈব পুণ্যজননৈঃ সন্তোষরায়াত্মজৈ-
র্দত্তাঃ শস্যযুতাশ্চ কিন্তু ন পুনর্ভূম্যো দ্বিজেভ্যো হি যাঃ ॥২৪॥

রঘুনাথসুতঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণাহ্বয়ঃ।
দানে শৌর্য্যে চ বীর্য্যে চ পিতৃতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ২৫ ॥

রামেশ্বরস্তদনুজো বলবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রিয়া বিরাজতে শ্রীমান্ সন্তোষকুলনন্দনঃ ॥ ২৬ ॥

বনমালিরায়স্য সুতো বলীয়ান্
বিশ্বেশ্বরো বিশ্ববিরোচমানঃ।
শ্রীমান্ তথৈবেন্দ্রমণিঃ প্রসিদ্ধঃ
পিত্রা সমো বাল্যত এব ধীরঃ ॥ ২৭ ॥

গোপালরায়স্য চ সূনুরেষ
পিত্রা সমঃ শ্রীযুত জীতরায়ঃ।

২৪। কর্ম্মশীল লোকে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিতে পারেন, মেঘ-নিঃসৃত বৃষ্টিবিন্দু গণিতে পারেন, কালসহকারে সমুদ্রের বালুকাও গণিতে পারেন; কিন্তু সন্তোষ রায়ের এই ছয় পুত্র ব্রাহ্মণগণকে যে সকল শস্যশালী ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহার গণনা অসাধ্য।

২৫। রঘুনাথের পুত্র শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ দানে শৌর্য্যে ও বীরত্বে পিতার তুল্য।

২৬। তাঁহার অনুজ রামেশ্বর বলবান্ ও জিতেন্দ্রিয়; তিনি সন্তোষবংশের আহ্লাদ জন্মাইয়া বিরাজ করিতেছেন।

২৭। বনমালী রায়ের বলীয়ান্ পুত্র বিশ্বেশ্বর বিশ্বমধ্যে শোভা পাইতে-ছেন। অপর পুত্র ইন্দ্রমণি বাল্যকালেই পিতার ন্যায় বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বলেন শৌর্য্যেণ চ ভূমিদানৈ-
র্জীব্যাজ্জয়ী যস্য যশো বিভাতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীমনোহররায়স্য পুত্রো রত্নেশ্বরাহ্বয়ঃ।
স্থিতা যস্য সভামধ্যে গুণিসিংহাশ্চ ভূরিশঃ ॥ ২৯ ॥

দেবীরায়সুতো বভাবুদয়চন্দ্রাখ্যো জগদ্দীপয়ন্
ফত্তেসিংহমুখক্ষিতাবুদয়পৃথ্বীধ্রে যথা চন্দ্রমাঃ।
দানে কল্পমহীরুহঃ ক্ষিতিপতির্বুদ্ধ্যা চ বাচস্পতি-
র্মোদন্তে নিখিলাশ্চ যস্য বচসা সর্ব্বাস্তদীয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৩০ ॥

সন্তোষরায়েণ বলেন দেবী-
রায়েণ সার্দ্ধং ছলতশ্চ যস্য।
বিজিত্য সর্ব্বাং মহলন্দভূমিং
গ্রামং চকারোদয়চন্দ্রনাম্না ॥ ৩০ ॥

ইতি পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায়াং
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

২৮। গোপাল রায়ের পুত্র জীত রায় পিতার সমান যশস্বী। বল শৌর্য্য ও ভূমিদান দ্বারা জয়ী হইয়া তিনি চিরজীবী হউন।

২৯। মনোহর রায়ের পুত্র রত্নেশ্বর। তাঁহার সভামধ্যে বহু গুণিশ্রেষ্ঠ অবস্থান করেন।

৩০। দেবী রায়ের পুত্র উদয়চন্দ্র জগৎ উজ্জ্বল করিয়া উদয়াচলে চন্দ্রের ন্যায় ফত্তেসিংহস্বরূপ পর্ব্বতে শোভা পাইতেন। তিনি দানে কল্পতরু ও বুদ্ধিতে বাচস্পতি; তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার বাক্যে সর্ব্বদা আনন্দলাভ করিয়া থাকে।

৩২। তিনি সন্তোষ রায়ের ও দেবী রায়ের সাহায্যে বলে ও কৌশলে সমস্ত মহলন্দ ভূমি জয় করিয়া উদয়চন্দ্র (-পুর) নামক গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন।

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

যন্নাম্না পুরকল্পনং সমভবন্নৈতাদৃশঃ পূরুষঃ
প্রায়োঽসৌ সবিতুঃ কুলে সমভবন্নেবেহ ভূমীতলে।
নাধর্ম্মী ন চ মৎসরী ন চ পুনর্মিথ্যোদ্যমী কশ্চন
সর্ব্বেঽমী সবিতুঃ কুলস্য বিদিতাঃ পুণ্যাঙ্কুরা ভূমিপাঃ ॥ ১ ॥

পিত্রা পিতৃব্যেণ তথাগ্রজেন
স্বয়ঞ্চ তত্তৎপ্রতিনামপূর্ব্বম্।
অকারি সর্ব্বত্র নিজাধিকারে
পুরং বনে চাথ সরিৎপ্রতীরে ॥ ২ ॥

জয়রামস্য নাম্না তু জয়রামপুরং কৃতম্।
হরিশ্চন্দ্রসমাখ্যাতো হরিশ্চন্দ্রপুরং তথা ॥ ৩ ॥

বলরামকৃতে বলরামপুরং
মদনাভিধরায়কৃতে বিমলম্।

১। সবিতার বংশে এমন পুরুষ প্রায় কেহ জন্মেন নাই, যাঁহার নামে কোন্ না কোন গ্রাম স্থাপিত না হইয়াছিল। সেই বংশে কোন অধার্ম্মিক, মৎসর-স্বভাব, বা বৃথা উদ্যমশীল ব্যক্তি জন্মেন নাই। সবিতার বংশে সকলেই পুণ্যাঙ্কুর রাজা বলিয়া বিদিত।

২। তাঁহারা আপন অধিকার মধ্যে বনে, নদীতীরে এবং অন্যান্য স্থানে পিতার পিতৃব্যের ভ্রাতার বা আপনার নাম অনুসারে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

৩। জয়রামের নামে জয়রামপুর, হরিশ্চন্দ্রের নামে হরিশ্চন্দ্রপুর বিখ্যাত।

পরিকল্পিতকর্ষকভূমিকুলং
ভুবি রাজতি তন্মদনাখ্যপুরম্ ॥ ৪ ॥

বলরামসুতঃ শ্রীমান্ রূপরায়োঽতিবীর্য্যবান্।
তন্নাম্না রাজতে শ্রীমদ্-যদ্রূপপুরমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥

সন্তোষরায়স্য চ তৎসমাখ্যং
পুরঞ্চ ভীমেন কৃতং বিভাতি।
সন্তোষরায়ো নিজপুত্রনাম্না
হ্যকল্পয়ৎ ষণ্নগরাণি তদ্বৎ ॥ ৬ ॥

পত্নী তদীয়া রঘুনাথমাতা
ব্রতস্থিতা ভর্ত্তৃপরা চ সাধ্বী।
তস্যাঃ কৃতে মন্ত্রিগণৈর্নিযুক্তো
রাণীপুরং কল্পিতবান্ স এষঃ ॥ ৭ ॥

সন্তোষো রঘুনাথসংজ্ঞকপুরং গোপালসংজ্ঞং তথা
তদ্বৎ শ্রীলমনোহরস্য চ পুরং যোঽকল্পয়দ্ভীমজঃ।

৪। বলরাম হইতে বলরামপুর স্থাপিত হয়। মদন রায়ের নামানুসারে কৃষকগণের জন্য ভূমি প্রস্তুত করাইয়া মদনপুর গ্রাম স্থাপিত রহিয়াছে।

৫। বলরামের পুত্র রূপবান্ 'রূপ রায়ের নামানুসারে রূপপুর বর্ত্তমান আছে।

৬। ভীম রায় সন্তোষের নামানুসারে সন্তোষপুর স্থাপন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ সন্তোষও আপন ছয় পুত্রের নামানুসারে ছয়খানি গ্রাম স্থাপন করেন।

৭। তাঁহার পত্নী ও রঘুনাথের মাতা পতিপরায়ণা সাধ্বী ছিলেন ; মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাঁহার স্মরণার্থ সন্তোষ রায় রাণীপুর স্থাপন করেন।

কিং ব্রূমো বনমালিনঃ পুরমহো স্বর্গোপমং ভূতলে
যত্রাস্তে পরিতঃ সদেব পরিখাভূতেব ভাগীরথী ॥ ৮ ॥

রাজাদিরামাখ্যসুতস্য হেতৌ
সর্ব্বানুজস্যাপি সুতস্য তদ্বৎ।
রাজাদিরামাখ্যপুরং ক্ষিতীশ-
স্তদ্বদ্ভবানন্দপুরঞ্চ চক্রে ॥ ৯ ॥

উমারায়পৌত্রে ক্ষিতাবৌত্তরেয়ে
হরিশ্চন্দ্রসংজ্ঞে মৃতে দস্যুবাদাৎ।
তদারভ্য সর্ব্বে পৃথক্‌স্থানবাসা-
স্তথাপি ক্বচিন্নো বিভক্তীয়বার্ত্তা ॥ ১০ ॥

স্বাভ্যামেব হি পুত্রাভ্যামুত্তরাখ্যো মহাশয়ঃ।
আন্দুল্যানগরে বাসং চকারামিত্রদুর্গমে ॥ ১১ ॥

কল্যাণেন সহৈব চাথ জয়রামাখ্যোঽবসৎ সূনুনা
কল্যাণাখ্যপুরেঽথ জম্বুনগরে শ্রীভীমরায়োঽবসৎ।

৮। সন্তোষ নিজ পুত্রদের নামানুসারে রঘুনাথপুর, গোপালপুর ও মনোহরপুর স্থাপন করেন। আর বনমালিপুরের কথা কি বলিব; ভাগীরথী তাহার পরিখাস্বরূপ হওয়ায় ঐ স্থান ভূতলে স্বর্গের সমান হইয়াছে।

৯। রাজারাম নামক পুত্রের নামানুসারে রাজারামপুর ও কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ভবানন্দপুর স্থাপিত হয়।

১০। উমা রায়ের পৌত্র ও উত্তরের পুত্র হরিশ্চন্দ্রের দস্যুতাপরাধে মৃত্যু হইলে সকলে পৃথক্ স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তথাপি কেহ তাঁহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া জানে নাই।

১১। উত্তর রায় মহাশয় পুত্রদ্বয়ের সহিত শত্রুদুর্গম আন্দুল্যা (আন্দুলিয়া) গ্রামে বাস করেন।

সন্তোষাভিধতৎসুতেন সহিতঃ শ্রীরায়সেনস্তথা
মাঙ্ঘিন্যানগরে চকার বসতিং পুত্রেণ সার্দ্ধং সুধী ॥ ১২ ॥

গুঙ্গায়ীনগরে চ কংসনৃপতিঃ পুত্রেণ সার্দ্ধং মুদাহ-
রণ্যে দুর্জ্জনদুর্গমে চ বসতিং চক্রে পরং কৌতুকী।
এতান্যেব হি পঞ্চ কাননবৃহৎপ্রাচীরতোয়াদিভি-
র্দুর্গাণি প্রতিভান্তি কিন্তু রমণস্থানানি ভূমীভুজাম্ ॥ ১৩ ॥

ধারিকনামা সবিতুর্জ্জাতঃ
স গুণৈরাঢ্যো গঙ্গনতাতঃ।
রায়সেন ইতি তস্য চ সূনুঃ
দেবীরায়স্তস্য চ সূনুঃ ॥ ১৪ ॥

দেবীরায়ং পায়াদ্দেবী
স ভবতি তস্যাশ্চরণনিষেবী।
উদয়চন্দ্র ইতি তস্মাজ্জাতঃ
পুত্রো নানাগুণবিখ্যাতঃ ॥ ১৫ ॥

১২। জয়রাম পুত্র কল্যাণের সহিত কল্যাণপুরে ও ভীমরায় পুত্র সন্তোষের সহিত জম্বুনগরে (জেমোতে) বাস করেন। রায়সেন পুত্রসহ মাঙ্ঘিন্যা (মাধুনিয়া) গ্রামে বাস করিলেন।

১৩। কংস রাজা দুর্জ্জনদুর্গম অরণ্যময় গুঙ্গায়ীনগরে আনন্দে বাস করিলেন। রাজাদিগের রমণস্থান স্বরূপ উল্লিখিত পাঁচটি দুর্গ, কানন প্রাচীর জলাশয় প্রভৃতি দ্বারা শোভা পাইতেছে।

১৪। সবিতা হইতে গুণালঙ্কৃত ধারিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র গঙ্গন। গঙ্গনের পুত্র রায়সেন। তাঁহার পুত্র দেবী রায়।

১৫। দেবী ভগবতী তাঁহার চরণসেবক দেবী রায়কে রক্ষা করুন। তাঁহার পুত্র নানাগুণখ্যাত উদয়চন্দ্র।

অজয়ী নাম্না সবিতুঃ পুত্রঃ
তস্মাচ্ছূরাস্ত্রয় উৎপন্নাঃ।
উময়া কমলা কস্তূরী চ
শৌর্য্যেরেতে ভুবি বিখ্যাতাঃ ॥ ১৬ ॥

এষাং বংশে যে যে জাতাঃ
প্রায়ঃ সর্ব্বে হ্যত্রৈবোক্তাঃ।
সবিতুঃ কুলজাঃ যেঽমী ভূপাঃ
সদ্গুণযুক্তাঃ পুণ্যনিষেকাঃ ॥ ১৭ ॥

দেশবিদেশগতা বহবঃ
সবিতৃভ্রাতৃজসন্ততয়ঃ।
যথা পুণ্ডরীকোদ্ভবব্রহ্মসর্গ-
স্তথা পুণ্ডরীকর্ষিসর্গোঽপ্যনন্তঃ ॥ ১৮ ॥

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায়াং
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

১৬। সবিতার পুত্র অজয়ী হইতে উমা, কমলা ও কস্তূরী এই তিন জন বীর পুত্র উৎপন্ন হয়েন ; ইঁহারা সকলেই শৌর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

১৭। ইঁহাদের বংশে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, প্রায় তাঁহাদের সকলেরই কথা এই গ্রন্থে বলা হইল। সবিতার বংশের উল্লিখিত সকল রাজাই সদ্গুণযুক্ত ও পুণ্যবান্।

১৮। সবিতার ভ্রাতার সন্তানগণ অনেকে দেশবিদেশ চলিয়া গিয়াছেন। পুণ্ডরীকজন্মা ব্রহ্মার সৃষ্টির ন্যায় পুণ্ডরীক ঋষির বংশাবলীরও অন্ত নাই।

পরিশিষ্ট

(১)

পুণ্ডরীক বংশ ও জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ

ফতেসিংহ রাজবংশ পুণ্ডরীক গোত্রে উৎপন্ন। পুণ্ডরীকবংশীয়েরা আপনাদিগকে পুণ্ডরীক-গোত্র, পুণ্ডরীক-অঘমর্ষণ-অসিতদেবল-প্রবর, যজুর্ব্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ী জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করেন। জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণেরা কণৌজিয়া বা কান্যকুব্জ শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। ফতেসিংহ বংশের আদিপুরুষ সবিতা রায় দীক্ষিত উপাধিধারী ছিলেন। বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে সবিতা রায়ের নিবাস কোথায় ছিল জানা যায় না। পুণ্ডরীক বংশকে আশ্রয় করিয়া কয়েক ঘর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ফতেসিংহ মধ্যে বাস করিয়াছেন। জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত করিতে বাধ্য হইলাম।

"From the accounts of Abu Rihan and Ibn Batula, it is evident that the province of Jajhoti corresponded with the modern district of Bundelkhand * * * Bundelkhand in its widest extent is said to have comprised all the country to the south of the Jumna and Ganges, from the Betwa river on the west to the temple of Vindhyavasini Devi on the east, including the districts of Chanderi, Sagar and Bilhari near the sources of the Narbada on the south. But these are also the limits of the ancient country of the Jajhotiya Brahmans, which according to Buchanan's information, extended from the Jumna on the north to the Narbada on the south, and from Urcha on the Betwa river on the west to the Bundela Nala on the east. The last is said to be a small stream which falls into the Ganges near Benares and within two stages of Mirzapur. During the last twenty-five years I have traversed

বাঘডাঙ্গা রাজবংশ

গৌতম গোত্রীয়

- পরশুরাম চৌধুরী
  - সূর্য্যমণি
    [পুণ্ডরীকগোত্রজা রাজেশ্বরী]
    - হরিপ্রসাদ
      [পার্ব্বতী]
      - কালীশঙ্কর (দত্তক)
        [রাজমণি]
        - পরমানন্দ
          (পবন বাবু)
          [প্রতিমাসুন্দরী]
          - মহানন্দ (দত্তক)
            [শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী]
            - শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা
              - ভূপেন্দ্র নারায়ণ
                - শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র
                - শ্রীমান্ কটা
              - রাজেন্দ্র নারায়ণ
            - শ্রীযুক্তা ভবতারিণী
              [৺নরেন্দ্র নারায়ণ]
              - শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু নারায়ণ
              - শ্রীমান্ শরদিন্দু নারায়ণ
              - শ্রীমান্ বরদিন্দু নারায়ণ
            - ৺যোগীন্দ্রনারায়ণ
            - ৺উপেন্দ্রনারায়ণ
              - শ্রীমান্ মানবেন্দ্র নারায়ণ
              - শ্রীমান্ কান্তীন্দ্র নারায়ণ
              - শ্রীমান্ পণ্ডিত
            - শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনারায়ণ
              - শ্রীমান্ ভোলা
            - ৺দীনতারিণী
            - শ্রীযুক্ত ত্রিভুবনতারিণী
            - শ্রীযুক্তা দুর্গোত্তারিণী
              - শ্রীমান্ সৌরীন্দ্র গোপাল

this tract of country repeatedly in all directions and I have found the Jajhotiya Brahmans distributed over the whole province, but not a single family to the north of the Jumna or to the west of the Betwa. * * * The Brahmans derive the name of Jajhotiya from *Yajur-hota* an observer of the Yajur-veda, but as the name is applied to the Baniyas or grain-dealers, as well as to the Brahmans, I think it almost certain that it must be a mere geographical designation derived from the name of the country Jajhoti. This opinion is confirmed by other well known names of the Brahmanical tribes, as *Kanojiya* from Kanoj, *Gaur* from Gaur, *Sarwariya* or *Sarjupariya* from Sarjupar, *Dravira* from Dravira in the Dekhan, *Maithila* from Mithila etc. These examples are sufficient to show the prevalence of geographical names amongst the divisions of the Brahmanical tribes and as each division is found most numerously in the province from which it derives its name, I conclude with some certainty that the country in which the Jajhotiya Brahmans prepond-erate must be the actual province of Jajhoti.

A. CUNNINGHAM,

Ancient Geography of India. I. 481-483.

তাৎপর্য্য :– আবু রিহাণাদির বর্ণনা অনুসারে বোধ হয় জঝোতি প্রদেশ বর্ত্তমান বুঁদেলখণ্ড। আসল বুঁদেলখণ্ডের সীমা উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা, পশ্চিমে বেটোয়া নদী, পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, দক্ষিণে চন্দেরী, সাগর ও নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান বিলহারী জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সীমার মধ্যে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন দেশ বর্ত্তমান। বুকানানের মতে জঝোতিয়ার বাসভূমি উত্তরে যমুনা হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা এবং পশ্চিমে বেটোয়া তীরস্থ উর্চা হইতে পূর্ব্বে বুঁদেলা নালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বুঁদেলা নালা মির্জাপুর হইতে দুই চটি মাত্র দূরে কাশীর নিকটে গঙ্গায় পড়িতেছে; গত পঁচিশ বৎসর মধ্যে আমি এই সমগ্র প্রদেশে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াছি; দেখিয়াছি এই সমগ্র প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বাস করে; কিন্তু যমুনার উত্তরে বা বেটোয়ার পশ্চিমে

এক ঘরও জঝোতিয়া দেখি নাই। * * * জঝোতিয়াগণের মতে জঝোতিয়া নাম যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ; কিন্তু জঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত জঝোতিয়া বণিকেরও অস্তিত্ব দেখিয়া আমার বিশ্বাস জঝোতিয়া নাম 'জঝোতি' দেশের নাম হইতে উৎপন্ন। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও দেখা যায়। কণৌজিয়া কণোজ হইতে, গৌড়ীয়া গৌড় হইতে, সরৌরিয়া সরযূপার হইতে, দ্রাবিড়ী দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় হইতে ও মৈথিলী মিথিলা হইতে উৎপন্ন। এই সকল উদাহরণে বোধ হয় ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ ভৌগোলিক নামানুসারেই হইয়াছে; অপিচ যে প্রদেশের নামে যে শ্রেণী, সেই প্রদেশেই সেই শ্রেণীর আধিক্য দেখা যায়। আমার সিদ্ধান্ত এই যে প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণের বাস, সেই প্রদেশের নাম জঝোতি। (কনিংহাম প্রণীত ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূতত্ত্ব, ১ম খণ্ড, ৪৮১—৪৮৩ পৃঃ)।

সার হেনরি ইলিয়ট তাঁহার Memoirs of the Races of the North-Western Provinces of India গ্রন্থে জিঝোতিয়াদিগের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের বীম্‌স সাহেবের প্রকাশিত ১৮৬৯ সালের সংস্করণে প্রথম ভাগে ১৪৯ পৃষ্ঠে সংলগ্ন যে মানচিত্র আছে, তাহাতে সরোয়ারিয়া, জিঝোতিয়া, কণৌজিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের উত্তরে বুঁদেলখণ্ডের দক্ষিণাংশে জিঝোতিয়াগণের অবস্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

উইলিয়ম কুক তাঁহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণের বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে জিঝোতিয়াগণের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ দিয়াছেন :—

Jhijhotiya, Jajahutiya—A branch of the Kanoujiya Brahmans who take that name from the country Jejákasukti, which is mentioned in the Madanpur inscription. Of this General Cunningham writes :—

The first point deserving of notice in these two short but precious records is the name of the country, Jejakasukti, which is clearly the Jajáhuti of Abu Rihan. The meaning of the word is doubtful, but it was certainly the name of the country, as it is coupled with *desa*. I may add, also, that

there are considerable numbers of Jajahutiya Brahmans and Jajahutiya Baniyas in the old country of the Chandels of Bundelkhand. I would identify Jajahuti with the district of Sandrabatis of Ptolemy, which contained four towns, named Tamasis, Empalathra, Kuro povina and Nandubandgar.

*   *   *   *   *   *

The Jami-ut-tawárikh of Rashid-ud-din quoting from Abu Rihan al Biruni, mentions the kingdom of Jajhoti as containing the cities of Gwalior and Kalinjar and that its capital was at Khajurabo. The popular and incorrect explanation is that they are really Yajurhota Brahmans, because, in making burnt offerings they follow the rules of the Yajurveda.

2. According to a list procured at Mirzapur their gotras are Awasthi, Bhareriya Tivari, Arjuriya Kot, Gautamiya of Ladhpur, Patariya of Kannaura, Pathak of Kalyanpur, Gangele of Matayaya, Richhatiya of Pipari, Bajpei of Binware, Dikshit of Panna, Kariya Misra, Sandele Misra. The above fifteen gotras intermarry on equal terms. Below these are five, which are lower and give daughters to the highter fifteen, but are not given by them in return. These are Sirsa, Soti, Sonakiya, Ranaiya, Bhonreli Dube. This list has little resemblance to that given by Mr. Sherring (*Hindu Castes* I. 56).

W. COOKE,

Tribes and Castes of the N. W. Provinces and Oudh III.

কুক সাহেবের উক্তির মর্ম্ম এই :—

জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ কণৌজিয়ার শাখা। মদনপুর লিপিতে যে যেজাকভুক্তি নামক দেশের উল্লেখ আছে, কনিংহাম সাহেব বলেন, এই দেশ ও আবু রিহাণের উল্লিখিত জঝোতি প্রদেশ অভিন্ন। তাঁহার অনুমানের ভিত্তি এই যে চন্দেল জাতির প্রাচীন অবস্থানভূমি বুঁদেলখণ্ডে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ও জিঝোতিয়া বণিক্ অদ্যাপি বাস করে। গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমির উল্লিখিত Sandrabatis প্রদেশও এই স্থান বলিয়া কনিংহামের ধারণা। আল বিরুণি

বলিয়াছেন গোয়ালিয়র ও কালঞ্জর নগর জঝোতি প্রদেশের অন্তর্গত। কুক সাহেব মির্জাপুর হইতে জিঝোতিয়াগণের পঞ্চদশ গোত্রের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বলেন, তদ্ভিন্ন আরও নিম্নবর্ত্তী পাঁচ গোত্র আছে, ইহারা উচ্চতর গোত্রে কন্যা দান করে, কিন্তু তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারে না।

১৮৭১ সালের সেনসস হইতে জিঝোতিয়াগণের সংখ্যা নির্দ্দেশ কুক সাহেবের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল :—

সাহারণপুর	...	...	১
আগরা	...	...	১
ইটা	...	...	১
বেরিলি	...	...	৪
কাণপুর	...	...	৭৭
বান্দা	...	...	৭৩৪
হামিরপুর	...	...	৯৪৯৭
ঝাঁসি	...	...	২০৫১৯
জালৌন	...	...	১১১৪০
ললিতপুর	...	...	১৬২৫৮
গাজিপুর	...	...	১৩২
গোরখপুর	...	...	৩১৮৪
ফয়জাবাদ	...	...	৭৪

ফতেসিংহ মধ্যে যে কয়েক ঘর জিঝোতিয়া আছেন তাঁহাদের উপাধি, দীক্ষিত, ত্রিবেদী (তেওয়ারি), চতুর্ব্বেদী (চৌবে), দ্বিবেদী (দুবে), বাজপেয়ী, উপাধ্যায় ও মিশ্র। জমীদারি বা লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ও কৃষি হইতে ইঁহাদের জীবিকা চলে। যাজনকার্য্য সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কণৌজিয়া ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ হইতে ইঁহারা পুরোহিত গ্রহণ করেন। উপনয়ন ও বিবাহ ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই ইঁহারা বঙ্গদেশপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও বঙ্গদেশপ্রচলিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষা ও পরিচ্ছদে এখন সকলেই বাঙ্গালি ; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে আচারানুষ্ঠান ভিন্ন কোন বিষয়েই পশ্চিম দেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

(২)

সবিতা রায়

ফতেসিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিতা রায় সম্বন্ধে কিংবদন্তী যাহা এখনও প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ।

আকবর সাহের সময়ে এই প্রদেশ একজন হাড়ি রাজার অধীন ছিল। হাড়ি রাজার নাম ফতেসিংহ; তদনুসারে প্রদেশের নাম ফতেসিংহ। হাড়ি রাজার রাজধানী ফতেপুর গ্রাম কান্দির দক্ষিণ পশ্চিমে তিন ক্রোশ মধ্যে। হাড়ি রাজা বাদশাহের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। রাজা মানসিংহ এই পথে যাইবার সময় হাড়ি রাজাকে দমন করেন। মানসিংহের সেনাধ্যক্ষ অথবা বকশী সবিতা রায় হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করেন; ফতেপুর হইতে অনতিদূরে যেখানে হাড়িবংশের ধ্বংস হয়, সে স্থানকে অদ্যাপি মুণ্ডমালা বলে। সবিতা রায় পুরস্কার স্বরূপ ফতেসিংহ পরগণা ও পলাশী পরগণা লাভ করেন।

পুণ্ডরীককুলের প্রাচীন পুরোহিতবংশীয় ৺ হরিশ্চন্দ্র দুবের বাটীতে একখানি পুঁথির পাতায় সবিতা রায়ের বংশাবলী লিখিত আছে; তাহাতে সবিতা রায়ের পিতার নাম বসন্ত রায় লিখিত আছে। পুত্রপৌত্রাদির নাম পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় লিখিত নামের সহিত অভিন্ন।

পঞ্জিকামতে সবিতা রায়ের পরিচয় এইরূপ:—সবিতা দুই পুত্র ও চারি পৌত্র সঙ্গে লইয়া মানসিংহের সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। "কোচাড়, কোচবিহার ও খরগপুর" যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া তিনি মানসিংহের প্রীতি উৎপাদন করেন। মানসিংহ তাঁহাকে দিল্লী লইয়া গিয়া বাদশাহের প্রদত্ত ভূমি ভোগের সনন্দ দেওয়ান। পরে "কায়স্থ রাজা" "শূর সয়িদ" ও "হড্ডিপ" গণকে পরাস্ত করিয়া সবিতা রায় ফত্তেসিংহের অধিকার লাভ করেন। বাদশাহের অনুগ্রহে তাঁহার ভূসম্পত্তি আরও বিস্তার লাভ করে। পরে পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র রাখিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাঘডাঙ্গা গ্রামে রামসাগর পুষ্করিণী হইতে একখণ্ড প্রস্তর কয়েক বৎসর হইল বাহির হইয়াছিল। প্রস্তরে বাঙ্গালা অক্ষরে কয়েকটা কথা অঙ্কিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটা শব্দ পড়িতে পারা যায়। তারিখের অঙ্কটা কিছু অস্পষ্ট।

নমো নারায়ণায়। শুভমস্তু। গগন রায়। রায়সেন রায়। জয়রাম রায়। উত্তম রায়। * * * * সন ১০০৯।

পঞ্জিকামতে সবিতার পুত্র ধারিক ও অজয়ী। ধারিকের পুত্র গঙ্গন। তৎপুত্র রায়সেন। অজয়ীর পুত্র উমা, কমলা ও কস্তুরী। উমার পুত্র জয়রাম, উত্তম ও ভীম। সবিতা দুই পুত্র ও চারি পৌত্র লইয়া বাঙ্গালায় আসেন।

শিলালিপির তারিখ যদি প্রকৃতই ১০০৯ হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ সময়ের পূর্ব্বে সবিতা ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ ভীমরায়ের তখনও জন্ম হয় নাই।

---

(৩)

ফত্তেসিংহ

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশ কান্দি সবডিবিশন; ইহার পুর্ব্ব সীমা ভাগীরথী, দক্ষিণে বর্দ্ধমান জেলা, পশ্চিমে বীরভূম জেলা। মহকুমার হেড কোয়াটার্স কান্দি উত্তরবাহিনী ময়ূরাক্ষী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। কান্দি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম; সবডিবিশনাল অফিসার ব্যতীত দুইজন মুন্সেফ, স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতির অবস্থানে উন্নতিশীল। কান্দি মিউনিসিপালিটির পাঁচটি ওয়ার্ড; কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, রসোড়া ও ছাতিনাকান্দি। মিউনিসিপালিটির এলাকায় লোকসংখ্যা দশহাজারের কিছু অধিক।

জেমো ও কান্দি একত্র করিয়া গ্রামকে জেমোকান্দি বলাও রীতি আছে। জেমোকান্দি হইতে ভাগীরথী প্রায় চারিক্রোশ পূর্ব্বে। মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিলের ব্যবধান।

কান্দি-সবডিবিশনের মধ্যে কান্দি ও ভরতপুর থানার প্রায় সমগ্র ভাগ, এবং বড়োঁয়া, গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানার কিয়দংশ লইয়া ফতেসিংহ পরগণা।

ফত্তেসিংহ পরগণার বিস্তৃতি পূর্ব্বে আরও অধিক ছিল। কয়েকটি বড় বড় টুকরা ফতেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক পৃথক পরগণার স্থষ্টি করিয়াছে। গোপীনাথপুর, রাধাবল্লভপুর, কান্তনগর, মুনিয়াডিহি প্রভৃতি ফতেসিংহ হইতে খারিজ হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। ফতেসিংহের উত্তরবর্ত্তী মহলন্দী পরগণার অধিকাংশ গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানাভুক্ত।

আইন-ই-আকবরিতে সরকার শরীফাবাদ মধ্যে ফতেসিংহের ও মহলন্দীর উল্লেখ আছে। ফতেসিংহের রাজস্ব ২০৯৬৪৬০ দাম ও মহলন্দীর রাজস্ব ১৮৩১৮৯০ দাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চল্লিশ দাম একটাকার সমান।

রেনেলের আটলাসে ফতেসিংহ পৃথকরূপে চিহ্নিত আছে। উত্তরে রাজসাহী রাজ্য, পূর্ব্বে ভাগীরথীর পরপারে নদীয়া রাজ্য, দক্ষিণে বর্দ্ধমান ও পশ্চিমে বীরভূম, এই চারি প্রকাণ্ড জমিদারীর মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন ফতেসিংহের জমিদারী তৎকালে অবস্থিত ছিল। ফতেসিংহের তাৎকালিক সীমা পূর্ব্বে ভাগীরথী; উত্তরে ময়ুরাক্ষীসংযুক্ত দ্বারকা, পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী; দক্ষিণ সীমানা পার হইয়া কিছুদূর গেলে অজয় নদী। চতুঃসীমায় বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ফতেসিংহ নাম সম্বন্ধে স্থানীয় জনশ্রুতি যে ফতেসিংহ নামক হাড়ি রাজা হইতে পরগণার নামের উৎপত্তি। এই ফতেসিংহকে পরাস্ত করিয়া সবিতা রায় জমিদারী লইয়াছিলেন।

হণ্টার সাহেব তাঁহার Annals of Rural Bengal গ্রন্থের প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে বীরভূমি সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখ দেখা যায় বীরসিংহ ও ফতেসিংহ দুই ভ্রাতা পশ্চিম হইতে আসিয়া এই প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন; তাঁহাদের নামানুসারে বীরভূমি ও ফতেসিংহ নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্লকমান সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণ মধ্যে অনুমান করিয়াছেন যে বাঙ্গালার পাঠান অধিপতি ফতে শাহ ও বরবাক শাহ হইতে ফতেসিং ও বরবাক সিং এই দুই সন্নিহিত পরগণার নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

ফতেসিংহের ভূমির অধিকাংশ বর্ষার সময় জলমগ্ন হয়। দ্বারকা ও ময়ুরাক্ষী উভয় নদী ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বীরভূমি হইতে ফতেসিংহে প্রবেশ করিয়াছে ও ফতেসিংহকে বর্ষাকালে ভাসাইয়া গঙ্গায় পতিত হইতেছে। ময়ুরাক্ষী দ্বারকার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ মুখে প্রায় কাটোয়ার নিকট পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। ভাগীরথীর ঠিক পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূমিটা উচ্চ; এই ভূমিতে গুঙ্গায়ী, জগন্নাথপুর, রাঙ্গামাটী, যদুপুর, প্রভৃতি গ্রাম। এই উচ্চ ভূমি ও পশ্চিম রাঢ়ের উচ্চ ভূমির মধ্যে দ্বারকা ও ময়ুরাক্ষীর জল পতিত হইয়া বর্ষার সময় সমস্ত প্রদেশটাকে প্লাবিত করিয়া দেয়।

সমগ্র প্রদেশটা বিল ও খালে পরিপূর্ণ। আরও পূর্ব্বকালে এই নিম্নভূমির বিস্তার আরও অধিক ছিল। দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষীর আনীত মৃত্তিকায় বৎসর বৎসর পুরিয়া উঠিতেছে। চাঁদ সদাগরের নৌকা উত্তরবর্ত্তী পাটনের বিল বাহিয়া নবদুর্গা গোলাহাটের পাশ দিয়া গিয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। সে সময়ে এই নিম্নভূমি আরও নিম্ন ও আরও বিস্তীর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

ফতেসিংহ পরগণার উত্তর প্রান্তবর্ত্তী গোকর্ণ থানার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি গ্রাম সম্প্রতি প্রত্নবিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

রাঙ্গামাটি গ্রাম কান্দি হইতে উত্তরপশ্চিমে সাত ক্রোশ দূরে বহরমপুরের কিছু দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিমতীরে উচ্চ রক্তবর্ণ ভূমির উপর অবস্থিত। এই রক্তবর্ণ মৃত্তিকা বীরভূমির লাল মাটির পূর্ব্বসীমান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ডেলটা বা ব দ্বীপের পশ্চিমসীমায় এই লাল মাটি। ছোট-নাগপুরের পাহাড় মধ্যে বিদ্যমান লোহার স্পর্শে মৃত্তিকার বর্ণ এইরূপ; দ্বারকা প্রভৃতি রাঢ়ের নদীর জলও এই কারণে রক্তবর্ণ। রাঙ্গামাটি গ্রামে প্রাচীন-কালে সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল এইরূপ স্থানীয় জনশ্রুতি। প্রাচীন অট্টালিকাদির অবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজবাড়ী, রাক্ষসীডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান প্রাচীন স্মৃতির পরিচায়ক। জনশ্রুতি লঙ্কার বিভীষণ আসিয়া সুবর্ণ বৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদবধি ভূমির বর্ণ লাল। কৃষকেরা মাঝে মাঝে প্রাচীন মুদ্রাদি পাইয়া থাকে। রাঙ্গামাটির প্রাচীন তত্ত্ব লেয়ার্ড, বেবারিজ প্রভৃতি ইংরাজেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। হণ্টারের Statistical Accountsএর অন্তর্গত মুর্শিদাবাদের বিবরণ মধ্যে তৎকালসংগৃহীত সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট জজ ঐতিহাসিক বেবারিজ সাহেবের অনুমান মতে রাঙ্গামাটি প্রাচীন কর্ণসুবর্ণরাজ্যের রাজধানী। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েং চাং এই রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রত্নাবলীপ্রণেতা হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন। তিনি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র গুপ্ত বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিতে গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই গৌড়েশ্বর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। ইনি হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের কথা ও তাহার প্রতিশোধার্থ হর্ষবর্দ্ধনের গৌড়দেশ

নীলকণ্ঠ রায়ের বংশলতা।
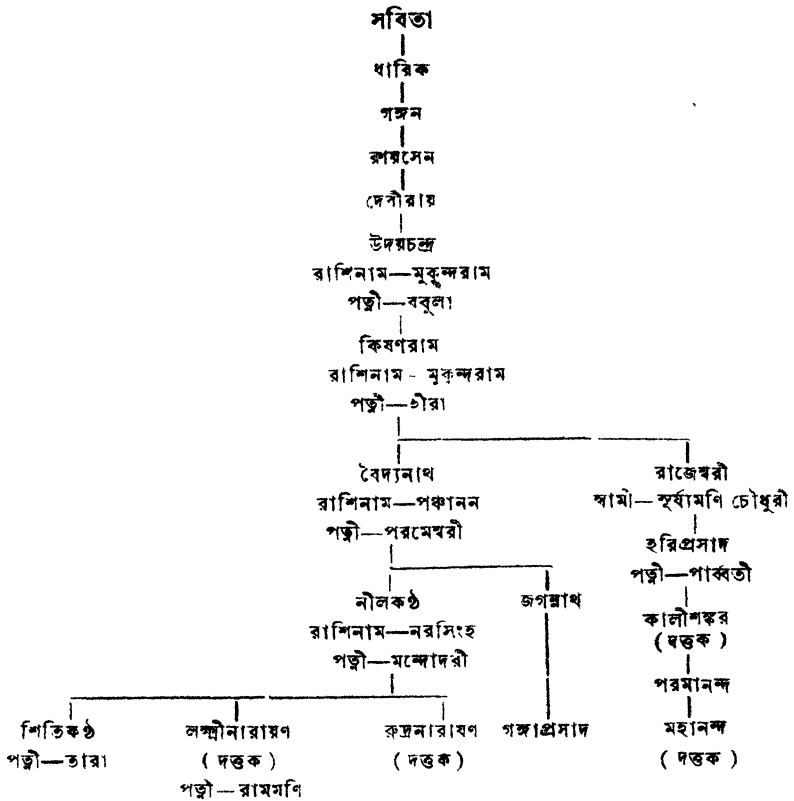
এতদ্ব্যতীত পুরোহিতগণের পুঁথিতে নীলকণ্ঠ রায়ের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় আরও কতকগুলি নাম পাওয়া যায়। যথা:—

পিতৃব্য—ভোলানাথ, কৃপানাথ
পিতৃব্যপত্নী—ভবানী, নারায়ণী, সোহাগো
পিতামহ ভ্রাতা—পরমেশ্বর, মধুসূদন, ক্ষীরধব, (ইঁহারা সম্ভবতঃ উদয়চন্দ্রের পুত্র)
পিতামহ ভ্রাতৃপুত্র—কালীনাথ, ভবাণীচরণ, দয়ানাথ, নেহালনাথ
ভ্রাতা – কমলাকান্ত, যাদবেন্দ্র

বাঘডাঙ্গার শ্রীযুক্তা রাণী মুক্তকেশীও সম্ভবতঃ উদয়চন্দ্রের বংশে জাতা। তাঁহার পিতা পুণ্ডরীকগোত্রজ শ্যামানন্দ রায়, পিতামহ শম্ভুনাথ, প্রপিতামহ কার্ত্তিকচন্দ্র, বৃদ্ধ প্রপিতামহ ব্রজনাথ। ব্রজনাথের পিতার নাম পাওয়া গেল না। ব্রজনাথ সম্ভবতঃ কিষণরামের পুত্র ও উদয়চন্দ্রের পৌত্র। কিন্তু ইহা সন্দেহস্থল। রাণী মুক্তকেশীর পূর্ব্বপুরুষ কোন্ ব্যক্তি কিসূত্রে বাজারশৌ গ্রামে বাস করেন তাহাও স্থির করিতে পারি নাই।

রাজা নীলকণ্ঠ রায় ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত শিবের নাম নীলকণ্ঠেশ্বর, পঞ্চাননেশ্বর, পরমেশ্বরীশ্বর, হরিকৃষ্ণেশ্বর, হীরেশ্বর, চন্দ্রশেখরেশ্বর, মুকুন্দেশ্বর, কপিলেশ্বর। ইহার অধিকাংশই রাজা নীলকণ্ঠ আপনার নিকট সম্পর্কীয়গণের নামে স্থাপন করেন।

আক্রমণের কাহিনী হর্ষচরিতে বিবৃত হইয়াছে। হুয়েং চাংএর সময়ে কর্ণসুবর্ণ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার ছিল। রাক্ষসীডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ বলিয়া পুরাবিদেরা অনুমান করেন।

হুয়েং চাং কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে লোচোমোচি নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। লোচোমোচি প্রাকৃত লত্তমত্তি শব্দের অপভ্রংশ। প্রাকৃত লত্তমত্তি সংস্কৃত রক্তমৃত্তি হইতে উৎপন্ন। রক্তমৃত্তি বাঙ্গালায় রাঙ্গামাটি।

হুয়েং চাংএর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হইতেছিল। উত্তর রাঢ়প্রদেশে জেমোকান্দির উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে কয়েক ক্রোশের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পীঠস্থানের অবস্থিতি। আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্রই এই সময় বৌদ্ধ মঠ সকল শৈব বা শাক্ত মঠে পরিণত হইতেছিল; বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি সকল হিন্দু দেবমূর্ত্তির নাম গ্রহণ করিতেছিল। সম্ভবতঃ পাল রাজাদের অন্তিম সময়ে বৌদ্ধ উপাসনা বিকার লাভ করিয়া ধর্ম্মপূজাদিতে পরিণত হইতেছিল। ফতে-সিংহ প্রদেশে ধর্ম্মপূজা অদ্যাপি বিস্তৃতভাবে প্রচারিত আছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বৈশাখী পূর্ণিমায়, কচিৎ বা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকে পরম উৎসাহে ধর্ম্মপূজায় যোগ দেয়। ধর্ম্মের উপাসনায় যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অনার্য্য ও বীভৎস। ডাক্তার ওয়াডেল কর্ত্তৃক বর্ণিত তিব্বতমধ্যে ও সিকিমমধ্যে প্রচলিত লামাধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠানের সহিত এই অঞ্চলের ধর্ম্মপূজার প্রচলিত অনুষ্ঠান সকলের সাদৃশ্য বিস্ময়জনক।

পাঠান অধিকার কালে এই প্রদেশের দুর্গতি ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সেই সময়ে বিস্তর লোক মুসলমান ধর্ম্ম আশ্রয় করে। ফতেসিংহে অনেক গ্রাম অদ্যাপি মুসলমানপ্রধান এবং অনেকগুলি ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ও সদা-চার মুসলমান গৃহস্থের বাস। মুসলমানেরা সর্ব্বত্রই হিন্দুর সহিত সদ্ভাবে বাস করেন।

চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী কালে ফতেসিংহ অঞ্চলে বৈষ্ণবমতের প্রচুর প্রতিষ্ঠা ঘটে। মালিহাটি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরেরা বাস করেন। এই বংশের রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলনকর্ত্তা। পদকল্পতরুর সংগ্রাহক গোকুলানন্দ সেন ও কৃষ্ণকান্ত মজুমদার টেঁয়াগ্রামের অধিবাসী।

ফতেসিংহ উত্তররাঢ়ী কায়স্থসমাজের কেন্দ্রস্থল। কোন্ সময়ে কি উপলক্ষে উত্তররাঢ়ী কায়স্থেরা এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। সম্ভবতঃ পাঠান রাজত্বকালে কোন একটা রাষ্ট্রবিপ্লব উপলক্ষে তাঁহাদের এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা হয়। কান্দি, জেমো, রসোড়া, পাঁচথুপী, যজান প্রভৃতি উত্তররাঢ়ী কায়স্থসমাজের প্রধান স্থানগুলি ফতেসিংহের অন্তর্গত। কান্দি সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর বাসস্থান। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের বংশধরগণ পাইকপাড়ায় প্রবাসী হইলেও তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কান্দির প্রতিষ্ঠা। কান্দি রাজবংশে মহানুভাব উদারচরিত রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও কুমার গিরিশচন্দ্রের নাম ফতেসিংহের অধিবাসিগণ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত চিরকাল স্মরণ করিবে।

বাঙ্গালা দেশে মোগল অধিকার স্থাপনার সমকালে পুণ্ডরীকবংশধর সবিতা রায় ফতেসিংহের জমিদারী প্রাপ্ত হন। পুণ্ডরীক বংশের আশ্রয়ে জিঝোতিয়া, কণৌজিয়া ও ভূমিহার প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ অনেকে ফতেসিংহে বাস করিয়াছেন। ফতেসিংহের জমিদারেরা প্রজাবৎসল ও দানশীল বলিয়া বিখ্যাত। অনেকে নূতন গ্রাম স্থাপন ও জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রাম ও জলাশয় স্থাপয়িতাদের নামানুসারে অদ্যাপি বিখ্যাত।

---

(৪)

মানসিংহ

"ক্ষিতিপতিতিলক মানসিংহ দিল্লীশ্বরকর্ত্তৃক বঙ্গের দুষ্ট নৃপতিগণের বিজয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য প্রতাপবান্ সবিতারায় দুই পুত্র ও চারি পৌত্রের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।"

নিম্নোক্ত বিবরণ ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাস (১১৪-১২১ পৃঃ) ও ব্লকমানের সম্পাদিত আইন-ই আকবরি প্রথম ভাগ মধ্যে প্রদত্ত মানসিংহের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত হইল।

রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বর আকবর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে, হিজিরা ৯৯৭ অব্দে পাটনায় উপস্থিত হয়েন। বিহারে অবস্থান করিয়া তিনি গিধোরের জমিদার পূরণ মল্ল ও খরগপুরের জমিদার সংগ্রাম সিংহ সহায়কে দমন করেন। এই বৎসরকেই সবিতা রায়ের বাঙ্গালা আগমনের কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পঞ্জিকামতে সবিতা রায় খরগপুরের যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করেন। তাহা হইলে পুণ্ডরীকবংশীয়গণের বাঙ্গালায় বাস ঠিক্ তিন শত দশ বৎসর হইল।

পর বৎসর মানসিংহ ঝারখণ্ড অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী তিন বৎসর কাল উড়িষ্যাবাসী পাঠানগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পাঠানেরা প্রথমে কতলু খাঁর অধীন ও তাঁহার মৃত্যুর পর সলেমান ও ওসমানের অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। এই সময়ে মানসিংহ রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৯৪ সালে মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে কোচবিহারপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার আত্মীয়জন ও সামন্তবর্গ এই জন্য বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার উদ্যোগ করিলে মানসিংহ ১৫৯৬ খৃঃ অব্দে হিজাজ খাঁকে সেনাসহ কোচবিহার প্রেরণ করেন। হেজাজ খাঁ রাজাকে মুক্ত করিয়া স্বপদে স্থাপন করিয়া আসেন। সবিতা রায় সম্ভবতঃ এই সময়েই কোচবিহারে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিলেন।

১৫৯৮ অব্দে মানসিংহ বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথে যুদ্ধার্থ শাহজাদা শেলিমের সহিত যোগ দেন। মানসিংহের অনুপস্থিতি সুযোগে পাঠানেরা পুনরায় বাঙ্গালার কিয়দংশ অধিকার করিল।

মানসিংহ পুনরায় বাঙ্গালায় ফিরিতে বাধ্য হইলেন ও শেরপুর আতাইয়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে পাঠানদলপতি ওসমানকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিলেন। শেরপুর আতাই ফতেসিংহ পরগণার সংলগ্ন; বর্ত্তমানকালে খড়গ্রাম থানার সামিল ও জেমোকান্দির উত্তরে পাঁচ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত। সবিতা রায় সম্ভবতঃ এই সময়েই ফতেসিংহের হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করিয়া ফতেসিংহ পরগণা পুরস্কার লাভ করেন।

এই যুদ্ধের পর মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে সাত হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাদশাহের পুত্র পৌত্র ভিন্ন কোন হিন্দু বা মুসলমান এই উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। সম্ভবতঃ সবিতা রায় এই সময়েই মানসিংহের সহিত বাদশাহের সমীপে গমন করিয়া ফারমান্ লইয়া আসিয়াছিলেন। চারি বৎসর পরে ১৬০৪ খৃঃ অব্দে বাদসাহের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করেন। সেখানে সেলিমের বিপক্ষে তাঁহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। পর বৎসরে সেলিম (জাঁহাগীর) সাম্রাজ্য লাভের পর মানসিংহকে পুনরায় বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। এবার মানসিংহ আট মাস মাত্র বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার বর্দ্ধমানে ভবানন্দ মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ ও বল্লভপুরে ভবানন্দভবনে অন্নদামঙ্গলবর্ণিত আতিথ্য গ্রহণ ঘটে। ফিরিবার সময় মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া লইয়া যান। ভবানন্দ মজুমদার জাঁহাগীর বাদশাহের নিকট হইতে মানসিংহের অনুগ্রহে যে সনন্দ পান, তাহার তারিখ হিজিরা ১০১৫, খৃঃ ১৬০৬ [ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত, ৭৮ ৮০ ও ২২০]। নবদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই সময় হইতেই ধরা যাইতে পারে।

বীরভুম প্রদেশে নগর বা রাজনগরে পাঠান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে ঘটিয়াছিল। দুশ্চরিত্রা রাণীর সহায়তায় তাৎকালিক হিন্দু রাজাকে হত্যা করিয়া জোনেদ খাঁ পাঠান নগর রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহায় পুত্র নগরের প্রথম পাঠান ভূপতি হইয়াছিলেন। [Hunter's Annals of Rural Bengal, vol. I.)

---

(৫)

কোচাড়, কোচবিহার, খরগপুর

কোচাড় শব্দে কোন্ প্রদেশ বুঝাইতেছে ঠিক বুঝা গেল না।

কোচবিহার—১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কোচবিহারাধিপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মহারাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহাকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া

মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও প্রজাগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্যার্থ মানসিংহ হেজাজ খাঁকে প্রেরণ করেন। মোগল সেনা কোচবিহার জয় ও বিদ্রোহ দমন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসে। সবিতা রায় বোধ হয় এই যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন।

খরগপুর—বিহার প্রদেশে। হণ্টার সাহেব Imperial Gazetteerএ খরগপুর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন।

খরগপুর—জেলা মুঙ্গের—পরগণা—আয়তন ১৯০ বর্গ মাইল।

১৫৭৪—৭৫ অব্দে বাঙ্গালার শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁর সহিত দিল্লীশ্বরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের সময় দায়ুদ খাঁ বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা আশ্রয় করেন। বঙ্গবিজয়ের পর মোগলসেনামধ্যে রাজবিদ্রোহ ঘটে। সেই সময় হাজিপুর ও খরগপুরের হিন্দু জমীদারেরা বেহারের মধ্যে সবিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। খরগপুরের রাজা সংগ্রাম সহায় প্রথমে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরে বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন। বাদশাহের সেনাপতি শাহবাজ খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করেন। [এই শাহবাজ খাঁ রাজা টোড়রমলের সহিত বাঙ্গালার বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজা টোড়রমলের পর ও মানসিংহের পূর্ব্বে কিছু দিন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন] আকবরের মৃত্যুর পর সংগ্রাম আবার বিদ্রোহী হয়েন। বেহারের শাসনকর্ত্তা জাঁহাগীর কুলি খাঁর হস্তে ১৬০৬ সালে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন। [নূরজেহানের প্রথম স্বামী সের আফগানের হস্তে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কুতবউদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে ইনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুতবউদ্দীন রাজা মানসিংহের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা]। সংগ্রামের পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দিল্লীশ্বরের অনুগত হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ সালে খরগপুর জমীদারী সদর খাজানার দায়ে বিক্রীত হইয়া সংগ্রামের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হয়। নিজ খরগপুর দারভাঙ্গার মহারাজ খরিদ করিয়াছেন; অন্যান্য সম্পত্তি পূর্ণিয়ার রাজা বিদ্যানন্দ সিংহ ক্রয় করেন।

ব্লকমান সাহেব তৎপ্রকাশিত আইন-ই-আকবরির প্রথম খণ্ডে রাজা মানসিংহের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন মানসিংহ প্রথমবার বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃত্বে

নিযুক্ত হওয়ার পরেই বেহারে অবস্থিতিকালে পূরণ মল্ল ও রাজা সংগ্রামকে দমন করিয়া তাঁহাদের কর গ্রহণ করেন। সবিতা রায় সম্ভবতঃ এই সময়ে মানসিংহের সহিত উপস্থিত ছিলেন।

রাজা সংগ্রাম সিংহ সহায়ের বিবরণ ব্লকমান অন্যত্রও দিয়াছেন।

খ্বাজা আল্লাউদ্দীনের পুত্র শামসুদ্দীন সম্রাটের আজ্ঞায় বিহার ও বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। মোগল সৈনিকগণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহের নায়ক মাশুমি কাবুলি ও আরাব বাহাদুরের হস্তে শামসুদ্দীন বন্দী হইয়াছিলেন। সেখান হইতে পলাইয়া তিনি খরগপুরের রাজা সংগ্রামের আশ্রয় লয়েন। পরবর্ত্তীকালে শাহবাজ খাঁর সহিত সংগ্রামের যুদ্ধ হয়। জাঁহাগীরের রাজত্ব গ্রহণের বৎসর তিনি পুনশ্চ বিদ্রোহী হইলে বিহারের শাসনকর্ত্তা জাঁহাগীর কুলি খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান হইয়া রাজা রোজ আফজুন নাম গ্রহণ করেন। জাঁহাগীর ও শাহজাহান উভয়েই তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তৎপুত্র রাজা বিহরুজ্ ঔরংজেবের রাজত্বকালে খ্যাতিলাভ করেন। (Blochman, *Ain-i-Akbari*, I. p. 446.)

---

(৬)

কায়স্থ রাজা, সয়িদ, হড্ডিপ

"কায়স্থাবনিপালশূরসয়িদান্ যুদ্ধে তথা হড্ডিপান্।" পুঃ কীঃ পঃ ১।১০

এই কায়স্থ রাজা কে তাহা জানিবার উপায় নাই। ফতেসিংহ উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের কেন্দ্রস্থল। কোন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ রাজাকে বুঝাইতেছি কি ?

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য "বঙ্গজ কায়স্থ" ছিলেন। সবিতা রায় তাঁহার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কি ?

"সয়িদ" অনুবাদে সৈয়দ করা গিয়াছে। পাঠান প্রভুত্ব সময়ে এই প্রদেশের বহু লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ফতেসিংহ ও মহলন্দী পরগণায় অনেক গ্রাম মুসলমান-প্রধান। অনেক গ্রামে হিন্দুর বসতি নাই বলিলেই হয়।

মুসলমান আয়মাদার, মজকুরিদারের সংখ্যা অদ্যাপি বিস্তর। ভরতপুর থানার মধ্যে সালার তালিবপুর ও সীজগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ধনাঢ্য মুসলমান জমিদারের বাস।

ফতেসিংহে একখানি গ্রামের নাম সৈয়দ কুলট।

হাড়ি রাজার স্মৃতি এই প্রদেশে এখনও বর্ত্তমান আছে। কিংবদন্তী মতে হাড়ি রাজার নাম ফতেসিংহ। তাঁহার রাজধানী ফতেপুর গ্রাম; কান্দি হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে গনুটিয়া যাইবার পথে, ময়ূরাক্ষী নদীর অদূরে। ফতেপুরের পার্শ্ববর্ত্তী মুণ্ডমালা নামক স্থানে হাড়িবংশের ধ্বংস হয় এইরূপ জনপ্রসিদ্ধি। হাড়ি রাজার ধ্বংসের পর সবিতা রায় ফতেসিংহ লাভ করেন।

ফতেসিংহ ব্যতীত পলাশী পরগণা সবিতার বংশধরগণের অধিকারে বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল। জনশ্রুতি আছে যে এই পরগণার এলাকায় একটা হাঙ্গামা ঘটে। রাজদণ্ডের ভয়ে ফতেসিংহের জমিদার ঐ পরগণার স্বামিত্ব অস্বীকার করেন, এবং নদীয়ার রাজার কর্ম্মচারী নিজ প্রভুর স্বামিত্ব উল্লেখ করায় পলাশী পরগণা নদীয়া রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ কপিলেশ্বর শিবের মন্দিরসহ শক্তিপুরাদি গ্রামও ঐ সময়ে নদীয়ার অধিকারভুক্ত হয়। পলাশী পরগণা সম্বন্ধে ঐরূপ একটা কিংবদন্তীর উল্লেখ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও দেখা যায়।

---

(৭)

কপিলেশ্বর

জেমোকান্দি হইতে অগ্নিকোণে প্রায় ছয় ক্রোশ ব্যবধানে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে শক্তিপুর গ্রাম। শক্তিপুরের সন্নিহিত গ্রাম গৌরীপুর, মহতা প্রভৃতি। গঙ্গার অপর পারে বেলডাঙ্গা, দাদপুর, রমণা প্রভৃতি গ্রাম। শক্তিপুরের পূর্ব্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে দ্বারকা নদী। দ্বারকা এখানে দক্ষিণবাহিনী; দ্বারকার এই অংশকে বাবলা বলে। দ্বারকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত একটা নালা আছে, ঐ নালাকে ডাকরা বলে। ডাকরা বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়। ঐ নালার দক্ষিণে শক্তিপুর গ্রাম ও উত্তরে ৺কপিলেশ্বরের মন্দির।

৺কপিলেশ্বর ফতেসিংহের রাজা সবিতা রায়ের প্রপৌত্র জয়রাম রায়ের স্থাপিত। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার বিবরণ দেখিলে এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। ৺কপিলেশ্বরের মন্দিরের, তৎসংলগ্ন বাগানের, দেবসেবার বন্দোবস্তের এবং মেলার বিস্তৃত বিবরণ পঞ্জিকায় বর্ণিত হইয়াছে। শক্তিপুর গ্রাম ও কপিলেশ্বর মন্দির এক্ষণে ফতেসিংহের অধিকারভুক্ত নাই। সম্ভবতঃ পলাশী পরগণার সহিত উহা ফতেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নবদ্বীপাধিপতির অধিকারভুক্ত হয়।

কপিলেশ্বর দেবের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শক্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সাহার সঙ্কলিত বিবরণের মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

৺কপিলেশ্বর মন্দির শক্তিপুরের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। শক্তিপুর পূর্ব্বে পলাশী পরগণার অন্তর্গত ও কৃষ্ণনগরাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে পলাশী হইতে খারিজ হইয়াছে; নাম "পরগণা পলাশীর খারিজা।" শক্তিপুরের উত্তরাংশ ৺কপিলেশ্বরের সম্পত্তি খেরাজি দেবোত্তর; এই অংশের নাম শিবপুর। এক্ষণে শিবপুর অর্থাৎ শক্তিপুরের দেবোত্তর অংশ নদীয়ারাজের অধিকারে আছে; কিন্তু শক্তিপুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জমীদারের হস্তগত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মালিক কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। শক্তিপুর মুর্শিদাবাদ কালেক্টরির ৪৫৫ নম্বর ও শিবপুর ১০৭৬ নম্বর তৌজিভুক্ত।

কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্বে প্রায় একরশি দূরে ভাগীরথী; বর্ষাকালে গঙ্গার জল মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে সংলগ্ন হয়। মন্দিরের বাহিরে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে দ্বারকা বা বাবলা নদী। উভয় নদী একটি নালা দ্বারা সংযুক্ত; ঐ নালার নাম ডাকরা; ডাকরা দিয়া বর্ষাকালে নৌকা যাতায়াত করে। ডাকরার দক্ষিণে শক্তিপুর গ্রাম, উত্তরে কপিলেশ্বরের মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমি।

কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ইষ্টকনির্ম্মিত ও দক্ষিণদ্বারী; দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ হাত, প্রস্থ ১৮ হাত, উচ্চতা প্রায় ৪০ হাত। মহতাগ্রামবাসী ৺জগন্মোহন মহাতা মহাশয় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করান। মন্দিরের সম্মুখে একখানি প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে।

নীলকণ্ঠ রায়ের মাতামহগোষ্ঠী

সাঙ্কৃতি গোত্রজ
দেবীচন্দ্র
|
রূপনারায়ণ
|
মহাদেব
পত্নী—তেকু দেবী
|
পরমেশ্বরী
স্বামী—বৈদ্যনাথ
|
নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠের মাতুলগণ—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বদন, ইন্দ্রমণি

মাতুলানীগণ—মতি, শৃঙ্গারী, চঠু

মাতুলপুত্র—জগন্নাথ, বিশ্বনাথ

শ্বশুর—কাশ্যপ গোত্রীয় সীতারাম

শ্বশ্রূ—ফুলুদেবী (?)

ভক্তিহীন শ্রীজগন্মোহন মহাতা।

সন ১২৪১ সাল।

জনশ্রুতি আছে পূর্ব্বে প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির ছিল, উহা গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়াছে। সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রস্তরখণ্ড স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত আছে।

মন্দিরের পশ্চিমে কিছু দূরে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলি আছে; কিন্তু সে সোপানে কোথায় নামিতে হইত বলা যায় না।

বর্ত্তমান মন্দিরের পশ্চাতে উত্তরে একটি কাঁঠাল গাছ ও দক্ষিণপশ্চিম দিকে সাতটি আমগাছ ও চারিটি বেলগাছ আছে। আরও দক্ষিণপশ্চিমে আন্দাজ চারি রশি দূরে একটি আমবাগান আছে; ঐ আমবাগানও দেবসম্পত্তি।

মন্দিরের নিকটে দক্ষিণপূর্ব্বে ৺চন্দ্রশেখর শিবের মন্দির। এই মন্দির প্রায় ১০ হাত দীর্ঘ ১০ হাত প্রস্থ ও ২০ হাত উচ্চ। বাঘডাঙ্গার রাণী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবীর পিতামহ ৺শম্ভুনাথ বাবু এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিবস্থাপনা করেন। পুরাতন মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে রাণী মহাশয়া নূতন লিঙ্গের স্থাপনা করিয়াছেন। ৺চন্দ্রশেখরের সেবার্থ ফতেসিংহমধ্যে নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। দক্ষিণে একখানা ভগ্ন ইষ্টকগৃহে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির নির্ম্মাণ দ্বারা বৎসর বৎসর শিবোত্তর সম্পত্তির ব্যয়ে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে।

শিবোত্তর সম্পত্তি শিবপুর হইতেই দেবসেবা নির্ব্বাহিত হয়। তদ্ভিন্ন ফতে-সিংহের (জেমো ও বাঘাডাঙ্গার) প্রদত্ত পৃথক্ নিষ্কর ভূমি হইতেও দেবসেবার সাহায্য হয়। বর্ত্তমান সেবাইত কৃষ্ণনগরাধিপ। দর্শকগণের প্রণামী হইতেও সামান্য আয় আছে।

শিবচতুর্দ্দশীর দিন শিবের অভিষেক ও সমারোহের সহিত পূজা হয়। প্রথমে কৃষ্ণনগরের মহারাজের, পরে জেমো বাঘডাঙ্গার, ও তৎপরে শক্তিপুরের জমীদারের পূজা হয়। ঐ দিন প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আগন্তুকগণের মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী থাকেন।

ঐ দিন হইতে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ। কপিলেশ্বরের বাগানে ও শক্তিপুরের অধিকারের মধ্যে মেলার স্থান। জমীদারের ও পুলিশের পক্ষ হইতে মেলার তত্ত্বাবধান হয়।

কয়েকবৎসর হইতে মেলা উপলক্ষে কালীপূজা ও যাত্রাগান প্রভৃতি হইতেছে। চতুর্দ্দশীর দিন চিড়ামহোৎসব ও পরদিন অন্নমহোৎসব উপলক্ষে বৈষ্ণব ও দরিদ্রগণকে ভোজন করান হয়।

---

(৮)

পাহাড় খাঁ

পাহাড় খাঁ উত্তররায়ের কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাহার উত্তমরায় নাম দিয়াছিলেন। এই পাহাড় খাঁ সম্ভবতঃ ব্লকমান সাহেবের উল্লিখিত পাহাড় খাঁ বেলুচ।

Pahar Khan, the Baluch—He served in the 21st year [of Akbar's reign] against Danda, son of Surjan Hádá, and *afterwards in Bengal.* In 989 [Hejira], the 26th year [of Akbar's reign], he was tuyuldar of Ghazipur and hunted down Mashum Khan Farankhudi, after the latter had plundered Muhammadabad. In the 28th year, he served in Gujrat.

*　　　*　　　*

Dr. Wilton Oldham, C. S. states in his 'Memoir of the Ghazeepoor District' that Faujdar Pahar Khan is still remembered in Ghazipur and that his tank and tomb are still objects of interest.

Blochmann—*Ain-i-Akbari.* I. p. 526.

তাৎপর্য্য—

পাহাড় খাঁ আকবরের রাজত্বের একবিংশ বৎসরে সুর্জনহাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি বঙ্গদেশে নিযুক্ত হয়েন। হিজিরা ৯৮৯ সালে আকবরের রাজত্বের ষড়্‌বিংশ বৎসরে গাজিপুরে থাকিয়া মোগল বিদ্রোহী মাশুম খাঁ ফরন্‌খুদীকে দমন করেন। পরে তিনি গুজরাট যান। ওল্ডহাম সাহেব বলেন, গাজিপুরের লোকে এখনও ফৌজদার পাহাড় খাঁর পুষ্করিণী ও সমাধি দেখাইয়া দেয়।

ব্লকমান রাজা টোড়রমল্লের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন যে, রাজা টোড়রমল্ল যখন মোগল বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত হইয়া মুঙ্গের দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিদ্রোহী আরাব বাহাদুর পাটনা আক্রমণ করেন। পাহাড় খাঁ তখন পাটনায় বাদশাহের রাজকোষ রক্ষা করিতেছিলেন। মাশুমি কাবুলি তখন দক্ষিণ বিহারে বিদ্রোহিদলের নায়কতা করিতেছিলেন।

---

(৯)

সভাসিংহের বিদ্রোহ

ফতেসিংহের রাজবংশীয় জয়রামের বংশধর জগৎ, কালু প্রভৃতি সভাসিংহের বিদ্রোহে যোগ দেন। তাহার ফলে তাঁহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন। ফতেসিংহের বিদ্রোহ তাৎকালিক বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। ঔরংজেব বাদশাহের সময়ে এই বিদ্রোহ ঘটে; বাঙ্গালার দক্ষিণপশ্চিম অংশ কিছুদিন ধরিয়া বিদ্রোহীদের অধিকৃত হইয়াছিল। বিদ্রোহদমনের জন্য বাদশাহ অবশেষে আপন পৌত্র আজিম উস শানকে বঙ্গদেশে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরাজেরা প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে নিম্নোক্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চেতোবরদার জমিদার সভাসিংহ উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁর সহিত যোগ দিয়া ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম যুদ্ধে নিহত ও তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। বর্দ্ধমানরাজের পুত্র জগৎ রায় রাজধানী ঢাকায় পলায়ন করেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুমতিক্রমে যশোরের ফৌজদার নূরআল্যা বিদ্রোহ দমনে নির্গত হইয়া হুগলিতে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীরা হুগলি অবরোধ করিলে ফৌজদার গোপনে পলায়ন করিলেন ও বিদ্রোহীরা হুগলি অধিকার করিল।

বিদ্রোহীদের আক্রমণভয়ে চুঁচুড়ার ওলন্দাজেরা, ফরাসডাঙ্গার ফরাসীরা ও সুতানুটি গ্রামে ইংরাজেরা নবাবের অনুমতি লইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ও আপন অধিকার মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই উপলক্ষে

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মিত হইল। ওলন্দাজেরা রণতরী ও কামান সাহায্যে হুগলি পুনরধিকার করিলে বিদ্রোহীরা সপ্তগ্রাম আশ্রয় করিল।

সভাসিংহ রহিম খাঁকে নদীয়া ও মকশুদাবাদ (আধুনিক মুর্শিদাবাদ) বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সপ্তগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধমান রাজকন্যা ধর্ম্মরক্ষার্থ সভাসিংহকে হত্যা করিয়া আপন বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া আত্মহত্যা করিলেন।

সভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মতসিংহ বিদ্রোহীদের নায়ক হইয়া লুঠপাঠ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মেদিনীপুর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ বিদ্রোহীদের আয়ত্ত হইল।

রহিম খাঁ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আসিয়া নগরের পাঠান জমিদার নিয়ামত খাঁকে বিদ্রোহে যোগ দিতে আহ্বান করিল। নগরের রাজা অসম্মত হইলে রহিম নগর আক্রমণ করিলেন। এইখানে রহিমের সহিত নগরের রাজার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটে। নিয়ামতের ভ্রাতুষ্পুত্র তহবীর খাঁ রহিমের অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে নিয়ামত অশ্বপৃষ্ঠে রহিমকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার তরবারির আঘাতে রহিম অশ্বচ্যুত হইয়া ভূশায়ী হইলেন। নিয়ামত ছুরিকা দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময়ে রহিমের অনুচরেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তৎপরে মকশুদাবাদে নবাবসেনাকে পরাস্ত করিয়া বিদ্রোহীরা নগর লুণ্ঠন করিল। ১১৯৭ সালে বিদ্রোহীরা রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিয়া মালদহে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কুঠি লুণ্ঠন করিল।

বাদশাহ বাঙ্গালার নবাবের অক্ষমতায় অসন্তুষ্ট হইয়া আপন পৌত্র সুলতান আজিম উস শানকে বাঙ্গালাবিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

আজিম উস শানের আসিবার পূর্ব্বে নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁ বহু অশ্বারোহী পদাতি কামান ও রণতরী লইয়া ভগবান্ গোলার নিকট অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিলেন। যে সকল জমীদার ও জায়গীরদার বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছিল তাহারা এক্ষণে জবরদস্তের শরণ হইল। জবরদস্ত ক্রমশঃ বঙ্গদেশ হইতে রহিমকে তাড়িত করিলেন।

ইতিমধ্যে সুলতান আজিম উস্ শান অযোধ্যা, কাশী ও বিহারের জমিদার-গণের সাহায্যসহ বহু সৈনিক লইয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে জবরদস্ত খাঁ ও তাঁহার পদচ্যুত পিতা ইব্রাহিম যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন। আজিমউসশানের বর্দ্ধমানে অবস্থিতিকালে রহিম পুনরায় নদীয়া ও হুগলি প্রদেশ লুঠ করিতে লাগিল।

আজিম উস শানের সহিত যুদ্ধে রহিম খাঁ নিহত হইলে বিদ্রোহ প্রশান্ত হয় (১৬৯৮)। এই সময়ে ইংরাজেরা আজিম উস্ শানের অনুমতিক্রমে কলি-কাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী লাভ করেন।

(১০)

পুণ্ডরীক বংশের ইতিহাস।

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় সবিতা রায় হইতে উদয়চন্দ্র পর্য্যন্ত পুণ্ডরীক বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। বাঘডাঙ্গা রাজবাটীর পুরোহিত ৺ হরিশ্চন্দ্র দুবের পুঁথি মধ্যে টিপ্পনীতে লেখা আছে, সবিতার পিতার নাম বসন্ত। ঐ টিপ্পনীতে সবিতার দুই ভ্রাতার নামেরও উল্লেখ আছে, কমলা ও অজৈ। এই দুই নাম কতদূর প্রামাণিক বলা যায় না। সবিতা দুই পুত্র ও চারি পৌত্রের সহিত রাজা মানসিংহের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের বঙ্গাগমনের কাল খৃঃ ১৫৯০। বঙ্গে প্রবেশের পূর্ব্বে মানসিংহ খরগপুরের জমিদার রাজা সংগ্রাম সিংহ সহায়কে দমন করেন। তৎপরে বঙ্গদেশে আসিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যাবাসী পাঠানগণের দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন। সবিতা রায় খরগপুরে ও কোচবিহারে ও "কুচোড়া" মহলে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মানসিংহের সন্তোষ উৎপাদন করেন। ১৬০০ খৃঃ অব্দে ফতেসিংহের উত্তরবর্ত্তী শেরপুর আতাইয়ের যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে রাজ্যাধরপুর ও ফতেপুরের হাড়ি রাজাকে পরাজিত করিয়া সবিতা রায় মানসিংহের প্রসাদে ফতেসিংহের জমিদারি লাভ করেন। এই যুদ্ধের পর রাজা মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাত হাজারী মনসবদারের শ্লাঘনীয় পদ লাভ করেন। সবিতা রায়ও সম্ভবতঃ সেই সময়ে ফতেসিংহের সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন।

ফতেসিংহ ব্যতীত অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থানও সবিতা রায়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পলাশী পরগণাও অন্যতম।

সবিতা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধারিক, কনিষ্ঠ পুত্র অজয়ী। ধারিকের পুত্র গঙ্গন; অজয়ীর তিন পুত্র উমা, কমলা ও কস্তূরী। ইঁহারা সকলেই সবিতা রায়ের সহিত বঙ্গে আসেন ও যুদ্ধে সবিতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং সবিতা রায় সে সময়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নাই।

সবিতা রায় আপন সম্পত্তি বংশধরগণের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেন; তাঁহারা একান্নভুক্ত থাকিয়া কিছুদিন সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন।

সবিতা রায়ের মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করা কঠিন। রামসাগর পুষ্করিণীতে প্রাপ্ত প্রস্তরে গঙ্গন ও তৎপুত্র রায়সেনের নাম আছে; উমা রায়ের পুত্র জয়রাম ও উত্তরের নাম আছে। কিন্তু সবিতার বা তাঁহাদের পুত্রদের নাম নাই। শিলা-লিপির তারিখ ১০০৯ সাল প্রকৃত হইলে অনুমান হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে সবিতা ও তাঁহার পুত্রদের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী ১৬০০ সাল ফতেসিংহ অধিকারের সময় ধরিলে এই অনুমানের যাথার্থ্যে সন্দেহ হয়।

গঙ্গনের পুত্র রায়সেন। উমার পুত্র জয়রাম, উত্তর বা উত্তম, ও ভীম। ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। উত্তম রায় রাজকর্ম্মচারী পাহাড় খাঁর নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

জয়রাম ভাগীরথীতীরে শক্তিপুর গ্রামে কপিলেশ্বর শিব স্থাপনা করেন ও তাঁহার মন্দিরাদি স্থাপনা করিয়া আড়ম্বরে সেবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কপিলেশ্বরের বিবরণ সপ্তম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

জয়রামের ন্যায় অন্যান্য পুণ্ড্রীকবংশধরও নানাস্থানে শিবমন্দির স্থাপনা করিয়া শিবভক্তির প্রাচুর্য্য দেখাইয়াছেন।

রায়সেনের পুত্র দেবী রায়। জয়রামের পুত্র মদন ও কল্যাণ। উত্তমের পাঁচ পুত্র, কামদেব, বলরাম, রাম, প্রসাদ ও হরিশ্চন্দ্র। ভীম রায়ের পুত্র যদুনন্দন বা সন্তোষ। কমলা রায়ের পুত্র কংস ও গৌরী; কস্তূরীর পুত্র মণিয়ারি রায়।

উত্তমের কনিষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র কিছু দুর্দ্দান্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি দস্যুতাপরাধে বন্দীকৃত হইয়া তাৎকালিক রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরে

প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়; সম্ভবতঃ তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

এত দিন পর্য্যন্ত সবিতার বংশধরেরা সকলে একান্নভুক্ত ছিলেন; হরিশ্চন্দ্রের দণ্ড লাভের পর তাঁহারা পৃথক্ হইলেন।

রায়সেন নিজ পুত্র দেবী রায়ের সহিত ময়ূরাক্ষীর পশ্চিম তীরে মাধুনিয়া গ্রামে বাস করিলেন; তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি মাধুনিয়াবাসী। জয়রাম পুত্রদ্বয় সহ মাধুনিয়ার উত্তরবর্ত্তী কল্যাণপুরে বাস করিলেন; তাঁহার বংশধরেরাও এখন পর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করিতেছেন। উত্তম রায় পুত্রগণ সহ আন্দুলিয়া গ্রামে থাকিলেন। আন্দুলিয়া গ্রাম জেমোর পূর্ব্বে আধ ক্রোশ ব্যবধানে। এই গ্রাম চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত। আন্দুলিয়ার গড়ের ও রাজবাটীর চিহ্ন এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। ভীমরায় পুত্র সন্তোষকে লইয়া জেমোতে বাস করিলেন।

কমলা রায়ের পুত্র কংস ভাগীরথীতীরে গুঙ্গায়ী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। কংসের পুত্র মুকুট। কংসের ভ্রাতা গৌরী পুত্রহীন। সম্ভবতঃ মুকুটেরও পুত্রাদি হয় নাই। গুঙ্গায়ী গ্রামে কংসরায়ের বংশের কেহ বর্ত্তমান নাই; তাঁহার বাসস্থানেরও কোন নিদর্শন নাই।

কস্তুরী রায় বা তৎপুত্র মণিয়ারি রায় কোথায় বাস করিলেন, কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মণিয়ারি রায়ের পুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্র হরানন্দ। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির নাম জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই বংশে কেহ সম্পত্তির অধিকার পায় নাই।

জয়রামের সময় হইতেই ইঁহাদের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় ও গ্রাম স্থাপনে প্রবৃত্তি দেখা যায়। জয়রামের নামানুসারী জয়রামপুর গ্রাম বর্ত্তমান আছে। জয়রাম, উত্তম ও ভীম তিন ভ্রাতারই বংশধরগণের নামানুযায়ী গ্রাম চতুঃপার্শ্বে বর্ত্তমান।

ভীম রায় বার লক্ষ শিবপূজা করিয়াছিলেন, পঞ্জিকাকার সদর্পে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপুত্র সন্তোষ তাহার দ্বিগুণসংখ্যক শিবপূজা করেন। ভীম রায় দশ হাজার ব্রাহ্মণ খাওয়ান; সন্তোষ তাহার দ্বিগুণ খাওয়ান; ইত্যাদি।

দেবী রায়ের পুত্র উদয়চন্দ্র। দেবী রায় সন্তোষের সাহায্যে উত্তরবর্ত্তী

মহলন্দী পরগণার কিয়দংশ অধিকার করিয়া পুত্রের নামানুসারে উদয়চন্দ্রপুর গ্রাম স্থাপন করেন। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার রচনার সময় উদয়চন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন, তখনও তাঁহার পুত্রাদি জন্মে নাই।

কল্যাণপুরবাসী জয়রামের দুই পুত্র মদন ও কল্যাণ। মদনের পুত্র মাণিকচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের পুত্র ঘনশ্যাম, মহাদেব ও ভগবতীচরণ। ঘনশ্যামের দাতা বলিয়া খ্যাতি ছিল। নাখেরাজের তায়দাদ মধ্যে ঘনশ্যাম রায়ের নাম দেখা যায়।

ঘনশ্যামের পুত্র জগৎ, কালু, বেণী ও কৃষ্ণরাম। ইঁহারা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে সভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে। সভাসিংহ স্বয়ং মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত আসেন নাই। তাঁহার অপমৃত্যুর পর তদীয় দলপতি রহিম শাহ মুর্শিদাবাদ লুঠ করিতে আসেন। জগৎ প্রভৃতি তাঁহার দলে যোগ দিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজদ্রোহে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁহারা সম্পত্তি হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

সভাসিংহের বিদ্রোহের কাল ইংরাজী ১৬৯৫। পর বৎসর বিদ্রোহীরা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে। তদবধি দুই বৎসর কাল বিদ্রোহীরা বাঙ্গালার দক্ষিণপশ্চিমাংশ দখলে রাখিয়াছিল। ১৬৯৮ সুলতান আজিমউসশান দিল্লী হইতে ঔরংজেব বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। সবিতা রায়ের জমিদারী প্রাপ্তির প্রায় শত বৎসর পরেই এই ঘটনা। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় জগৎ কালু প্রভৃতির পুত্রাদির নাম নাই। সম্ভবতঃ এই পঞ্জিকা এই বিদ্রোহ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই লিখিত।

জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণের পাঁচ পুত্র; চাঁদ, অভিরাম, গন্ধর্ব্ব, অর্জ্জুন, প্রতাপ। ইঁহাদেরও সন্তানাদির নাম নাই।

উত্তমের বংশে কামদেব, প্রসাদ ও হরিশ্চন্দ্রের পুত্রাদির উল্লেখ নাই। বলরামের পুত্র কেশব, নরসিংহ ও রূপ। কেশবের পুত্র তারাচন্দ্রের নাম ৺হরিশ্চন্দ্র দুবের পুঁথিতে উল্লিখিত হইয়াছে। রাম রায়ের পুত্র বিক্রম ও পর্ব্বত।

ভীমের পুত্র সন্তোষ রায়ের নাম সবিতার বংশে বিখ্যাত। সন্তোষ রায় অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১২০৮ সালের নাখেরাজের

তারদাদ মধ্যে সন্তোষের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখা যায়। সন্তোষের নাম ও স্মৃতি ফতেসিংহ মধ্যে অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

সন্তোষের তিন পত্নী ছিল। জ্যেষ্ঠ পত্নীর স্বামিসমক্ষে মৃত্যু হয়। সন্তোষের ছয় পুত্র; রঘুনাথ, বনমালী, গোপাল, মনোহর, রাজারাম, ভবানন্দ। ইঁহাদের প্রত্যেকের নামানুসারে গ্রাম বিদ্যমান আছে।

ইঁহারা সকলেই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সন্তোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রায় দিল্লী হইতে সম্পত্তির ফরমাণ আনিয়া পিতার আনন্দবর্দ্ধন করেন। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার এই উক্তি দেখিয়া মনে হয়, সবিতার বংশীয়েরা সকলেই এই সময়ে সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন। জয়রামবংশীয় জগৎ রায় প্রভৃতির রাজদ্রোহে যোগ দেওয়াই এই অধিকার-চ্যুতির কারণ। সম্পত্তি এইরূপে বাজেয়াপ্ত হইলে রঘুনাথ রায় দিল্লী গিয়া উহার পুনরুদ্ধার করিয়া আনেন।

রঘুনাথ রায় পঞ্চকূটের রাজাকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক খণ্ড হীরক উপঢৌকন স্বরূপ আনেন। পঞ্চকূট বা পাঁচেট বাঁকুড়ার অন্তর্গত। পঞ্চকূটের সহিত ফতেসিংহের বিবাদের অন্য কোন জনশ্রুতি বর্ত্তমান নাই।

সন্তোষের ছয় পুত্র; ইঁহাদের মধ্যে পাঁচ জনকে পঞ্জিকাকার "পাঁচবাবু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ পাঁচ জন তাহা লিখেন নাই। পাঁচ বাবুর খ্যাতি ফতেসিংহে বিখ্যাত। সবিতা ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ফতেসিংহের জমীদার পাঁচবাবুর খ্যাতি সকলেই জানে। সবিতার বংশধরেরা সকলেই পাঁচবাবুর গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত।

রঘুনাথের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামেশ্বর; বনমালীর পুত্র বিশ্বেশ্বর ও ইন্দ্রমণি; গোপালের পুত্র জীত রায়; মনোহরের পুত্র রত্নেশ্বর।

এই রত্নেশ্বরের সহিত পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার বিবরণ শেষ হইয়াছে। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। তখনও সন্তোষ ও তাঁহার পুত্রেরা জীবিত ছিলেন। সন্তোষের পৌত্রদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে রত্নেশ্বর পর্য্যন্ত তখন বয়স্ক হইয়াছেন। সন্তোষের পিতা ভীম রায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন, সন্তোষ অষ্টাদশ

শতাব্দীর আরম্ভেও জীবিত ছিলেন, সুতরাং তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, অনুমান হয়।

এই থানে পঞ্জিকার বিবরণ শেষ। তৎপরবর্ত্তী ইতিহাসের জন্য অন্য উপাদানের সাহায্য লইতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের মৃত্যুর পর সময়ের দুই থানি প্রাচীন ফয়শালা পাওয়া গিয়াছে ; তাহা হইতে পঞ্জিকার পরবর্ত্তী শতবৎসরের ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে পারা যায়।

সন্তোষের পৌত্র ও মনোহরের পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্রের নাম আনন্দচন্দ্র রায়। ইনি মুর্শিদকুলি খাঁ ওরফে জাফর খাঁ নবাবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বাদশাহ ফরোখ শের আনন্দচন্দ্রের সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতি ফতেসিংহ সংক্রান্ত আদেশ পত্র যে সকল দিয়াছিলেন তাহার দুই এক থানা এখনও বর্ত্তমান আছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ সুলতান আজিমউসশানের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা। ইনি সুলতানের সহিত বিবাদ করিয়া ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া মুর্শিদাবাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় দেওয়ানী ও নাজিমী পদ একত্র হইয়া শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তিনি বাঙ্গালার সমুদয় জমীদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া পুনরায় নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করেন।

ফতে সিংহের ষোল আনা আনন্দচন্দ্র রায়ের হস্তে আসিয়াছিল। কিরূপে ষোল আনা অংশ তাঁহার হস্তে আইসে বলা কঠিন। অন্যতর ফয়শালায় উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বে জয়রামের বংশে ছয় আনা, উত্তরের বংশে পাঁচ আনা ও ভীমের বংশে পাঁচ আনা সম্পত্তি ছিল। উত্তরের বংশ সম্ভবতঃ লোপ পাওয়ায় সেই পাঁচ আনা ভীমের বংশধরেরা পাইয়াছিলেন। জয়রামের বংশধরগণ সভাসিংহের বিদ্রোহে যোগ দিয়া সম্পত্তিচ্যুত হয়েন। এই বিদ্রোহের পর সম্ভবতঃ সমস্ত সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। সন্তোষের পুত্র রঘুনাথ দিল্লী গিয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া আনেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার জমিদারগণের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হয়। সেই সময়ে রত্নেশ্বরের পুত্র আনন্দচন্দ্রের হস্তে এক লক্ষ আট হাজার টাকা রাজস্ব বন্দোবস্তে ষোল আনা ফতেসিংহ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ১১২৪ সালে আনন্দচন্দ্রের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। তিনি

পত্নী, মাতা ও পিতামহী রাখিয়া পরলোকে যান। তাঁহার সময়ে সবিতারায়ের বিশাল বংশতরু প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ধারিকের বংশধর উদয়চন্দ্রের পুত্র কিষণরাম, কিষণ রামের পুত্র বৈদ্যনাথ; এই বৈদ্যনাথ আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সময় বর্ত্তমান ছিলেন। বৈদ্যনাথের এক ভ্রাতা দীননাথের নাম ফয়শালায় পাওয়া যায়। তাঁহার বিধবা পত্নী আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সময় বর্ত্তমান ছিলেন। উদয়চন্দ্রের দুই ভাই ছিল, এবং সেই ভাইয়ের বংশীয়েরাও মাধুনিয়ায় বাস করিতেন। জয়রামের বংশে জগৎ, কালু প্রভৃতির তখন মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের বংশীয় নয়নসুখ রায় ও নারায়ণ রায়ের তখন অল্প বয়স। নয়নসুখের ও নারায়ণের পিতা সম্ভবতঃ জগৎ রায়। মহাদেবের বংশীয়েরা কল্যাণপুরে বাস করিতেছিলেন। উত্তর রায়ের বংশে তখন কেহই ছিল না। সন্তোষ রায়ের ছয় পুত্রের মধ্যে এক বনমালী রায়ের দৌহিত্রের উল্লেখ পরবর্ত্তী কালে পাওয়া যায়। এই দৌহিত্রের নাম মঙ্গল পাঁড়ে।

যাহাই হউক আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সময় ধারিকের বংশধর বৈদ্যনাথ ব্যতীত সবিতার বংশে আর কোন সমর্থ পুরুষ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ছিল না। গৌতমগোত্রীয় পরশুরাম চৌধুরীর পুত্র সূর্য্যমণি চৌধুরী বৈদ্যনাথের ভগিনী রাজেশ্বরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি আনন্দচন্দ্রের মুন্সী ও প্রধান কর্ম্ম-চারী ছিলেন। আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল তিনি আনন্দচন্দ্রের বিধবা পত্নীর পক্ষ হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিয়া রাজস্বাদি প্রদান করিতেন। ১১২৬ সালে ইঁহার মতি বিপর্য্যয় ঘটিল। সেই বৎসর তিনি নবাব দরবারে তদ্বির করিয়া স্বয়ং সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন।

এই ঘটনা হইতে ফতেসিংহের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ। সূর্য্যমণি বাঘডাঙ্গা বংশের স্থাপনকর্ত্তা। সূর্য্যমণি চৌধুরী সম্পত্তি অধিকার করিয়া সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি ও দলীলাদি হস্তগত করিলেন। সবিতা রায়ের বংশীয় বৈদ্যনাথ তাঁহার ভগিনীপতির এই কার্য্যে আপত্তি করেন নাই; সম্ভবতঃ তাঁহার আপত্তি করিবার শক্তিও ছিল না। এ সময়েও বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ।

কয়েক বৎসর পরে সূর্য্যমণির জমিদারী মধ্যে অন্য কোন জমীদারের প্রেরিত রাজস্ব দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। সূর্য্যমণি চৌধুরী দস্যুদিগকে ধরিয়া

দিতে পারেন নাই। নবাব সেই জন্য তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পলাশী পরগণা ফতেসিংহ হইতে খারিজ হওয়া সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে, সম্ভবতঃ তাহার মূল এই। পলাশী পরগণা অতঃপর নদীয়া রাজ্য-ভুক্ত হয়।

সূর্য্যমণি চৌধুরীর মৃত্যু কালে তাঁহার শিশু পুত্র হরিপ্রসাদ বর্ত্তমান। হরিপ্রসাদ বৈদ্যনাথের ভাগিনেয়। সূর্য্যমণি বৈদ্যনাথের হস্তে হরিপ্রসাদকে সমর্পণ করিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি বৈদ্যনাথকে বলেন, হরিপ্রসাদ তোমার ভাগিনেয়, এবং সেইজন্য সবিতা রায়েরও বংশধর। হরিপ্রসাদকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম ; হরিপ্রসাদের যেন অন্ন কষ্ট না হয়।

বৈদ্যনাথের তখনও পুত্র হয় নাই। তিনি হরিপ্রসাদের প্রতিপালক স্বরূপে সূর্য্যমণির শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন ; পরে যত্ন করিয়া হরিপ্রসাদের নামে সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

১১৫১ সাল পর্য্যন্ত হরিপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। সূর্য্যমণির মৃত্যুর পর হইতে ১১৫১ সাল পর্য্যন্ত বৈদ্যনাথও তাঁহার পক্ষে সম্পত্তির রক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। সূর্য্যমণির মৃত্যুকালীন অনুরোধ তিনি হরিপ্রসাদের জীবৎকালে বিস্মৃত হয়েন নাই।

১১৩৮ সালে বনমালী রায়ের দৌহিত্র মঙ্গল পাঁড়ে (বিকল পাঁড়ে ?) কয়েক মাসের জন্য ফতেসিংহ হস্তগত করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের চেষ্টায় সম্পত্তি পুনরায় হরিপ্রসাদের হয়।

১১৪৮ সালে বিখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহাবৎ জঙ্গ। রঘুজী ভোঁসলে কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। পশ্চিম বঙ্গ ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত অরাজক হইল। ১১৪৯ সালের বর্ষার পূর্ব্বেই মরাঠারা ভাগীরথীর ওপারে পলাশী ও দাদপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। ফতেসিংহের অধিবাসীরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। বর্ষার পর আলিবর্দ্দি ভাস্করকে বাঙ্গালা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বৎসর শেষ না হইতেই রঘুজী স্বয়ং বীরভূমের পথে এবং পুনা হইতে বালাজী পেশোয়া বেহারের পথে বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। বালাজী নবাবের অর্থে

বশীভূত হইয়া রঘুজীকে বাঙ্গালা ত্যাগে বাধ্য করিলেন। পর বৎসর ভাস্কর পণ্ডিত আবার আসিলেন। এবার নিরুপায় আলিবর্দ্দি তাঁহাকে কাটোয়ার নিকটে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন শিবিরমধ্যে হত্যা করিলেন। আলিবর্দ্দির প্রিয় পাঠান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ এই হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন।

বর্গীর যুদ্ধে ও অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য জন্য এই মুস্তাফা খাঁ নবাবের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। মুস্তাফা খাঁর সাহায্যে ফতেসিংহের নয়নসুখ রায় ও নারায়ণ রায় কিছু দিনের জন্য ফতেসিংহ পরগণা হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন। ইঁহারা জগৎ রায়ের বংশধর; আনন্দচন্দ্রের জীবৎকালে ইঁহারা নাবালক অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু ইহাদের সৌভাগ্য অধিক দিন থাকিল না। মুস্তাফা খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত আবদারও বাড়িতে লাগিল। শেষে নবাব তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ১১৫১ সালে মুস্তাফা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হইয়া রাজমহল লুঠ করিলেন ও পরে বেহারে গিয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন।

নয়নসুখও সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া রাজস্ব বাকী ফেলিতে লাগিলেন। তিনি রাজবিদ্রোহী জগৎ রায়ের বংশধর, একথাও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন বৈদ্যনাথের যত্নে হরিপ্রসাদ রায় তাঁহার হস্ত হইতে সম্পত্তি পুনরধিকার করিলেন।

কিন্তু হরিপ্রসাদ আর সম্পত্তি ভোগে অবসর পাইলেন না। কয়েকদিন মধ্যেই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

মুস্তাফা খাঁর আহ্বানে বর্গীরা আবার আসিয়াছিল। হরিপ্রসাদের মাতা ও পত্নী পার্ব্বতী এই সময়ে বর্গীর ভয়ে পলাইয়া গঙ্গার ও পারে বাস করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে হরিপ্রসাদের বয়স ২২।২৩ বৎসর, পার্ব্বতীর বয়স ১৬।১৭ মাত্র ছিল।

বৈদ্যনাথের পুত্র নীলকণ্ঠের ইহার পূর্ব্বেই জন্ম হইয়াছিল। পুত্রের জন্মের পরও তিনি ভাগিনেয়কে পরিত্যাগ করেন নাই। হরিপ্রসাদের মৃত্যুর পর নবাবের মুৎসুদ্দী রায়রায়াঁ চায়েন রায়ের সহায়তায় তিনি পুত্র নীলকণ্ঠকে সম্পত্তির অধিকারী করিলেন। ১১২৬ হইতে ১১৫১ সাল পর্য্যন্ত ফতেসিংহ পুণ্ডরীকবংশধরগণের হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গৌতমগোত্রীয়ের হস্তে

পড়িয়াছিল। ১১৫১ সালে পুনরায় পুণ্ডরীকগোত্রজ নীলকণ্ঠের হস্তে আসিল।

নীলকণ্ঠ বাকী রাজস্ব ও নজরাণা প্রভৃতি পরিশোধ করিয়া ফতেসিংহ অধিকার করিলেন। নীলকণ্ঠের এক ভ্রাতার নাম পরে উল্লিখিত দেখা যায়। তাঁহার এই ভ্রাতা জগন্নাথের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর সম্পত্তির দাবি করিয়া নালিশ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠের জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রাতা সম্পত্তিতে অধিকার পান নাই।

নীলকণ্ঠ হরিপ্রসাদের বিধবা পত্নী পার্ব্বতীকে সম্মানসহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই।

নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে নীলকণ্ঠ বাদসাহকে নজর দিয়া রাজা উপাধি পাইলেন। রাজা উপাধির সনন্দ জেমোর রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে।

নীলকণ্ঠ রায়ের সম্পত্তি অধিকারের পরেও নয়নসুখ রায় সম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রায়রায়াঁ চায়েন রায়ের সাহায্যে নীলকণ্ঠ নয়নসুখ ও নারায়ণ উভয় ভ্রাতাকেই কারাবদ্ধ করেন। নারায়ণের সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়। নয়নসুখ আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট পুনরায় অভিযোগ আনেন; সেই সময়ে নবাব বর্গী লইয়া বিব্রত। অভিযোগে কোন ফল হয় নাই।

নয়নসুখ নবাব মীরকাসিমের সময় আর একবার সম্পত্তি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেবারও নবাবের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধায় কোন ফল হয় নাই।

হরিপ্রসাদ রায়ের পত্নী পার্ব্বতী এতদিন নীলকণ্ঠের প্রদত্ত বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ১১৭২ সালে তিনি আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়াছে; মীরকাশিমের পরাভবের পর ইংরাজেরা ১৮৬৫ সালে দেওয়ানী পাইয়াছেন। পার্ব্বতী কাশীমবাজারের বিখ্যাত কান্ত বাবুর সাহায্যে নীলকণ্ঠের হস্ত হইতে সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন। রাজা নীলকণ্ঠ রায় মুর্শিদাবাদে কারাবদ্ধ হইয়া থাকিলেন। ১১৭৫ পর্য্যন্ত রাণী পার্ব্বতী সমগ্র সম্পত্তি দখল করেন।

১১৭৪ সালের আষাঢ় মাসে রাণী পার্ব্বতী বাঘডাঙ্গায় আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার দত্তক পুত্র ও তাঁহার ভ্রাতা ত্রিলোচন রায়ের ঔরস পুত্র কালীশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। কর্ম্মচারিগণ উভয়কে নজরাদি দিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে কালীশঙ্করের সমারোহ সহকারে যজ্ঞোপবীত হইল। জ্ঞাতিগোষ্ঠীভুক্ত বিশ্বনাথ চৌধুরী নান্দীশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। ১১৭৯ সালে মণ্ডলপুরের রামসুন্দর রায়ের ভগিনী রাজমণি দেবীর সহিত কালীশঙ্করের বিবাহ হইল।

১১৭৫ সালে নীলকণ্ঠ কারামুক্ত হইয়া কলিকাতায় উকীল পাঠাইলেন। সেখানে লর্ড ক্লাইবের নিকট অভিযোগ করিয়া মুর্শিদাবাদের কর্ম্মচারীর নামে এক পরোয়াণা আনিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ম্মচারী কোন বিচার করিলেন না। তৎপরে নীলকণ্ঠ মুর্শিদাবাদে পুনরায় অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভি-যোগের ফলে ফতেসিংহের জমিদারী দুই সমান অংশে বিভক্ত হইয়া রাজা নীলকণ্ঠ ও রাণী পার্ব্বতীকে অর্পিত হয়। প্রথিতনামা কান্দির দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও কাশীমবাজারের কান্তবাবু এই উপলক্ষে ফতেসিংহের কিয়দংশ উভয় পক্ষের নিকট মধ্যস্থতার বেতন স্বরূপ গ্রহণ করেন। গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের অংশ রাধাবল্লভপুর ও কান্ত বাবুর অংশ কান্তনগর আখ্যা পাইয়া পৃথক্ পরগণা বলিয়া গণ্য হইল।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালার বিখ্যাত মন্বন্তর। এই সময় হইতে ফতেসিংহ জমীদারী দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জেমো ও বাঘডাঙ্গা দুই খণ্ডের সৃষ্টি করিল। জেমো বাঘডাঙ্গার জমীদারী বিভাগ এইরূপে সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু জেমো বাঘডাঙ্গার বিবাদ মিটিতে আরও বহু বৎসর লাগিয়াছিল।

এই ঘটনার পর নয়নসুখ রায় সম্পত্তি পাইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। হেষ্টিংস চেৎ সিংহের দমনে বারাণসী যাত্রা করায় সেবারও কোন ফল হইল না।

রাজা নীলকণ্ঠ রায় ১১৫১ হইতে ১১৭২ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে সম্পত্তি অধিকার করেন। ১১৭২ হইতে ১১৭৫ পর্য্যন্ত রাণী পার্ব্বতীর অধিকার। নীলকণ্ঠ রায় তখন কারাবদ্ধ। ১১৭৬ সালের পর ফতেসিংহ পরগণা দ্বিখণ্ডিত হইয়া অর্দ্ধেক অংশ নীলকণ্ঠের ও অর্দ্ধেক রাণী পার্ব্বতীর অধিকারভুক্ত হয়। রাজা

নীলকণ্ঠ জেমোর বাটীতে ও রাণী পার্ব্বতী বাঘডাঙ্গার বাটীতে বাস করিতেন। তদবধি জেমো ও বাঘডাঙ্গা পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী তিন পুরুষ ধরিয়া জেমোর বাটী ও বাঘডাঙ্গার বাটীর পরস্পর রেষারেষি ও বিবাদ চলিয়াছিল। ইহার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ত ঘটনার মধ্যে ছিল।

রাজা নীলকণ্ঠ ও রাণী পার্ব্বতীর নাম ফতেসিংহের লোকে অদ্যাপি বিস্মৃত হয় নাই। উভয়েই মুক্ত হস্তে ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। রাজা নীলকণ্ঠ জেমোর বাটীতে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা ও গণেশাদি পঞ্চ দেবতার ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; রাণী পার্ব্বতী বাঘডাঙ্গার বাটীতে সিংহবাহিনীর ধাতুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ঐ সকল বিগ্রহের যথাবিধানে সেবা চলিয়া আসিতেছে। রাজা নীলকণ্ঠ আপন আত্মীয় স্বজনগণের নামে নানা স্থানে অনেকগুলি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবার জন্য ভূমি দান করিয়া যান। ঐ সকল শিবালয়ের অধিকাংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

দেবতাব্রাহ্মণের সেবায় যশোলাভ করিয়া রাজা নীলকণ্ঠ ১১৯৭ সালের ১লা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র শিতিকণ্ঠ রায় পত্নী তারা দেবীকে রাখিয়া তৎপূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ নামক দুইটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বয়স তখন তের বৎসর ও রুদ্র নারায়ণের বয়স দশ বৎসর মাত্র। মৃত্যুকালে তিনি সীতারাম ত্রিবেদী ও গদাধর ত্রিবেদী নামক দুইজন আত্মীয়কে পুত্রগণের ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া যান।

এই সীতারাম ত্রিবেদী ও গদাধর ত্রিবেদী তৎকালে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। গর্গগোত্রোদ্ভব সীতারাম ত্রিবেদীর পিতার নাম রূপচন্দ্র ত্রিবেদী। সীতারাম ত্রিবেদী প্রথমে রাজা নীলকণ্ঠের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই কন্যার মৃত্যু হইলে তিনি গদাধর ত্রিবেদীর ভগিনীকে বিবাহ করেন। সীতারাম বাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাবান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আপন ক্ষমতায় তিনি যথেষ্ট ভূমিসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সীতারামের বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বদা সরল পথে চালিত হইত না। এই জন্য তাঁহার শত্রুরও অভাব ছিল না। প্রসিদ্ধি আছে রাজা নীলকণ্ঠ একবার কোন গুরুতর অভিযোগে মুর্শিদাবাদে বিচারার্থ আবদ্ধ হয়েন। বিচারে

টেঁয়ার বাটী

মনোহররাম
হৃদয়রাম
দয়ারাম
গদাধর
বৈদ্যনাথ
বিশ্বনাথ
রাম নারায়ণ
বলভদ্র
(দত্তক)
নবকিশোর
বলভদ্র
রাজকিশোর
(দত্তক)
নন্দকিশোর
রাজকিশোর
মধুসূদন
রাধামাধব
পরেশনাথ
হরিশ্চন্দ্র
কৃষ্ণসুন্দর
ব্রজসুন্দর
বেণীমাধব
ফেলুচন্দ্র
বিনোদবিহারী
বিপিনবিহারী
চন্দ্রশেখর
প্রসন্নকুমার
বসন্তকুমার
মুকুন্দকুমার
গোবিন্দসুন্দর
উপেন্দ্রসুন্দর
সাতকড়ি
নৃসিংহপ্রসাদ
বিরজাভূষণ
শশিভূষণ
কালীপদ
নিকুঞ্জবিহারী
শশধর
নীলকমল
রামেন্দ্রসুন্দর
দুর্গাদাস
অভয়াপদ
বিষ্ণুপদ
দুর্গাপদ
পুলিনবিহারী
উমাপদ
রামরঞ্জন
কাটু
রামকিঙ্কর
রামপদ
রামরূপ
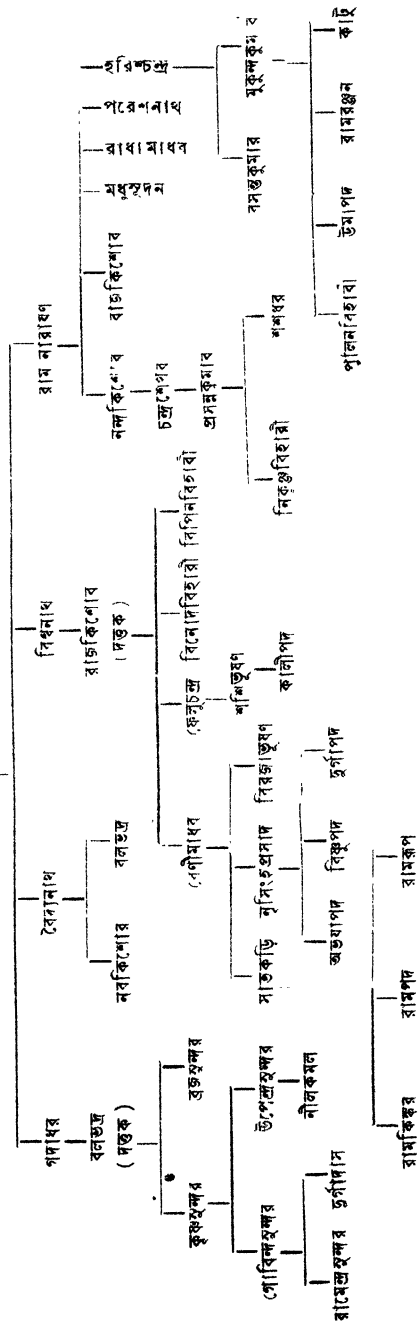
তাঁহার গুরুতর দণ্ডের সম্ভাবনা ছিল; তখন সীতারাম তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন। নীলকণ্ঠ সীতারামের শরণাগত হইলে সীতারাম রাতারাতি কৌশল ক্রমে আদালতের রেকর্ডগৃহে প্রবেশলাভ করিয়া নথী বদলাইয়া আসেন ও নীলকণ্ঠ রায় দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান। সীতারামের ক্ষমতার ও বুদ্ধিমত্তার সম্বন্ধে এইরূপ নানা গল্প শুনা যায়। গদাধর ত্রিবেদীর নিবাস জেমো হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে টেঁয়া গ্রাম। তাঁহার পিতা বন্দুলগোত্রজ দয়ারাম, পিতামহ হৃদয়রাম, প্রপিতামহ মনোহররাম। মনোহররাম অথবা হৃদয়রাম প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসেন। গদাধর দিনাজপুরে ব্যবসায় দ্বারা ও মহাজনী কারবার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জেমোর রাজবাটীর কর্ম্মাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি জেমোতে প্রায় বাস করিতেন।

বাঘডাঙ্গার রাণী পার্ব্বতী তাঁহার ভ্রাতা ত্রিলোচন রায়ের পুত্র কালী-শঙ্করকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী হরিপ্রসাদ রায় মৃত্যু-কালে দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র দিয়া গিয়াছিলেন এইরূপ প্রচার ছিল। রাজা নীলকণ্ঠ এই দত্তক গ্রহণে আপত্তি করিয়া আদালতে ১১৯৬ সালে নালিশ উপস্থিত করেন। এই দত্তক অসিদ্ধ হইলে রাণী পার্ব্বতীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি রাজা নীলকণ্ঠের বা তাঁহার ওয়ারিশের অধিকারে আসিবার সম্ভাবনা ছিল। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই নীলকণ্ঠের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর নাবালক লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের পক্ষ হইতে গদাধর ও সীতারাম মোকদ্দমা চালান। বিচারে কালীশঙ্করের দত্তকত্ব সিদ্ধ হয়। সেই মোকদ্দমার যে সম্পূর্ণ ফয়শালা বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতেই পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তি-পঞ্জিকার পরবর্ত্তী কালের ফতেসিংহের ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। এই সময়েই অর্থাৎ রাজা নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর ফতেসিংহের সম্পত্তি লইয়া আরও দুইটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

পুণ্ডরীকগোত্রজ নয়নসুখ রায়ের পুত্র মাণিকচন্দ্র রায় ও নারায়ণ রায়ের পুত্র শম্ভুনাথ রায় জয়রাম রায়ের উত্তরাধিকারী বলিয়া সমগ্র ফতেসিংহের জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমায় রাণী পার্ব্বতী, রুদ্রনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিবাদী ছিলেন। নীলকণ্ঠের ভ্রাতা জগন্নাথের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ রায় নীলকণ্ঠের অংশ অর্থাৎ জেমোর অংশের দাবী করিয়া দ্বিতীয় মোকদ্দমা

স্থাপন করিয়াছিলেন। সীতারাম ও গদাধরও নাবালকগণের অভিভাবক স্বরূপে এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী ছিলেন। উভয় মোকদ্দমাই ডিসমিস হইয়া যায়।

অল্পদিন পরে ১২০২ সাল মধ্যে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ একাকী জেমোর সম্পত্তির অধিকারী হন। লক্ষ্মীনারায়ণ দাদপুর রমণানিবাসী সাঙ্কৃতিগোত্রীয় ক্ষীরধর রায়ের ঔরস পুত্র ছিলেন; দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল নন্দকুমার।

লক্ষ্মীনারায়ণের সমকালে বাঘডাঙ্গার কালীশঙ্কর রায়ের পুত্র পরমানন্দ রায় বর্ত্তমান ছিলেন। ১২০১ সালে পরমানন্দ রায়ের জন্ম হয়। পরমানন্দ রায় পবন বাবু নামে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। পবন বাবু অত্যন্ত দুদ্দান্ত লোক ছিলেন। পবন বাবুর ভয়ে ঐ অঞ্চলের লোক সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিত। তিনি সশরীরে দস্যুদলের নেতা হইয়া ডাকাতি করিতে বহির্গত হইতেন। এইরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া সমস্ত সম্পত্তি নশীপুরের রাজা উদমন্ত সিংহের নিকট ঋণ দায়ে আবদ্ধ রাখিয়া পবন বাবু ১২২৭ সালের আষাঢ় মাসে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

জেমোর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অতি নিরীহপ্রকৃতি লোক ছিলেন। পবন বাবুর ভয়ে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। মিষ্টালাপ ও স্বজন প্রতিপালনের জন্য তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছিল। আপনার গ্রামের দরিদ্র প্রজাগণের ঘরে ঘরে গিয়া তিনি সংবাদ লইতেন। রাস্তার বাহির হইলে ছোট ছোট ছেলের দল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; তিনি তাহাদের সহিত পরিহাস আমোদ করিতেন। ১২০৯ সালের ৫ই কার্ত্তিক তাঁহার কালীনারায়ণ নামে এক পুত্র ও ১২১৫ সালের ৫ই পৌষ তারিখে দয়াময়ী নামে এক কন্যা জন্মে।

উল্লিখিত গদাধর ত্রিবেদী চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। অপর তিন ভ্রাতার নাম বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। গদাধর ত্রিবেদীর পত্নী অম্বিকা দেবীর গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই। বৈদ্যনাথের পত্নী ত্রিপুরা দেবীর দুই পুত্র; নবকিশোর জন্মকাল ১১৯৮; ও বলভদ্র জন্মকাল ১২০৫। বিশ্বনাথেরও পুত্র ছিল না। রামনারায়ণের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাজকিশোর ও নন্দকিশোর নামক দুই পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে আরও কতিপয় পুত্র

কন্যা জন্মে। গদাধর ত্রিবেদী নবকিশোরের পুত্র বলভদ্রকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেন ও আপন উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। গদাধরের উপার্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহারা চারি ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী থাকিয়া সমান অংশে বিভাগ করিয়া লন।

গদাধরের পুত্ররূপে স্বীকৃত বলভদ্র ত্রিবেদীর সহিত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ আপন কন্যা দয়াময়ীর বিবাহ দেন। শ্বশুরপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও বাটী পাইয়া বলভদ্র টেঁয়া হইতে জেমোতে আসিয়া বাস করেন। এইরূপে জেমো "নূতনবাটীর" স্থাপনা হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কালীনারায়ণ অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শরীরে অসামান্য শক্তি ছিল। ভগিনীপতি বলভদ্রের সহিত তাঁহার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। বলভদ্রও শারীরিক শক্তিতে নিতান্ত ন্যূন ছিলেন না। উভয়ের বিক্রম সম্বন্ধে অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। পত্নী জগদম্বা দেবী ও শিশুপুত্র মহীন্দ্রনারায়ণকে রাখিয়া কালীনারায়ণ চব্বিশ বৎসর বয়সে পিতামাতার সমক্ষে লোকান্তরিত হন।

১৩০৩ সালে আষাঢ় মাসে সীতারাম ত্রিবেদীর পুত্র হরচন্দ্রের জন্ম হয়। ছয় দিন পরে সূতিকা গৃহে হরচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হয়। ১২০৭ সালে সীতারাম ত্রিবেদী ডিহি মস্তফাপুর খরিদ করেন ও তাহার সাত আনা আত্মীয় গদাধরকে বিক্রয় করিয়া নয় আনা অংশ নিজে রাখেন। ১২১৩ সালের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে কোন সময়ে গদাধরের ভ্রাতা বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয়। বিশ্বনাথের সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। ১২১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সীতারাম ত্রিবেদী শত্রুকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার পরমাত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ লিপ্ত ছিলেন এইরূপ প্রবাদ আছে। তখন তাঁহার পুত্র হরচন্দ্রের বয়স দশ বৎসর মাত্র। হরচন্দ্রের পিতৃশত্রুগণ তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া নাবালকের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তাঁহারা মাতুল গদাধরের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করেন। গদাধরকে মস্তফাপুর হইতে বেদখল করা হয়। গদাধর নালিশ করিয়া আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করেন।

হরচন্দ্র ফকীর বাবু নামে খ্যাত। জেমোর অন্তর্গত ফকীরচক পল্লী,

ফকীর বাবুর পুষ্করিণী, ফকীর বাবুর বাগান, তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। ফকীর বাবু বয়োবৃদ্ধির সহিত নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নানা দোষ ঘটিল। সময়ে সময়ে পাগলের মত ব্যবহার করিতেন। কিছু দিন পবন বাবুর দেওয়ান হইয়াছিলেন। একবার কল্পতরু সাজিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঁচথুপীনিবাসী ভুবনেশ্বর ঘোষ মল্লিক চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য খ্যাত ছিলেন। সীতারাম বাবু মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার একখানা দাঁত থাকিল, সে এই ভুবন মল্লিক। ভুবন মল্লিক রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের দেওয়ানী করিতেন। তাঁহার বুদ্ধির বলে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ পবন বাবুর দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। ভুবনেশ্বর মল্লিক ফকীর বাবুর সম্পত্তি রক্ষণের ভার লইয়া তাঁহাকে জালবদ্ধ করিয়া ফেলেন। ১২১৭ সালে নিরুপায় হরচন্দ্র মাতুল গদাধরের আশ্রয় প্রার্থী হয়েন। ১২১৯ সালে ভুবনেশ্বর মল্লিকের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য হরচন্দ্রকে নিতান্ত কাতর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বৎসর বৈশাখ মাসে তাঁহার সম্পত্তি মস্তফাপুর মহাদেবনগর ও সদাশিবপুর ৯৩৩৯৶/৮ জমায় ১২২৫ সাল পর্য্যন্ত মেয়াদে কাশীনাথ রাজপেয়ীকে ইজারা বিলি হয়। সেই বৈশাখ মাসেই ফকীর বাবু গদাধর ত্রিবেদীকে আপনার মোক্তার ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১২১৯ সালের মাঘমাসে গদাধর ত্রিবেদীর মৃত্যু হয়। ফকীর বাবুর রক্ষার আর কোন উপায় থাকিল না। মাতুলের শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি সম্পত্তি উড়াইতে লাগিলেন। ১২২৪ সালের পূর্ব্বেই মস্তফাপুরের কিয়দংশ বিক্রয় করিলেন। ১২২৭ সালের ২২শে ভাদ্র তারিখে ফকীর বাবু অনুচর সহ নৌকাযোগে জলবিহারে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে নৌকা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অপমৃত্যুকে দৈবঘটনা বলিয়া রাষ্ট্র করিল। সেই রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হইল। তাঁহার অসহায়া পত্নী ব্রহ্মময়ী পিত্রালয়ে আশ্রয় লইলেন। সীতারাম ত্রিবেদীর অর্জ্জিত স্থাবর অবস্থার সমস্ত সম্পত্তি পরহস্তগত হইল। তাঁহার বাস্তুভিটার চিহ্ন পর্য্যন্ত অল্পদিন হইল লোপ পাইয়াছে।

ব্রহ্মময়ী দেবী আপন ভগিনী ভগবতী দেবীর অন্যতম পুত্র রাধিকাসুন্দরকে পুত্রার্থে গ্রহণ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাধিকাসুন্দরের বংশীয়েরা সীতারামের নাম রক্ষা করিতেছেন।

১২৩৯ সালের ১৩ই চৈত্র তারিখে নৌকাযোগে কাশী যাইবার পথে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণের বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মহীন্দ্রনারায়ণ তেজস্বী ও উদারপ্রকৃতি পুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সংযম ও মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতে পারেন নাই। তিনি সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১২৫৩ সালের চৈত্রমাসে তাঁহার পিতামহী রামমণি দেবীর মৃত্যু হয়। ১২৫৪ সালের ২০শে বৈশাখ বাইশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। মাতা জগদম্বা ও পত্নী বিমলাসুন্দরী ও বামাসুন্দরী বর্ত্তমান থাকিলেন।

১২৪৬ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ বলভদ্র ত্রিবেদীর মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র, কৃষ্ণসুন্দর, ব্রজসুন্দর ও ভুবনসুন্দর, এবং এক কন্যা তিনকড়ি। কনিষ্ঠ পুত্রের ও কন্যার অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র মাতুলানী জগদম্বা দেবীর পুত্রশোক নিবারণের জন্য রহিলেন।

১২৫১ সালের ২রা চৈত্র তারিখে স্বর্গীয় মহীন্দ্রনারায়ণের পত্নীদ্বয় শ্বশ্রূ জগদম্বা দেবীর নির্ব্বাচনমতে জগন্নাথপুরনিবাসী রামধন রায়ের পুত্র ঠাকুরদাসকে দত্তক গ্রহণ করেন। দত্তকগ্রহণান্তর পুত্রের নাম হইল নরেন্দ্রনারায়ণ। পুত্রের দেহসৌষ্ঠবে জগদম্বা দেবী মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে নির্ব্বাচিত পুত্রের চরিত্রসৌন্দর্য্যে জনসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ পুণ্ডরীকবংশের উজ্জ্বলতম প্রদীপ।

কুবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় বালিকা বিমলাসুন্দরী কয়েক বৎসর পরে দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র ও গৃহীত দত্তককে অস্বীকার করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ১২৬৪ সালের ৮ ফাল্গুন উভয় পক্ষের সম্মতিতে মোকদ্দমা মিটিয়া গেল। বিমলাসুন্দরী পিত্রালয় হইতে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের মাতৃত্ব পদবীতে আপনার স্থান গ্রহণ করিলেন। পরবর্ত্তী কালে মাতৃপক্ষে স্নেহ ও পুত্রপক্ষে ভক্তির অণুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে না পাইয়া লোকে চমৎকৃত হইল। সম্পত্তি কিছু দিন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন থাকিল। নাবালক কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটুটে পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন।

বাঘডাঙ্গার রাজা মহানন্দ রায় নানাগুণসম্পন্ন লোক ছিলেন। পবনবাবুর মৃত্যুর পর তৎপত্নী মহানন্দকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঘডাঙ্গার সমুদয় সম্পত্তি তখন নদীপুররাজের নিকট ঋণদায়ে আবদ্ধ ছিল। নদীপুররাজ সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন। রাজা মহানন্দ রায় পরহস্তগত সম্পত্তির নামে মাত্র অধিকারী হইলেন। তাঁহার স্থিরবুদ্ধির কৌশলে সমগ্র সম্পত্তি ওয়াশীলাত সমেত ফিরিয়া আসিল। জেমোর বাটীর দত্তকবিষয়ক বিবাদের মীমাংসার পর তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া জেমো বাঘডাঙ্গার চিরন্তন বিবাদে চিরশান্তি স্থাপন করিলেন। মিষ্টভাষিতা ও অমায়িকতা গুণে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ও মিতব্যয়িতা গুণে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া রাজা মহানন্দ রায় ১২৭০ সালের ২রা আশ্বিন স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যাসহ বর্তমান রহিলেন।

চরিত্রমাহাত্ম্যে কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী তৎকালে সকলের মাননীয় ছিলেন। ইতরভদ্র সকলকেই তাঁহারা চরিত্রবলে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। জেমোর নূতন বাটী তাঁহাদের জীবদ্দশায় আনন্দকুটীরে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণসুন্দর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোহিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই যশস্বিনী মহিলার গর্ভে মিত্র ও বরুণের তুল্য দুই পুত্র কিছু দিনের জন্য চরণ-সঞ্চারে ধরাপৃষ্ঠ পবিত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরের একমাত্র কন্যা। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তাঁহারি সমগ্র স্নেহ অধিকার করিয়া পুত্রের স্থান পূর্ণ করিয়াছিল।

এই স্থানেই পুণ্ডরীককুলের ইতিহাসে সমাপ্তি দেওয়া যাইতে পারে। পরবর্তী কালের সকল ঘটনাই অত্যন্ত আধুনিক ও স্থানীয় অল্প লোকেরই অপরিজ্ঞাত; তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকার প্রকাশ-কেরও সেই সেই ঘটনা যথোচিত বর্ণনায় ক্ষমতা নাই। কেননা, ইহা আমার আত্মকাহিনী। আপনার কথা লিখিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। দুই চারি কথায় পরিশিষ্টের এই অংশ শেষ করিব।

পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী কাব্যামোদী লোক ছিলেন। মাধবসুলোচনা নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও স্বর্ণসিন্দুরসিংহ বা গৌরলাল সিংহ নামে

একখানি প্রহসন বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। বহুব্যয়ে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত মহাপুরাণ উপপুরাণাদির হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং নিয়মিত রূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃগণকে শুনাইতেন।

১২৬৭ সালের ফাল্গুন মাসে পিতামহদ্বয় সপরিবারে নৌকাযোগে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। মাতুলানী জগদম্বা দেবী তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় ও আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের অনুগমন করেন। পথের অনিয়মে পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর দুরারোগ্য ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ১২৬৮ সালের পৌষে তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন। চৈত্রের ২রা তারিখে ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিল। দয়াময়ী দেবী পুত্রশোকে অন্ধ হইলেন। মধ্যম পিতামহ ব্রজসুন্দর সংসারে প্রায় বীতস্পৃহ হইয়া শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্ম্মচর্চ্চায় কথঞ্চিৎ ছয় বৎসর অতিবাহন করিয়া ১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে ২৩শে তারিখে বৃদ্ধ অন্ধ জননীর সম্মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করিলেন।

কিছু পূর্ব্বে লালগোলার শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাও সাহেবের সহিত স্বর্গীয় রাজা মহানন্দ রায়ের তৃতীয়া কন্যার বিবাহ মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়।

আমাদের পরিবার মধ্যে পিতৃব্যকে পিতৃসম্বোধনে আহ্বানের রীতি আছে। নরেন্দ্রনারায়ণ, গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরকে লোকে তিন সহোদরস্বরূপে জানিত। আমিও জন্মাবধি তিন বাবা জানিতাম। নরেন্দ্রনারায়ণ জ্যেষ্ঠতাত বড় বাবা; পিতা বাবা; খুল্লতাত ছোট বাবা।

বৎসর দুই পরে জেমোর রাজবাটীতে পাঠশালা স্থাপিত হয়। ছাত্রেরা এখানে বিনা বেতনে পড়িতে পায়। বৎসর বৎসর পাঠশালার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে উৎসব হইত। হার্ডিঞ্জ সাহেবের সময়ে স্থাপিত কান্দি মডেল স্কুলের গবর্ণমেণ্টদত্ত সাহায্য ব্যতীত অবশিষ্ট ব্যয়ের ও তত্ত্বাবধানের ভার বড় বাবার হস্তে পড়িয়াছিল। দুই স্কুলের একত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও একত্র পুরস্কার বিতরণ হইত। মডেল স্কুল এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু জেমো পাঠশালা উহার প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে নরেন্দ্রনারায়ণ স্কুল নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার উইলে নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির আয় হইতে অদ্যাপি তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

১২৭৭ সালে ফাল্গুন মাসে রাজবাটীতে বিবাহোৎসব। জ্যেষ্ঠ কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ।

১২৭৯ সালের ১১ই ভাদ্র রাণী জগদম্বা দেবী স্বর্গারোহণ করেন। সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

এই সময়ে রাজবাটীতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণের প্রথম বন্দোবস্ত হয়। ছোট বাবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিবিধ চিকিৎসার পর ডাক্তার স্থালজায়ের চিকিৎসায় পীড়া কতকটা উপশম হওয়ায় ছোট বাবার হোমিওপ্যাথিতে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তদবধি প্রত্যহ শতাধিক রোগীকে ঔষধ বিতরণ তাঁহার করুণাকোমল পরদুঃখকাতর জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল। পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা তেমন আর কেহ দেখিবে না। তাঁহার অন্তঃকরণ বালকের ন্যায় সরল ও কোমল ছিল। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রতিভা চন্দ্রমার ন্যায় পূতরশ্মি বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক সুধাসিক্ত করিত। সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের রশ্মিরাশিতে যে এক বার অবগাহন করিয়াছে, আজীবন সে তাহা ভুলিবে না।

সংস্কৃত শ্লোক রচনায় ছোট বাবার অসামান্য পটুতা ছিল। দ্রুতগতিতে মধুর পদবিন্যাস করিয়া বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিতেন। স্বাস্থ্যাভাবে স্কুল পরিত্যাগে বাধ্য হওয়ার পরেও সংস্কৃত শিক্ষায় পরীক্ষার্থীর ন্যায় আগ্রহ ছিল। শেক্সপীয়ারের Pericles Prince of Tyre অবলম্বন করিয়া একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করেন।

১২৮৩ সালে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ম্যাকেঞ্জি (উত্তর কালে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার্ আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি) সাহেবের তীব্র অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া, বাবার ও বড় বাবার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উৎকট পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। কান্দি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশৃঙ্খলার জন্য প্রতিবাদে ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠেন। উভয় পক্ষ হইতে উত্তর প্রত্যুত্তরে গরম গরম চিঠি চলিতে লাগিল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব বাবাকে শাস্তির ভয় দেখাইলেন। শেষ পর্য্যন্ত ডিস্পেন্সারির বিশৃঙ্খলা প্রতিপন্ন হইল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব তখন একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, স্বয়ং ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ

সীতারাম বাবুর বংশপত্রিকা

গর্গগোত্রীয়

রমানাথ ত্রিবেদী

|

প্রাণনাথ

|

নহালচন্দ্র

|

রূপচন্দ্র

|

সীতারাম

[মোহনমোহিনী]

|

হরচন্দ্র (ফকীর বাবু)

[ব্রহ্মময়ী]

|

রাধিকাসুন্দর

(দত্তক

শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী

|

শ্রীযুক্তা চন্দ্রকামিনী	৺অন্নদাপ্রসাদ	শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ
[৺গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী]		

শ্রীযুক্তা চন্দ্রকামিনী ও ৺গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদীর পুত্র:

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর   শ্রীমান্ দুর্গাদাস
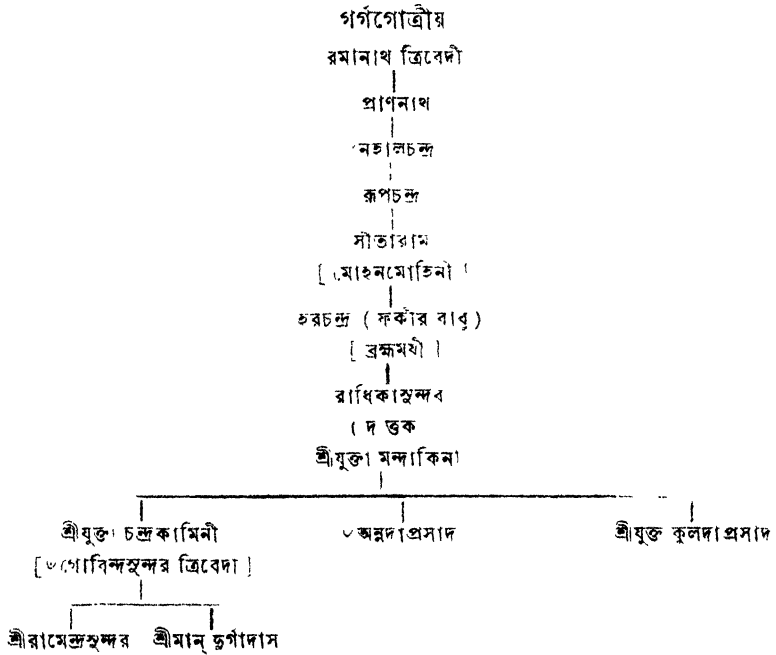
সীতারাম বাবুর মাতামহ বাৎস্য গোত্রীয় প্রাণনাথ, প্রমাতামহ জগবন্ধু, বৃদ্ধপ্রমাতামহ মণিরাম।

গ্রহণ করিলেন ও জেমো পাঠশালায় পরিদর্শন পুস্তকে লিখিয়া গেলেন "বাবু নরেন্দ্রনারায়ণকে স্থানীয় লোকে রাজা বলিয়া থাকে ; তিনি সর্ব্বতোভাবে রাজোপাধির যোগ্য।" কিন্তু উপাধিলালসা "বাবু নরেন্দ্রনারায়ণের" অনম্য মেরুদণ্ডকে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সমীপে অবনত করিতে কখনও সমর্থ হয় নাই। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় তিনি তাঁহার উন্নত মস্তক কখনও অবনত করেন নাই। অথচ স্বাভাবিক সৌজন্য ও বিনয় গুণের আধার হইয়া তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তেজস্বিতায় তিনি সকলের ভীতির আস্পদ ছিলেন, কোমলতায় তিনি সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন। কঠোর ও কোমল গুণের যুগপৎ সমাবেশে তাঁহার মহিমান্বিত চরিত্র সকলের বিস্ময়কর ছিল। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তিনি উৎসাহের সহিত নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন, তাঁহার নেতৃত্ব ব্যতীত স্থানীয় সমাজে কোন সদনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইত না। স্থানীয় সমাজের নেতার পদবীতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি চরিত্রবলে সমাজ শাসন করিতেন। তিনি বর্ত্তমান থাকিতে ইতর ভদ্র বিবাদ মীমাংসার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বোধ করিত না। দুষ্কৃতকারী কোথায় তাঁহার কর্ণগোচর হইবে এই আশঙ্কায় অতি সঙ্গোপনে দুষ্ক্রিয়া সাধনে বাধ্য হইত। তাঁহার চরিত্রবল নীরবে অপরকে সংযত পথে রাখিতে সমর্থ হইত। বিপৎকালে ইতরভদ্র সকলেই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত। সকলেই জানিত আপৎকালে তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ নিষ্ফল হইবে না। সাহায্যপ্রার্থীকে বা ভিক্ষাপ্রার্থীকে কখন তিনি বিমুখ করেন নাই। তাঁহার সৌজন্যের ও মিষ্টবাক্যের অসামান্য বশীকরণশক্তি ছিল। অপরিচিতপূর্ব্ব ব্যক্তি একবার তাঁহার স্পর্শে আসিলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বশীভূত হইয়া যাইত। তাঁহার প্রতিশ্রুতির কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। নীচকর্ম্মে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার পরিবার মধ্যে ও স্বজনগণ মধ্যে তাঁহার আদেশ সম্রাটের আজ্ঞার ন্যায় লঙ্ঘনাতীত ছিল। সেই আদেশ প্রদানের জন্য তাঁহাকে ও আদেশ পালনের জন্য অপরকে কখনও পরিতপ্ত হইতে হয় নাই।

কান্দির মহকুমা কিছুদিন পূর্ব্বে উঠিয়া যাওয়ায় সাধারণের যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছিল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব মহকুমার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রতিশ্রুত

হইয়া স্যর আশলি ইডেনের সেক্রেটারি হইয়া গেলেন। ইডেন সাহেব বহরম-পুর আসিলে তাঁহার নিকট ডেপুটেশন গেল। কান্দির মহকুমা ফিরিয়া আসিল।

১২৮৩ সাল ২৫ মাঘ শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বরাত্রিতে পিতামহী রোহিণী দেবী দেহত্যাগ করিলেন।

১২৮৫ সাল ২২শে ও ২৩শে বৈশাখ রাজবাটীতে ও আমাদের বাটীতে পুত্র-কন্যাগণের বিবাহ। রাজবাটীতে দুই পুত্র ও দুই কন্যার, আমাদের বাটীতে এক পুত্র ও তিন কন্যার বিবাহ। ২৫শে বৈশাখ বৃদ্ধা প্রপিতামহী দয়াময়ী দেবী রোরুদ্যমান বরকন্যার গৃহপ্রবেশের সহকারে ঐহিক ধাম ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

বাবা একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উপন্যাসের নাম দিয়া-ছিলেন বঙ্গবালা। কয়েক ছত্র পয়ারে উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন; তাহার প্রথম কয় ছত্র উদ্ধৃত হইল।

বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না।
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমরঘোষণা॥
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহুদিন বাঙ্গালী সন্তান॥
এবে বঙ্গ জনস্থান নিস্তব্ধ নীরব।
কোন দিকে নাহি আর কোন কলরব॥
রাজনীতি আলোচনা—দুরূহ ভাবনা।
রাজ্যরক্ষা হেতু চিন্তা, সাম্রাজ্য বাসনা॥
এ সকল কষ্টকর কার্য্যে বাঙ্গালীরে।
প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে॥

এই উক্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষ ঘটিত। স্বভাব-প্রদত্ত স্নেহমধুস্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। গণিতে, বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল।

ইংরাজী না জানিয়াও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অসাধারণ ধীশক্তি যথোচিত ফলোৎপাদনে অবকাশ পায় নাই। সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি উপাসনা করিতেন। এই শক্তি যে আধারে অবস্থিত দেখিতেন, তাহার কোন দোষ সহজে তাঁহার চোখে পড়িত না। সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা ও কপটতা ও সঙ্কীর্ণতা ভয়ে তাঁহা হইতে বহুদূরে থাকিত। অসামান্য নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতা তাঁহার বন্ধুগণের নিকট কখন কখন গোঁয়ারতমি বলিয়া প্রতিভাত হইত। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। পারমার্থিক বিষয়ে তিনি নির্গুণ-ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের তুষ্টি বা রুষ্টির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন না। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। আচার বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিয়ম যথাসাধ্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও ব্রতোপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধনায় এদিকে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় আচারবিরোধী নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কখনও নিন্দা করিতেন না। তাঁহাদের কর্ম্মপরতা ও উদ্যম ও স্বদেশানুরাগ তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিত। তিনি কস্মিন্‌কালে কাহারও নিন্দা করেন নাই। তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না।

১২৮৭ সালে গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে লইয়া অভিনেতৃসম্প্রদায় গঠিত হয়। ব্যয়বিধান করিয়া সাজসরঞ্জাম আনান হইল। দ্রৌপদীনিগ্রহ (অভিনয়ের জন্য বাবার রচিত ক্ষুদ্র নাটক) ও বেণীসংহারের অভিনয় হয়। ১২৮৮ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে অশ্রুমতী ও কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইল। বাবা অভিমন্যুবধ অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। তাহার অভিনয় আর ঘটিল না। ১৮ই আষাঢ় বেলা এক প্রহর সময়ে জেমোকান্দির গ্রাম্য সমাজে আনন্দাভিনয়ে সহসা যবনিকা-পাত ঘটিল।

তৎপরে দশ বৎসর কাল জেমোর রাজবাটীতে আর কোন উৎসবঘটনা ঘটে নাই। সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজে নিত্যানুষ্ঠানের মধ্যে ছিল। অতঃপর দশ বৎসর কাল কোন দেশহিতকর বা লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমাজনেতা দেব নরেন্দ্রনারায়ণের হস্তপরিচালনা কেহ দেখিতে পায় নাই। এই দশ বৎসর মধ্যে লিপিযোগ্য ঘটনা অধিক কিছু

নাই। একবার ১২৯১ সালের ৬ই কার্ত্তিক, আর একবার ১২৯৮ সালের ৬ই ভাদ্র, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিবর্গের সম্মিলিত অশ্রুপ্রবাহ পুণ্ডরীক-কুলের বৃহৎ পরিবারের শোকোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র।

পিতৃপুরুষগণের তপঃসঞ্চিত পুঞ্জীভূত পুণ্যরাশি, বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমল, হিমাচলের ন্যায় উন্নত ও মহোদধির ন্যায় গম্ভীর, মানব-হৃদয়ের সমগ্র সদ্বৃত্তিসমূহের সমষ্টীকৃত সমবায়, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, এক হইয়াও মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করিয়া, লোকশিক্ষার জন্য ধরাধামে বিচরণ করিতেছিলেন। কাল পূর্ণ হইলে তিন মূর্ত্তি একে একে অন্তর্হিত হইল।

অতঃপর পুত্রশোকার্ত্তা দেবী বিমলাসুন্দরী ও বামাসুন্দরী সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসিনী হইলেন। ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র বিমলাসুন্দরী তথায় অমৃতপদ লাভ করিলেন। বামাসুন্দরী পুত্রশোকের দুর্ব্বহভারে অতীতের সমগ্র আনন্দস্মৃতি প্রোথিত করিয়া বিশ্বনাথের চরণোপান্তে চিরশান্তির প্রতীক্ষায় দিনযাপন করিতেছেন।

ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে বাঘডাঙ্গার সম্পত্তি ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ হরিপ্রসাদের বংশধরগণের হস্ত হইতে হস্তান্তর আশ্রয় করিয়াছে। মুর্শিদাবাদের মাননীয় প্রজাপালক উদারচরিত নবাব বাহাদুর সেই অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইয়াছেন। স্বর্গীয় রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ও যোগীন্দ্রনারায়ণকে সেই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সাক্ষী হইতে হয় নাই। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী ভাগ্যলক্ষ্মীকর্ত্তৃক বঞ্চিতা হইয়া বার্দ্ধক্যে পুত্রশোকভার বহনের জন্য জীবিতা আছেন।

ভ্রমসংশোধন।

৮৫ পৃষ্ঠে ৺রাণী জগদম্বার মৃত্যু কৃষ্ণাষ্টমী ১১ই ভাদ্র।

৺রাণী বিমলাসুন্দরীর মৃত্যু ১২ই চৈত্র।

---

(১১)

নিম্নের বিবরণ The Fifth Report of the Select Committee [of the Parliament] on the Affairs of the East Indian Company Vol I (Madras Edition, 1883) পুস্তকের অন্তর্গত চতুর্থ পরিশিষ্ট-মধ্যস্থ Grant's Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal হইতে সঙ্কলিত হইল।

ফতেসিংহের জমিদারী নবাব জাফর খাঁয়ের সময়ে হরিপ্রসাদকে প্রদত্ত হয়। প্রথমে ১১ পরগণার সনন্দ দেওয়া হয়। রাজস্ব ১৮৬৪২১ টাকা। P. 264.

তালুক ফতেসিংহ গয়রহ—তালুকদার নীলকণ্ঠ—পরিমাণ ২৫৯ বর্গ মাইল। ১৭২২ খৃঃ অব্দের নির্দ্ধারিত আশল জমা তুমারি বাদশাহী ১৩৭২৯১; ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে রাজস্ব ১৪৬৮৬৯। P. 321.

Futtehsing, in its actual dimensions in 1172, being only 259 square miles, forming comparatively little more than a point of connexion between Rajeshahy, Beerbhoom, Burdwan, with Kistanagur, on the western border of the Bhagiretty, and conferred successively on Herrypersaud, the son of Surajamun and Neel Kaunt, the present occupant of the Brahmin race (both of them servants of their predecessors in office respectively) was comprised in the following pergunnah divisions on the chucklah of Moorshedabad, viz. :

	Pergunnahs and Circars.	Ausil Jumma 1135.	Disbursements Teshkhusy or effective Bundobust.	Remaining Ausil Jumma 1172.	Teshkhusy, or effective Bundobusty Jumma on the Ausil, at different periods.
	Futtehsing Circar Shereefabad Ausil.	1,32,708	11,932	1,20,776	In 1149 the Teshkees jumma on the total Ausil of 1135, was 1, 41, 826. In 1169, after the disbursements stated, continuing the same to 1172. The Teshkessy on the whole of the Ausil remaining, was Sicca Rupees, 1,37,294, on account of the Khalsa.
Perg.	Eslampoor .. Audimber .	19,542	1,036	18,488	
	Keerutpoor ... Shereefabad	15,470	4,440	11,030	
	Gadla . Ditto	8,348	787	7,561	
	Chunakahly ... Audimber	2,483	..	2,483	
	*Ketgur Joar Mhola Ditto .	1,446	...	1,446	
	Bhirole .. Shereefabad ...	814	87	727	
	Kashypore .. Audimber ..	3,009	.	3,009	
	*Barbechring .. Shereefabad ...	874	..	874	
	*Koolberiah .. Mahmoodadad ..	1,668	..	1,668	
	Kootubpoor ... Shereefabad ..	72	..	72	
11	Perg. Total of the Zemindary and Talook. ...	1,86,416	18,282	1,68,134	

Talook of Futtehsing.—Various causes, the separate effects of which I do not think necessary on the present occasion minutely to examine, may have influenced the extraordinary reduction of the original standard assessment, now for the first time occurring in the zemindary detail of the Soubah of Bengal, in the compendious form of a Teshkhussy Jumma on the total of the Ausil: 1st. It may in volve part of the general small remission of Sujah Khan, under the same technical denomination on the Ausil Toomary of his predecessor. 2dly. It may in part, and possibly altogether, have been in consequence of the destructive war commenced with the Mahrattas in 1148, and waged for years in and about this little territory, to the certain diminution of its annual funds of revenue; 3dly. As near one half of the district is a morass, partially capable perhaps of producing only a scanty crop of rice, after an original outlay in the mode of tuckavy for the purpose of melioration, usually made by the sovereign proprietor alone, enabled with the will to encourage or perform the greater agricultural improvements in Hindostan; so when the constant smaller expense and labour necessary to maintain works of permanent utility in husbandry were for a long time discontinued, these may have fallen more quickly in decay, than they could again be gradually restored, through the miserably feeble efforts of a needy despotic Government; 4th. Herrypersaud the former landholder, drying without issue, in the time of Aliverdi Khan, Bydenaut his servant, procured a zemindary sunnud for the whole possession, in the name of his own son Neelkaunt the present occupant. Parbutty wife of the deceased, claimed a subsistence; and it seems likely, that a temporary allowance was made to her, forming part of the Teshkhussy reduction; bnt it was reserved for an English administration, after a lapse of near 30 years, to espouse her father's pretensions; to decree in her favour a moiety of the chartered rights of Neelkaunt, which had been otherwise considerably lessened by new alienations to Khalsa Mutseddy Talookdars; and in her behalf even countenance the novel system of female adoption, in a country where

* These three Pergunnahs contain the talook of Herrypersaud, the son of Surajemun.

hitherto the natives of that sex are held always either in legal or virtual slavery. However this may be, on the basis of the ausil jumma teshkhees of 1169, the revenue then recovered its ancient original standard in the establishment of abwabs, viz:

Jumma Teshkheeskool of Futtehsing .	1,169	1,37,294	M. R. Khan in 1172 reducing the Ausil to Rupees 1,11,225, concluded a net bundobust for that and nearly the aforestated abwabs, amounting to 1,60,637. In 1183, notwithstanding large and repeated alienations of territory to make up the new talooks of Radabullubpore, &c., even the aumeens find sources of revenue, including a small plateka of 1,62,633 rupees, besides 55,032 bigas of Bazee Zemeen and chakeran lands. Yet in 1190 the gross jumma was no more than Rupees 1,02,036; from which, deducting 5,833 for mofussil serinjammy charges only, such a clear income will remain, as must leave at least a recoverable defalcation of eighty-five thousand rupees, inclusive of irregular talookdary dismemberments.
Muscoorat.			
Nankar to the zemindar...	4,584	2,525	
Neem Tucky Canongoe.	941		
Abwabs	Net.	1,3,7469	
1. Khasnovessy	2,784	50,124	
2. Feelkhaneh	6,187		
3. Zer Mathoot	6,246		
4. Ahuk	1,446		
5. Chout Marhattah	14,357		
6. Nuzzer Munsoorgunge	3,041		
7. Serf Sicca 1½ Annas ..	1,603		
Total Malgoozary of the district in 1170 Rs.		1,84,893	

PP. 455—457.

তারিখের নির্ঘণ্ট।

বঙ্গাব্দ		
৯৯৭	...	মানসিংহের বঙ্গে আগমন। খরগপুরে সংগ্রামসিংহের দমন
১০০৩	...	কোচবিহারে যুদ্ধ।
১০০৭	...	শেরপুর আতাইয়ের যুদ্ধে পাঠানগণের পরাভব।
		ফতেসিংহের জমিদারী প্রতিষ্ঠা।
১১০২-১১০৫	...	শোভাসিংহের ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ।
		জগৎ কালু প্রভৃতির বিদ্রোহে যোগদান।
১১১১	...	মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপনা।
১১২৪	...	আনন্দচন্দ্র রায়ের মৃত্যু।
১১২৬	...	সূর্য্যমণি চৌধুরী কর্তৃক ফতেসিংহ অধিকার।
১১৩৮	...	মঙ্গল পাঁড়ে (বিকল পাঁড়ে ?) কর্তৃক ফতেসিংহ দখল।
১১৫০	...	নয়নসুখ রায়ের ফতেসিংহ দখল।
১১৫১	...	হরিপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু।
১১৫১	...	নীলকণ্ঠ রায়ের ফতেসিংহ প্রাপ্তি।
১১৬৪	...	নীলকণ্ঠ রায়ের রাজোপাধি লাভ।
১১৭২	...	নীলকণ্ঠ রায়ের কারাবাস।
১১৭৪	...	রাণী পার্ব্বতীর বাঘডাঙ্গা আগমন ও ফতেসিংহ অধিকার।
		কালীশঙ্কর রায়ের যজ্ঞোপবীত।
১১৭৫	...	নীলকণ্ঠ রায়ের কারামোচন।
১১৭৬	...	ছেয়াত্তরে মন্বন্তর।
		নীলকণ্ঠ রায় কর্তৃক ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্তি।
১১৯৭	...	নীলকণ্ঠ রায়ের মৃত্যু।

৺নীলকণ্ঠ রায়ের মৃত্যুদিন	১১৯৭ সাল ১লা চৈত্র (২৮ ফাল্গুন ?) শুক্ল সপ্তমী দিবা দ্বিপ্রহর।
৺শিতিকণ্ঠ রায়ের শ্রাদ্ধাহ	পৌষ কৃষ্ণ সপ্তমী।
৺লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের জাতাহ	১১৮৪ সাল ১০ই বৈশাখ হস্তা নক্ষত্র, কন্যা-রাশি, চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী।
৺রুদ্রনারায়ণ রায়ের জাতাহ	১১৮৭ সাল ১০ই আশ্বিন কর্কটরাশি পুনর্ব্বসু ভাদ্র কৃষ্ণ দশমী।
৺রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু	১১৯৯—১২০২ মধ্যে।
৺লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু *	১২৩৯ সাল ১৩ই চৈত্র শুক্লপঞ্চমী রাত্রি দুই দণ্ড।
৺রাণী রামমণির মৃত্যু	১২৫৩ সাল ৮ই ফাল্গুন শুক্ল পঞ্চমী।
৺কালীনারায়ণের জন্ম	১২০৯ সাল ৫ই কার্ত্তিক বুধবার রাত্রি চৌদ্দ দণ্ড।
৺কালীনারায়ণের বিবাহ	১২২২ সাল।
৺কালীনারায়ণের মৃত্যু	১২৩৩ সাল আশ্বিন বিজয়াদশমীর পর শুক্ল দ্বাদশী।
৺রাণী জগদম্বার জন্ম	১২১৫ সাল ৩রা ফাল্গুন সোমবার অমাবস্যা।
৺রাণী জগদম্বার মৃত্যু	১২৭৮ সাল ৭ই ভাদ্র।
৺দয়াময়ী দেবীর জন্ম	১২১৫ সাল ৫ই পৌষ রবিবার শুক্ল প্রতিপৎ।
৺দয়াময়ী দেবীর মৃত্যু	১২৮৫ সাল ২৫শে বৈশাখ শুক্ল পঞ্চমী।
৺মহীন্দ্রনারায়ণের জন্ম	১২৩২ সাল মেষরাশি অশ্বিনীনক্ষত্র কোজাগরী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ রাত্রি।
৺মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু	১২৫৪ সাল ২০শে বৈশাখ রবিবার বৈশাখী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ দ্বিতীয়া।
৺বিমলাসুন্দরীর জন্ম	১২৪০ সাল ২২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ দশমী।
৺বিমলাসুন্দরীর মৃত্যু	১৩০০ সাল.চৈত্র।

শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরীর জন্ম	১২৪১ সাল ১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার কৃষ্ণ সপ্তমী রাত্রি।
৺নরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম	১২৪৭ সাল ১০ই আষাঢ় সোমবার কৃষ্ণ অষ্টমী রাত্রি দ্বাদশ দণ্ড।
৺নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু	১২৯৮ সাল ৬ই ভাদ্র রাত্রি চারি দণ্ড।
শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী	জন্ম ১২৫১ সাল ২৭শে পৌষ দিবা তিন দণ্ড।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ	জন্ম ১২৬৭ সাল ২৭শে আষাঢ় মঙ্গলবার।
শ্রীমান্ পূর্ণেন্দুনারায়ণ	জন্ম ১২৭১ সাল ২৫শে মাঘ।
শ্রীমান্ শরদিন্দুনারায়ণ	জন্ম ১২৭৩ সাল ২রা অগ্রহায়ণ।
শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ	জন্ম ১২৭৭ সাল ৭ই কার্ত্তিক রবিবার।
শ্রীমান্ বরদিন্দুনারায়ণ	জন্ম ১২৭৯ সাল ৫ই আষাঢ় দিবা ১৮ দণ্ড।
শ্রীমতী সরোজাক্ষী	জন্ম ১২৬৭ সাল ৪ঠা পৌষ।
শ্রীমতী যোগেশমোহিনী	জন্ম ১২৬৯ সাল।
৺নীলপ্রভা	জন্ম ১২৭৫ সাল ৩রা ফাল্গুন। মৃত্যু ১২৯২ সাল মাঘ।
শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা	জন্ম ১২৭৭ সাল মাঘ।
৺রাজা কালীশঙ্কর রায়	শ্রাদ্ধাহ আষাঢ়ী অমাবস্যা।
৺রাণী রাজমণি	শ্রাদ্ধাহ কোজাগরী পূর্ণিমা।
৺পরমানন্দ রায়	জন্ম ১২০১ সাল।
৺পরমানন্দ রায়	মৃত্যু ১২২০ সাল আষাঢ় কৃষ্ণ সপ্তমী।
৺মহানন্দ রায়	মৃত্যু ১২৭০ সাল ২রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার।
৺যোগীন্দ্রনারায়ণ	জন্ম ১২৫৪ সাল; মৃত্যু ১৩০১, ৪ঠা পৌষ।
৺উপেন্দ্রনারায়ণ	জন্ম ১২৫৬ সাল বৈশাখ। মৃত্যু ১২৯৩ সাল বৈশাখ।
শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনারায়ণ	জন্ম ১২৬০ সাল ভাদ্র।
শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবী	জন্ম ১২৪৯ সাল আষাঢ়।
৺গদাধর ত্রিবেদী	মৃত্যু ১২১৯ সাল।

তারিখের নির্ঘণ্ট

৺বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী	মৃত্যু ১২.৩ সাল কার্ত্তিকে [illegible]
৺নবকিশোর ত্রিবেদী	জন্ম ১১৯৮।
নারায়ণী দেবী	মৃত্যু ১২৮০।
সীতারাম ত্রিবেদী	মৃত্যু ১২১৩ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ [illegible]
৺হরচন্দ্র ত্রিবেদী (ফকীর বাবু)	জন্ম ১২০৩ সাল আষাঢ় ব[illegible] মৃত্যু ১২২৭ সাল ২২শে ভাদ্র।
৺বলভদ্র ত্রিবেদী	জন্ম ১২১০ সাল ৩০শে চৈত্র ম[illegible] প্রতিপৎ রাত্রি চতুর্দ্দশ দণ্ড। মৃত্যু ১২৪৬ সাল ৮ই জ্যৈষ্ঠ [illegible] শুক্ল নবমী রাত্রি দুই দণ্ড।
৺দয়াময়ী দেবী	জন্ম ১২১৫ সাল ৫ই পৌষ [illegible] প্রতিপৎ।
৺দয়াময়ী দেবী	মৃত্যু ১২৮৫ সাল ২৫শে বৈশা[illegible]
৺কৃষ্ণসুন্দর ত্রিবেদী	জন্ম ১২৩৩ সাল ৬ই শ্রাব[illegible] মকর রাশি, কৃষ্ণ প্রতিপৎ। মৃত্যু ১২৬৮ সাল ২রা চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী।
৺ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী	জন্ম ১২৩৭ সাল ১৪ই কার্ত্তিক মীনরাশি উত্তরভাদ্রপদ শুক্ল ত্রয়োদশী।
৺ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী	মৃত্যু ১২৭৪ সাল ২৩শে ফাল্গুন শুক্ল দ্বাদশী বৈকালবেলা।
৺রোহিণী দেবী	মৃত্যু ১২৮৪ সাল ২৫শে মাঘ শুক্লপঞ্চমী রাত্রি তিন প্রহর।
শ্রীযুক্তা তিনকড়ি দেবী	জন্ম ১২৪৫ সাল ২৫শে কার্ত্তিক বৃহস্পতি- বার কৃষ্ণাষ্টমী।
৺গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী	জন্ম ১২৫৫ সাল ২৩ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শুক্ল ত্রয়োদশী রাত্রি দুই দণ্ড। মৃত্যু ১২৮৮ সাল ১৮ই আষাঢ় রথযাত্রার পর শুক্ল পঞ্চমী শুক্রবার বেলা এক প্রহর।